

সাধারণ জ্ঞানে
সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তি ও
গোপনীয় প্রতিক্রিয়া
সাজেশনটি ঘৰে

বিশ্ববিদ্যালয়,
মেডিকেল, নাসিং
ও ক্যাডেট ভর্তি

বিসিএস প্রিলি,
প্রাইমারি নিয়োগ ও
শিক্ষক নিবন্ধন

ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট
ও অন্যান্য
নন-ক্যাডার জব

বিসিএস প্রিলিটে
৫৫+ নম্বর প্রাপ্তির
নিশ্চয়তায়

মিহির'স GK

ফাইনাল সাজেশন 2024

অভিজ্ঞতার
১২ বছর

মফলতার
৯ বছর

সংক্ষরণ: ২৪তম

সাম্প্রতিক, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল, সুশাসন, মৌলিক ও ICT



আজ্ঞা ও বিশ্বাসের
সাথে পড়ুন মফলতা
আসবে ইন্শা আল্লাহ

রচনা ও সম্পাদনায়

এম এ মোতালিব মিহির

বিএ (সম্মান), এমএ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সিনিয়র লেকচারার: বিসিএস কনফিডেন্স & UCC

৪৩তম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (সুপারিশপ্রাপ্ত)

২০২৩ সালে শুধু ফাইনাল
সাজেশন থেকে ঢাবিতে ২৭টি,
৪৫তম প্রিলিটে ৬২টি এবং
অন্যান্য পরীক্ষায় ৮০-৯০%
প্রশ্ন কমন ছিল

সহযোগিতায়:

অর্ণব আহমেদ ফাহিম, রাশেদুল, আরমিন, মাঝেনুল, ইমন, যোবায়ের
রিয়াদ, নাসির, বিপুল, হাফসা, হেলাল, মুজাহিদ, ফাহাদ, সাফায়েত, রাকিবুল, রায়হান

- বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দেশন 'চর্যাপদ' রচিত হয়- পাল আমলে।
- পাল রাজারা ছিল-দেশীয় শাসক (ধর্ম ছিল- বৈদ্য)।
- বাংলার দীর্ঘস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন - পাল রাজারা (প্রায় চারশত বছর)
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা - ধর্মপাল।***
- রামপালের আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ- রামচরিত (লেখক- সন্ধ্যাকর নন্দী)

সেন বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	হেমন্ত সেন
শ্রেষ্ঠ শাসক	বিজয় সেন
শেষ শাসক	কেশব সেন (শেষ হিন্দু রাজা)
লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল	নদীয়া বা নববীপ

- কোলিন্য প্রাথার প্রচলন করেন- বল্লাল সেন।
- ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা- বল্লাল সেন।
- সেনদের ধর্ম ছিল- হিন্দু ধর্ম।
- সেনরা আসেন - দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে।
- দানসাগর, অঙ্গুষ্ঠ সাগর রচনা করেন - বল্লাল সেন।
- দানসাগর, অঙ্গুষ্ঠ সাগর সমাপ্ত করেন- লক্ষণ সেন (উপাধি- গৌড়েশ্বর)

Note: ১২০৪ সালে লক্ষণ সেন বখতিয়ার খিলজির নিকট পরাজিত হলে পালিয়ে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেয় এবং এখানে কিছু দিন শাসন করেন। সর্বশেষ ১২৩০ সাল পর্যন্ত কেশব সেন শাসন করেন। তবে কেশব সেন অপশনে না থাকলে উভয় হবে লক্ষণ সেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থ

ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ	আল-কুরআন	ফেরদৌসি	শাহানামা
আর্যদের আদি গ্রন্থ	বেদ	বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ	ত্রিপিটক
আল বেরুনী	কিতাবুল হিন্দ	ক্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ	বাইবেল
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী	কলহন	রাজতরঙ্গিনী
বাল্যাকী	রামায়ণ		
হিন্দু	বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত		
মিনহাজ উস সিরাজ	তবকাত-ই-নাসিরী		
গোলাম হোসেন সলিম	রিয়াজ আস সালাতিন (ঐতিহাসিক গ্রন্থ)		

মুসলিম শাসন

- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে- ৭১২ খ্রিস্টাব্দে
- মুহাম্মদ বিন কাসিম আক্রমণ করেন- মুলতান ও সিন্ধু
- এ সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসক ছিল - রাজা দাহির
- ইরাকের গভর্নর হাজাজ বিন ইউসুফের জামাতা ছিল - মুহাম্মদ বিন কাসিম
- সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত - মোট ১৭ বার ভারত বর্ষ আক্রমণ করেন।
- সুলতান মাহমুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন- ১০২৬ সালে
- সুলতান মাহমুদ ভারত বর্ষ আক্রমণ করে - ধন-সম্পদ লুট করেছেন কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি।
- মুসলিম বীর “তারিক বিন জিহাদ” স্পেনের রাজা রডারিক-কে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন- ৭১১ সালে
- ১১৯১ সালে ১ম তরাইনের যুদ্ধ হয় - মুহাম্মদ ঘুরী ও পৃথী রাজের মধ্যে। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়- মুহাম্মদ ঘুরী।
- ১১৯২ সালে ২য় তরাইনের যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথী রাজকে পরাজিত করে - ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- বাংলায় মুসলিম শাসন আসে বখতিয়ার খলজীর হাত ধরে- ১২০৪।
- সেন বংশের শেষ শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে মুসলিম সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন- বখতিয়ার খিলজি।

দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন (সালতানাত)

দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়	১২০৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাতের পতন ঘটে	১৫২৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত টিকেছিল	মোট ৩২০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	কুতুবউদ্দীন আইবেক
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	ইলতুৎমিশ
একমাত্র মহিলা সুলতান	সুলতানা রাজিয়া
শেষ শাসক	ইব্রাহীম লোদী
রাজধানী	দিল্লী

- ১৫২৬ সালে প্রথম পানি পথের যুদ্ধে লোদি বংশের শেষ শাসক ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হলে - বাবর মোঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।
- দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা- কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- দিল্লীর কুতুব মিনার নির্মাণ করেন- কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- দিল্লীর লাখ বজ্র বলা হয়- কুতুবউদ্দিন আইবেককে।
- দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করেন- আলাউদ্দিন খিলজি।

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়	১৩০৮ সালে***
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনের পতন ঘটে	১৫৩৮ সালে
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন টিকে ছিল	মোট ২০০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
শ্রেষ্ঠ শাসক	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
শেষ শাসক	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
রাজধানী	সোনারগাঁও ও গৌড়

- বাংলার সবগুলো জনপদকে একত্রিত করে 'বাঙ্গালাহ' নাম দেন - শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ এর উপাধি- শাহ-এ- বাঙাল
- 'ইলিয়াস শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- 'হোসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা- আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯)
- সুলতানী শাসনামলে যার শাসনকালকে 'বৰ্ণযুগ' বলা হয়েছে- আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (সাহিত্যকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন)
- বাংলার আকবর বলা হয় - আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে।
- পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র আদান প্রদান করেন- গিয়াসউদ্দিন আয়ম শাহ।

পানি পথের যুদ্ধ

- এ পর্যন্ত পানি পথের যুদ্ধ হয়- ৩ টি।
- পানিপথ নামক ঝানটি অবস্থিত - ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে যমুনা নদীর তীরে, পানিপথ- একটি গ্রামের নাম

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১য় যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর- ইব্রাহিম লোদী (জয়ী)- বাবর	ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম কামানের ব্যবহার করেন বাবর
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খা-হিমু (জয়ী)- বৈরাম	দিল্লী উদ্ধার
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	দুররানি সম্রাজ্য ও মারাঠা (দুররানিদের জয় হয়)	দুররানি সম্রাজ্যের বিস্তার

- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত নাটক- রক্তাক্ত প্রাতর (মুনীর চৌধুরী)
- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত মহাকাব্য- মহাশশ্যান (কায়কোবাদ)

মুঘল শাসন (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.)

- ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শাসক- জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ বাবর। (১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন- ভারতবর্ষে)
- বাংলায় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- সন্দ্রাট আকবর (১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন- বাংলায়
- মুঘল বংশের শেষ শাসক- ২য় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় মুঘল বংশের পতন হয়)।
- মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল- সুবা-ই-বাঙালা।
- দক্ষ শাসক ছিল - ৬ জন।
- মনে রাখার টেকনিক: বাবর হইল আবার জুর সারিল ঔষধে।
 - বাবর = বাবর (যে মুঘল সন্দ্রাট নিজের আত্মজীবনী নিজেই লিখেন)
 - হইল = হুমায়ুন (বাংলাকে জাম্মাতাবাদ ঘোষণা করেন)
 - আবার = আকবর (মুঘল বংশের শেষ শাসক)
 - জুর = জাহাঙ্গীর (তার সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন)
 - সারিল = শাহজাহান (Prince of Builders বলা হয়)
 - ঔষধে = আওরঙ্গজেব (জিন্দাপীর বলা হয়)

দক্ষ মুঘল শাসক ৬ জন

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর

- জন্ম : ১৪৮৩ সালে তুর্কিস্তানের ফারগনায়
- শাসনকাল- (১৫২৬-৩০ খ্রিঃ)।
- ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন- ১৫২৮ সালে। উগ্রবাদী হিন্দুরা ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদটি ধ্বংস করে।
- সমাধি- কাবুলে (আফগানিস্তান)।
- আত্মজীবনী- তুযুক-ই-বাবর বা বাবরনামা (তুর্কিভাষায় লেখা)

নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন

- ডাকনাম- নাসিরুদ্দিন।
- শাসনকাল- ১ম (১৫৩০- ৪০ খ্রিঃ), ২য় (১৫৫৫-৫৬খ্রিঃ)
- গঞ্জাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান।
- ১৫৩৮ সালে গৌড় তথ্য বাংলাকে ঘোষণা করেন - “জাম্মাতাবাদ” **
- সমাধি- দিল্লী (ভারত)।

জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর

- ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময় (৪৯ বছর) শাসন করেন, তার সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।
- ডাক নাম- জালালুদ্দিন।
- শাসনকাল- (১৫৫৬-১৬০৫খ্রিঃ)।
- সমাধি- সেকেন্দ্রা (ভারত)। **
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৬০৫ সালে

নুরবেনী মুহম্মদ জাহাঙ্গীর

- ডাকনাম - সেলিম। সন্দ্রাট আকবর ডাকতেন - শেখুবাবা নামে।
- শাসনকাল - (১৬০৫-২৭ খ্রি.)।
- স্ত্রী ছিল - মেহেরবেন্সা বা নূর জাহান বেগম।
- বারো ভূইয়াদের পতন ঘটান এবং ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন - জাহাঙ্গীর। **
- আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ- তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর
- সমাধি- লাহোর, পাকিস্তান

সন্দ্রাট শাহজাহান

- পুরোনাম- শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররম।
- ডাক নাম- খুররম।
- শাসনকাল- ১৬২৭-৫৮খ্রি।
- ১৭৩৯ সালে পারস্যের “নাদির শাহ” মহূর সিংহাসন লুঠন করেন।
- হগলি থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- শাহজাহান।
- তার চার পুত্র- খুররম (আওরঙ্গজেব), শাহরিয়ার, দারাশিকো, শাহ সুজা।
- সমাধি - আগ্রা, উত্তরপ্রদেশ, ভারত।

আওরঙ্গজেব

- জীবন কাল ছিল- ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি।
- উপাধি - আলমগীর শাহ গাজী।
- ডাক নাম ছিল- আলমগীর।
- সমাধি - খুলতাবাদ, মহারাষ্ট্র, ভারত।
- তিনি অত্যন্ত দীনবাদী ও ধার্মিক ছিলেন।
- মুঘল বংশের ষষ্ঠ শাসক ছিলেন।
- কুচবিহারের নামকরণ করা হয়- আলমগীরনগর।
- জিজিয়া কর পুনঃঘাসন করেন।

আকবরের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- বাংলা সনের প্রবর্তন, নববর্ষের প্রচলন, পহেলা বৈশাখের সূচনা করেন।
- ‘মনসবদারি’ প্রথার প্রচলন ও ফতেহপুর সিকি নির্মাণ করেন।
- ‘জিজিয়া কর’ (অমুসলিমদের নিরাপত্তা কর) ও ‘তীর্থকরণ’ রহিতকরণ করেন।
- পাঞ্চাবের ‘অমৃতসর ঝর্মন্দি’ নির্মাণ, জালালী সন প্রচলন করেন।
- ‘দীন-ই-ইলাহী’ নতুন ধর্মের প্রচলন, ফসলী সনের সাথে সম্পর্কিত।

আকবরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগৰ্গ

আবুল ফজল	সন্দ্রাট আকবরের সভাকবি
তানসেন	রাজসভার গায়ক
টোডরমল	রাজু মন্ত্রী/অর্থমন্ত্রী
বীরবল	কৌতুককার

শাহজাহানের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- আমহল, খাস মহল, শীর মহল, তাজমহল, মহূর সিংহাসন নির্মাণ করেন।
- দিল্লির জামে মসজিদ, দিল্লির লাল কেন্দ্র নির্মাণ করেন।
- সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন।

সর্বশেষ মুঘল সন্দ্রাট ২য় বাহাদুর শাহ

- সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়- রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- রেঙ্গুনের বর্তমান নাম- ইয়াঙ্গুন
- মৃত্যু- ১৮৬২ সালে ৮৭ বছর বয়সে। সমাধি- রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত ছান- বাহাদুর শাহ পার্ক।

Note: ১৮৫৮ সালে ঢাকার নবাব আবুল গনী রানী ভিক্টোরিয়া সরাসরি ১৮৫৮ সালে ভারত বর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার স্বরাগে ভিক্টোরিয়া পার্ক নির্মাণ করেন। পরবর্তী ১৯৫৭ সালে ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

আগ্রার তাজমহল

- অবস্থিত- ভারতের উত্তর প্রদেশ, আগ্রা।
- যে নদীর তীরে- যমুনা, অপরানাম- মমতাজ মহল।
- নির্মাণ কাল- ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রি. (সপ্তদশ শতক)
- নির্মাণ শৰ্ম- ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে নির্মাণ করেন।
- স্থগিত- ওস্তাদ আহমেদ লাহৌরি।
- ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়- ১৯৮৩ সালে (২৫২ তম)
- বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম অংশ- তাজমহল।
- প্রেক্ষাপট: শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী আরজুমান্দ বেগম যিনি ‘মমতাজ’ নামে পরিচিত। তিনি ১৬৩১ সালে চতুর্দশ কন্যা সন্তান গৌহর বেগমকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাহান মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখতেই এটি নির্মাণ করেন।

বাংলায় ও দিল্লিতে মুঘল স্থাপত্য***

স্থপতি	স্থাপত্যকর্ম
শায়েস্তা খান	লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ, বিনত বিবির মসজিদ
শেরশাহ	আফগান দুর্গ
শাহজাহান	দিল্লী লাল কেল্লা, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, সালিমার উদ্যান, আমমহল, খাসমহল
শাহজাদা সুজা	বড় কাটরা
মীর জুমলা	ঢাকা গেট
তারা মসজিদ	মীর্জা গোলামগীর
হোসনি দালান বা ইমাম বাড়া	মীর মুরাদ (১৭ শতকে ঢাকার বকশি বাজারে নির্মিত শিয়া ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও কবরস্থান)

বাংলায় সুবেদারী শাসন***

বাংলার সুবেদার	উল্লেখযোগ্য কর্ম
মানসিংহ	<ul style="list-style-type: none"> মানসিংহ আকবরের সুবেদার ছিলেন। বারো ভূইয়াদের সাথে যুদ্ধ করেন। বারো ভূইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।
ইসলাম খান	<ul style="list-style-type: none"> ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ছিলেন। বারো ভূইয়াদের দমন করেন। ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন (১৬১০)। ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। ধোলাইখাল খনন করেন। নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।
শাহ সুজা	<ul style="list-style-type: none"> শাহ সুজা সম্রাট শাহজাহানের সুবেদার ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান ও মরতাজের পুত্র ছিলেন। বিনা শুক্কে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা দেন। ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন।
মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)	<ul style="list-style-type: none"> মীর জুমলা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুবেদার ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত 'ঢাকা গেট' নির্মাণ করেন ১৬৬০ সালে আসাম যুদ্ধ করেন শাহ সুজার সাথে। ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত কামানটি আসাম যুদ্ধে ব্যবহার করেন। মুসিগঞ্জের 'ইন্দুকপুর দুর্গ' নির্মাণ করেন।
শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮)	<ul style="list-style-type: none"> শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা ও সুবেদার। চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল করেন। চট্টগ্রামের নাম রাখেন "ইসলামাবাদ" পতু়িগঞ্জ জলদস্যুদের বিভাড়িত করেন। 'লালবাগ কেল্লা' নির্মাণ করেন চকবাজারে ছোট কাটরা ও চক মসজিদ নির্মাণ করেন। ঢাকা মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। মীর্জা আবু তালিব ইতিহাসে 'শায়েস্তা খান' নামে পরিচিত বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে শায়েস্তা খানের সময়। ঢাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত শায়েস্তা খানের সময়। ঢাকার নারিন্দায় বিনত বিবির মসজিদ নির্মাণ করেন।

- বাংলায় সুবেদারী শাসন চালু হয়- মুঘল আমলে।
- বাংলায় প্রথম সুবেদার ছিল- ইসলাম খান।
- মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল- সুবাহ বাংলা।
- সময় বাংলায় সুবেদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন- জাহাঙ্গীর।
- ইউরোপীয় প্যারাডাইজ অব নেশন হিসেবে বর্ণনা করেন- সুবাহ বাংলাকে।

নবাবী শাসন***

- বাংলায় নবাবী শাসন চালু হয়- মুঘল আমলে।
- বাংলার প্রথম নবাব- মুর্শিদকুলী খান (১৭০৩ সাল)
- বাংলার শেষ নবাব- নিজাম উদ্দোলা (১৭৬৫-১৭৬৬ সাল)
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭ সাল)
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব- সিরাজ উদ্দোলা (১৭৫৭ সাল)
- নবাব সিরাজ উদ্দোলার ডাক নাম ছিল- মির্জা মোহাম্মদ। কিন্তু হত্যাকারী ছিল- মোহাম্মদী বেগ।
- বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে ছানান্তর করেন- মুর্শিদকুলী খান।
- নবাব সিরাজ উদ্দোলার নামা ছিলেন- আলীবৰ্দী খান।
- আলীবৰ্দী খানের কল্যাণ ছিল- ৩ জন (মায়মুনা, ঘসেটি, আমেনা)
- নবাব সিরাজ উদ দৌলা ছিলেন- আমেনা বেগমের ছেলে।
- সিরাজ উদ দৌলা কলকাতা নগরীর নাম রাখেন 'আলীনগর'- ১৭৫৬ সালে
- ১৭৫৬ সালে 'অঙ্কুর হত্যা' প্রচারিত হয়- ইংরেজ চিকিৎসক হলওয়েল কর্তৃক
- রাজুর আদায়ের ইজারাদারি প্রথার প্রচলন করেন- মুর্শিদকুলী খান
- নবাবী শাসনামলে বাংলায় অত্যাচার ও লুটপাট করত- বগী/মারাঠা সৈন্যরা আফগান সৈন্যদের বিদ্রোহ ও মারাঠাদের দমন করেন- আলীবৰ্দী খান

শুর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.)

- শের শাহ এর জন্ম- আফগানিস্থান।
- শের শাহ এর সমাধি- বিহারের সাসারাম, ভারতে।
- প্রতিষ্ঠাতা- শের শাহ ১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শুর শাসন প্রতিষ্ঠা করে।
- ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন- শের শাহ। ডাক- চিঠি পাঠানো।
- দাম মুদ্রার প্রচলন করে- শের শাহ।
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম নির্মাণ করেন- শের শাহ।
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম অবস্থিত- নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে দিল্লি পর্যন্ত।
- কুরুলিয়াত ও পাটা ব্যবস্থা প্রচলন করে- শের শাহ।
- শের শাহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মাণ করেন- আফগান দুর্গ।

বারো ভূইয়া

- প্রেক্ষাপট: ১৫৭৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবর ও দাউদ খান কররানীর মধ্যে রাজমহলে যুদ্ধ হয়। সম্রাট আকবর কররানীকে পরাজিত করে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করলে বাংলার অনেক শাসক বিদ্রোহ করে। তাঁরই বারো ভূইয়া নামে ইতিহাসে পরিচিত।
- বারো ভূইয়া হলো- বাংলার অস্থ্য জমিদার বা বারো জন জমিদার।
- বারো ভূইয়াদের নেতা ছিলেন- দুশা খাঁ।
- দুশা খাঁ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন- সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
- বারো ভূইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন- দুশা খাঁ।
- দুশা খাঁর মৃত্যুর পর নেতা হয়- তাঁর ছেলে মুসা খাঁ।
- বারো ভূইয়াদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ছিলেন- যশোরের প্রতাপাদিত্য।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ “রাজা প্রতাপাদিত্য” লেখক- রামরাম বসু।
- বারো ভূইয়াদের দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন- আকবরের সুবেদার মানসিংহ।
- বারো ভূইয়াদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে- জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খাঁ।

বাংলায় বাণিজ্য

- ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তরাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্ব দিকে আসার জল পথ আবিষ্কার করেন- বার্থালোমিই দিয়াজ।
- ১৪৯২ সালে “আমেরিকা” আবিষ্কার করেন- ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস।
- ১৪৯৮ সালে ইউরোপ থেকে জলপথে প্রথম সফলভাবে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে আসেন- পতু়িগঞ্জ নাবিক ভাস্কো দা গামা।

দেশ	সাল	জাতি	পরিচিতি
পতু়িগাল ***	১৫১৬	পতু়িগঞ্জ	ফিরিঙ্গি
নেদারল্যান্ডস	১৬০২	ডাচ	ওলন্দাজ
ব্রিটেন	১৬০৮	ইংরেজ	ব্রিটিশ
ডেনমার্ক	১৬১৬	ডেনিশ	দিনেমার
ফ্রান্স	১৬৬৮	ফরাসি	ফরাসি

- > সর্বপ্রথম বাণিজ্য করতে আসে- পর্তুগিজ জাতি।
- > পর্তুগিজরা ১৫০২ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন- কেরালার কোচিনে।
- > পর্তুগিজরা কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন- এটি ভারতের প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ।
- > ফিরিঙ্গি শব্দটি এসেছে- ফারসি শব্দ থেকে।
- > পর্তুগিজরা চট্টামানে আসে- ১৫১৮ সালে।
- > পর্তুগিজদের অধীনে চট্টামানের সমৃদ্ধি ঘটে এবং একটি বাণিজ্য কেন্দ্র পরিষ্কার হয় যা পরিচিতি পায়- পোটো গ্রান্ডে বা বিশাল বন্দর নামে।
- > ১৫৩৮ সালে চট্টামান থেকে পর্তুগিজদের বিভাড়িত করেন- শের শাহ।
- > ১৫৮১-১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টামান অধীনে ছিল- মিয়ানমারের আরাকানদের
- > মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যদের একসাথে বলা হতো - হার্মাদ।
- > পর্তুগিজদের হগলি থেকে উচ্ছেদ করেন- মুঘল সন্দ্রীত শাহজাহান।
- > ১৬৬৬ সালে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যদের চট্টামান থেকে বিভাড়িত করেন- শায়েস্তা খান।
- > সর্বপ্রথম আসার চেষ্টা করলেও সর্বশেষ আসে- ফরাসি জাতি।
- > “কলকাতা” নগরীর প্রতিষ্ঠাতা- জব চার্নক (১৬৮৫ সাল)
- > ইংরেজী কলকাতায় “ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ” নির্মাণ করেন- ১৬৯৮ সালে
- > “ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” গঠিত হয়- ১৬৬৪ সালে।
- > ইউরোপের গৃহযুদ্ধ/৩০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয়- ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফলিয়ার চুক্তির মাধ্যমে।**

ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

- > ইংল্যান্ডের রান্নী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লী সন্দ্রীট আকবরের রাজত্ব কালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় “ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি” গঠিত হয়- ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে।**
- > ক্যাট্টেন হকিঙ্গ ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সন্দ্রীট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন- ১৬০৮ সালে।
- > ক্যাট্টেন হকিঙ্গের আবেদনক্রমে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন- সন্দ্রীট জাহাঙ্গীর***
- > ১৬১২ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন- সুরাট, ভারত**
- > প্রথম ইংরেজ দৃত হিসেবে স্যার টমাস রো সন্দ্রীট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন- ১৬১৫ সালে
- > ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন- সন্দ্রীট শাহজাহানের সময়
- > ১৬৩৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন- হরিহরপুর, দ্বিতীয়টি- হগলি (১৬৫১), তৃতীয়টি- কাশিমবাজার (১৬৫৮)
- > ১৬৯০ সালে সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর থান নিয়ে কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন- ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক (১২০০ টাকার বিনিময়ে) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেন্দ্র ছিল- কলকাতা
- > ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা নেয়- ১৭৫৭ সালে
- > বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে- ১৭৬৫ সালে (মুঘল সন্দ্রীট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে)।
- > কোম্পানির অবসান- ১৮৫৮ সালে ***
- > কোম্পানির শাসন ছিল- ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত)**

কলকাতার দূর করণ

- > বাংলায় ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর- লর্ড ক্লাইভ।
- > বাংলায় ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- > বাংলায় ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর জেনারেল- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- > বাংলায় ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর জেনারেল- উইলিয়াম বেন্টিং।
- > ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর জেনারেল- উইলিয়াম বেন্টিং।
- > ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর জেনারেল- লর্ড ক্যানিং।
- > ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রথম ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি- লর্ড ক্যানিং (১৮৫৭)
- > ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শেষ ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি- লর্ড মার্ডন্টব্যাটেন

ইংরেজ শাসকদের সংক্ষার

সংক্ষারক/শাসক	সংক্ষার কার্যক্রম
লর্ড ক্লাইভ	<ul style="list-style-type: none"> ♦ দ্বিতীয়সান প্রতিষ্ঠা করে (১৭৬৫ সালে)। ♦ ইংরেজ সম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন (১৭৫৭)
ওয়ারেন হেস্টিংস	<ul style="list-style-type: none"> ♦ দ্বিতীয়সান ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২) ♦ পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩) ♦ সম্রাজ্যবাদী স্বত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪) ♦ উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড গঠন
লর্ড কর্ণওয়ালিশ **	<ul style="list-style-type: none"> ♦ জমিদারী প্রথার সূত্রপাত ♦ ভারতে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করেন ♦ দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন ♦ চিরাজ্যী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ♦ স্বৰ্ণস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩) ♦ সতীদাহ প্রথা প্রবর্তন (১৭৯৩)
লর্ড ওয়েলেসলী	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন ♦ টিপু সুলতানের সাথে মহীশুর যুদ্ধ করেন।
উইলিয়াম বেন্টিংক **	<ul style="list-style-type: none"> ♦ কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৫) ♦ ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫) ♦ সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন করেন (১৮২৯)
লর্ড রিপন	<ul style="list-style-type: none"> ♦ উপমহাদেশে ছানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ♦ স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন। ♦ ১৮৫০ সালে ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু করেন ♦ ভারতে টেলিগ্রাফ সেবা চালু ছিল ১৬২ বছর ♦ ২০১৩ সালে এই সেবা বন্ধ করে দেয়া হয় ♦ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৭) ♦ রেল লাইনের প্রচলন (১৮৫৩) ♦ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৬)
লর্ড ডালহৌসী ***	<ul style="list-style-type: none"> ♦ কাগজী মুদ্রা প্রচলন (১৮৫৭) ♦ সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ ভাইসরয় ♦ ভারতবর্ষে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন- ১৮৬১
লর্ড মেঁয়ো	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি চালু করেন (১৮৭২)
লর্ড হার্ডিঞ্জ **	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। ♦ হার্ডিঞ্জ বিজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৫) ♦ বঙ্গভঙ্গ রান্ড করেন (১৯১১)

- > বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে চেষ্টা করেন- দৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**
- > ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের নামানুসারে উপমাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নামকরণ করা হয় - হান্টার কমিশন (Hunter Commission)**
- > হিন্দু বিধবাদের বিয়ে যে আইনের দ্বারা হয়- The Hindu Widow's Remarriage Act, 1856
- > ভারতের কর্ণাটকের মহীশুর রাজ্যের রাজা টিপু সুলতান যে ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের সাথে যুদ্ধ করেন- লর্ড ওয়েলেসলী*

বাংলায় মন্তব্য

২বার

নাম	বাংলা সাল	ইংরেজি সাল
ছিয়াওরের মন্তব্য	১১৭৬	১৭৭০**
পঞ্চাশের মন্তব্য	১৩৫০**	১৯৪৩
ছিয়াওরের উপর লেখা উপন্যাস	পথের পাঁচালি (বিভূতিভূত বন্দ্যোপাধ্যায়) **	
ছিয়াওরের উপর লেখা চলচিত্র	পথের পাঁচালি (সত্যজিৎ রায়)	
পঞ্চাশের উপর লেখা নাটক	নেমেসিস (নুরুল মোমেন)	
পঞ্চাশের উপর চিত্রকর্ম	ম্যাডোনা-৪৩ (জয়নুল আবেদীন)	
ছিয়াওরের মন্তব্যের জন্য দায়ী ছিলো	লর্ড ক্লাইভ	
ছিয়াওরের মন্তব্যকালীন বাংলার গভর্নর ছিলো	লর্ড কার্টিয়ার	

- ছিয়ান্তরের মন্তব্যের বাংলার ৩ কোটি মানুষের মধ্যে মারা যায়- প্রায় ১ কোটি মানুষ
- পদ্ধতিশের মন্তব্যের উপর চিত্রকর্ম একে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন- জয়নুল আবেদীন***
- ছিয়ান্তরের মন্তব্যের পটভূমিতে রচিত তুলসি লাহিড়ীর- ছেঁড়াতার
- মনে রাখুন: ১লা জানুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তারিখ হলে বাংলা সাল থেকে ইংরেজি সাল বের করতে ৫৯৪ বছর যোগ করুন এবং ১৪ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তারিখ হলে বাংলা সালের সাথে ৫৯৩ বছর যোগ করলেই ইংরেজি সাল পাওয়া যাবে।

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

- সময়- (১৭৬০-১৮০০)
- বাংলার ফকিরদের নেতা- মজনু শাহ***
- সন্ন্যাসীদের নেতা- ভবানী পাঠক
- ভবানী পাঠকের সহযোগী ছিলেন- দেবী চৌধুরাণী
- ফকিররা ইংরেজদের কোম্পানী লুট করে- ১৭৬৩ সালে
- ফকিরদের নেতা মজনু শাহ মারা যায়- ১৭৮৭ সালে
- ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ- ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ***

তিতুমীরের আন্দোলন (Titumir's Movement)

- ইংরেজদের বিরুদ্ধে অন্ত ধরে প্রথম শহীদ হন- তিতুমীর।***
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম- মীর নিসার আলী
- তিতুমীর “বাঁশের কেল্লা” নির্মাণ করেন- নারিকেল বাড়িয়ায়।***
- বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে যার পরিকল্পনায়- গোলাম মাসুমের।
- বাঁশের কেল্লা ধ্বংস ও তিতুমীর শহীদ হন- ১৮৩১ সালে।
- বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেন- ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- বারাসাতের বিদ্রোহ করেন- তিতুমীর
- ২৪ পরগনায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা- তিতুমীর

ফরায়েজী আন্দোলন (Faraizi Movement)

- নেতা- হাজী শরীয়তউল্লাহ। জন্ম গ্রহণ করেন- ১৭৮১ সালে (মাদারীপুর)
- ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ছিল- ফরিদপুর।
- ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাপড়ান করেন- দুদু মিয়া।
- জমি থেকে খাজনা আদায় করা “আল্লাহর আইনের পরিপন্থী” বলেন- দুদু মিয়া। ফরায়েজী আন্দোলন ছিল- ধর্মভিত্তিক আন্দোলন।
- ফরায়েজী আন্দোলনের মূল বিষয় ছিলো- মুসলমানদের ফরজ পালনের নির্দেশ। ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়- ১৮১৮ সালে।
- ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতবর্ষকে ‘দারুল হারব’ বলেছেন - হাজী শরীয়তউল্লাহ।*

নীল বিদ্রোহ (Indigo Revolt)

- নীল বিদ্রোহের প্রবাদ পুরুষ ছিল- সর্দার বিশ্বনাথ
- নীল বিদ্রোহের নেতা- দিগম্বর বিশ্বাস, বিশ্বচৰণ বিশ্বাস।
- নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়- নীলদর্পণ
- “নীল দর্পণ” নাটকের রচয়িতা- দীনবন্ধু মিত্র
- “নীল দর্পণ” নাটক প্রথম প্রকাশ হয়- ঢাকার ‘বাংলা প্রেস’ থেকে।
- নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে- ১৮৬২ সালে।***
- “নীল দর্পণ” নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার সময়ে মঞ্চে জুতা ছুড়েন- বিদ্যাসাগর
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছন্দনামে নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন- “Indigo Planting Mirror” নামে

সিপাহী বিদ্রোহ- ১৮৫৭ (Indian Rebellion of 1857)

- পরিচিত- সর্বভারতীয় বিদ্রোহ বা সিপাহী জনতার বিদ্রোহ।***
- সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়- ১৮৫৭ সালে।*
- সিপাহী বিদ্রোহের নেতা- মঙ্গল পাড়ে, রঞ্জব আলী***
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে জড়িত পার্ক- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক (পূর্ব নাম ছিল- ভিক্টোরিয়া পার্ক)।
- ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলন হলো- সিপাহী বিদ্রোহ***
- সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ- মঙ্গল পাড়ে

উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংক্রান্ত

ব্যক্তি	অবদান
হাজী মুহাম্মদ মুহসিন	<ul style="list-style-type: none"> ▪ বাংলার ‘হাতেমতাই’ বলে খ্যাত ▪ ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা ▪ ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন
নওয়াব আব্দুল লতিফ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা
সৈয়দ আমীর আলী	<ul style="list-style-type: none"> ▪ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।
স্যার সৈয়দ আহমদ খান	<ul style="list-style-type: none"> ▪ আলীগড় আন্দোলনের প্রবর্ত্তন ▪ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ▪ ১৮৭৭ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা ▪ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন
এ কে ফজলুল হক	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন ▪ ঝুঁ সালিশি আইন প্রণয়ন ▪ ঢাকা ইডেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ▪ বরিশালের চাখারে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা

সর্বভারতীয় কংগ্রেস

- প্রতিষ্ঠা- ১৮৮৫ সালে (ভারতের বোধেতে)।***
- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক- অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।***
- প্রথম সভাপতি- উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি।
- ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এবং ভারতের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দেন।

প্রাক-পাকিস্তান আমল (১৯০০-১৯৪৭ সাল)

লর্ড কার্জন ও বঙ্গভঙ্গ***

- ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন- ১৮৯৯ সালে।
- বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাৱ দেন- ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।
- কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।
- University Act পাস করেন- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গ করেন- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্টি নতুন প্রদেশ- পূর্ব বাংলা ও আসাম।
- সৃষ্টি প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী- ঢাকা
- বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে- হিন্দুরা।
- পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম ছোট লাট- ফ্রেজার।
- বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন- পদ্মম জর্জ।

ফলাফল:

- আমার সোনার বাংলা রচনা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- রাষ্ট্রী বঙ্গ অনুষ্ঠানের সূচনা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা- ১৯০৬ সালে (ঢাকায়)
- অবদেশী আন্দোলনের সূচনা- ১৯০৬ সাল।

মুসলিম লীগ

- মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল- মুসলিম লীগ।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায়।***
- প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ।
- প্রথম সভাপতি- আগা মোহাম্মদ খান।
- প্রথম অধিবেশন হয়- ১৯০৬ সালে ঢাকায়।***
- পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীনের নেতৃত্ব দেয়- মুসলিম লীগ।

স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন**

- স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য-বিলিতি পণ্যের বর্জন, দেশি ও পণ্যের প্রসার
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত ৪ জন শুরুত্পূর্ণ ব্যক্তি।
- ১. মুকুদ্দরাম দাস (বরিশালের চারণ কবি, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা)।
- ২. ক্ষুদ্রিম (১৯০৮ সালে কিংস ফোর্ড কে হত্যার প্রচেষ্টার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়। ক্ষুদ্রিমকে নিয়ে পিতাম্বর সেন লিখেন বিখ্যাত গান- “একবার বিদায় দে মা স্বুরে আসি”। (তার সহযোগী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী)
- ৩. প্রীতিলতা ওয়াল্দেদার (১৯৩২ সালে চট্টগ্রামে পাহাড় তলীতে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহতি দেন। তিনি বেথুন কলেজের দর্শনের ছাত্রী ছিলেন।
- ৪. মাস্টারদা সুর্যসেন (১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন এবং ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশের তাঁকে ফাঁসি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে লাশ ভাসিয়ে দেয়।)। পেশায় ছিলেন- শিক্ষক।

বঙ্গভঙ্গ রান্ড

- রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে বঙ্গভঙ্গ রান্ডের ঘোষণা দেন- ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর।***
- বঙ্গভঙ্গ রান্ডের সময় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ছিলেন- লর্ড হার্ডিং।
- ফলাফল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়।
- পূর্ব বাংলা পুনরায় অবিভক্ত বাংলায় পরিণত হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯১২।
- কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে ছানাতর করা হয়- ১৯১২ সালে।***
- মর্লি মিন্টো আইন পাস হয়- ১৯০৯ সালে
- লক্ষ্মী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯১৬ সালে
- লক্ষ্মী চুক্তির মূল বিষয়- হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা
- ১৯২৩ সালে স্বরাজ দল গঠন করেন- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস**
- বাংলার মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য জনিত সমস্যা সমাধানে বঙ্গল প্যার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৩ সালে।***

খিলাফত আন্দোলন

- সময়সীমা- ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল ***
- তুরকের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল- খিলাফত আন্দোলন
- খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন- মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।**
- ১৯২৩ সালে তুরকের প্রেসিডেন্ট হন- কামাল আতাউর্ক
- আন্দোলনের অবসান হয়- ১৯২৪ সালে। রাজল্লার্ট আইন পাস হয়- ১৯১৯
- রাজল্লার্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে- জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয় নাগরিকরা একত্র হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

- ঘটেছিল- পাঞ্জাবের অন্যতমসরে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে)।**
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটায়- জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৯ সাল)।

অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনা

- অসহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী***।
- তাঁর প্রকৃত নাম- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের উন্নোব ঘটে- দক্ষিণ আফ্রিকায়**
- মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন- ১৯১৫ সালে
- মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পাদনা করতেন যেই পত্রিকার- ইভিয়ান অপিনিয়ন**
- ভারতের রাজনৈতিকে গান্ধী প্রবেশ করেন- ১৯১৭ সালে।
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল ছিল- ১৯২০-১৯২২ সাল।
- মহাত্মা গান্ধী “ভারত ছাড়” আন্দোলন করেন- ১৯৪২ সালে**
- মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের একমাত্র ‘নোয়াখালী’ জেলায় আসেন- ১৯৪৬
- গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর ও গান্ধী আশ্রম রয়েছে- নোয়াখালী**

- অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল- ব্রিটিশ সরকারের সাথে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকার আদায় করা।
- বিশ্ব অহিংস দিবস- ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন।)
- ১৯৩০ সালে ছি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- ১৪ দফার প্রবত্তি - মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন - পাকিস্তানের লাহোরে। এ প্রস্তাবের মূল কথা ছিল- ভারতের উভর পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।*
- বাংলাদেশে স্বাধীনতার বীজ বৃপ্তি ছিল- লাহোরের প্রস্তাবের মধ্যে।
- বাংলা ও কলকাতার মধ্যে দাঙ্গা হয়- ১৯৪৬ সালে

প্রাদেশিক নির্বাচন

- ভারত শাসন আইন পাস হয়- ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালে।
- ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়- ১৯৩৭ সালে।
- ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯৩৫ সালে।*
- ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালে।***
- ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন- এ কে ফজলুল হক।***
- প্রাদেশিক নির্বাচনে এ কে ফজলুল হকের প্রতীক ছিল- হুক।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করে- কোয়ালিশন সরকার।***
- ১৯৫০ সালে উপমহাদেশে প্রজাস্বত্ত আইনের মাধ্যমে জিনিদারি প্রথা উচ্ছেদ করেন- এ.কে. ফজলুল হক।***

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- ৩ জন

- ১ম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩)***
- ২য় মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৩-১৯৪৬)
- ৩য় মুখ্যমন্ত্রী/শেষ মুখ্যমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬-১৯৪৭)
- গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কে।**

তিন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে তৈরি (তিন নেতার মাজার)

- স্বপ্তি- মাসুদ আহমেদ এবং এস এ জহিরুদ্দিন।**
- অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- অবিভক্ত বাংলার তিন মুখ্যমন্ত্রী (এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দীন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী) কে নিয়ে তৈরি- তিন নেতার মাজার।**
- সমাধি সৌধটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়- ১৯৭৯ এবং আনুমানিক কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৮৫ সালে।

তেভাগা আন্দোলন

- তেভাগা শব্দের আভিধানিক অর্থ - ফসলের তিন অংশ।
- আন্দোলনের সময়- ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত
- তেভাগা বলতে বোঝায় - মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষী এবং বাকী এক ভাগ পাবে জমির মালিক।
- আন্দোলনে অংশ নেয় - জমির বর্গ বা ভাগচাষীরা।
- আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করে - দিনাজপুর, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর, জলপাইগুড়ি এবং চরিশ পরগনা।
- তেভাগা আন্দোলনের নেতৃ- ইলা মিত্র (তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের রানী ছিলেন)***
- তেভাগা আন্দোলনের জনক নামে খ্যাত - হাজী মোহাম্মদ দানেশ।
- এই আন্দোলন হয় - পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গে।
- তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস - নাঢ়াই।
- শওকত আলী কর্তৃক রচিত ‘নাঢ়াই’ উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে - অঞ্চল বয়সে বিধবা ফুলমতির সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই যা তেভাগা আন্দোলনের সাথে একাকার হয়ে যায় ‘নাঢ়াই’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র - ফুলমতি।

বিবিধ প্ৰসংজ

- > ১৯২৯ সালে 'নেহেরু রিপোর্ট-১৯২৮' এৰ প্ৰতিবাদে ১৪ দফা প্ৰেক্ষণ কৰে - মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- > ১৯৩০ সালে জিন্নাহ ঘোষণা কৰেন - দ্বি-জাতি তত্ত্ব।
- > ১৯৪০ সালেৰ ২৩ মাৰ্চ এ কে ফজলুল হক লাহোৱ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰেন। এৰ মূল কথা ছিল - ভাৰতেৰ উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চল ও পূৰ্বাঞ্চলে একাধিক মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা।
- > ১৯৪২ সালে ১৩ মাৰ্চ ব্ৰিটিশ প্ৰধানমন্ত্ৰী চাৰ্চিল ভাৰতেৰ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে মন্ত্ৰী ক্ৰিপসেৰ নেতৃত্বে প্ৰেৰিত মিশন- মন্ত্ৰী মিশন
- > মহাত্মা গান্ধী 'ভাৰত ছাড় আন্দোলনেৰ ডাক দেন - ৮ আগস্ট, ১৯৪২
- > ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন কৰেন - সুভাষ চন্দ্ৰ বসু।
- > ১৯৪৬ সালে ব্ৰিটিশ প্ৰধানমন্ত্ৰী এটলি ভাৰতেৰ রাজনৈতিক সংকট নিৰসনে ৩ জন মন্ত্ৰীকে লৱেস, ক্ৰিপস এবং আলেকজেণ্ডাৰকে প্ৰেৰণ কৰেন তাই পৰিচিত - মন্ত্ৰী মিশন নামে।
- > অবিভক্ত বাংলাৰ শেষ গভৰ্নৰ - ফ্ৰেডেৰিক জন বাৰোজ।
- > সীমান্ত গান্ধী নামে পৰিচিত - আবুল গাফফার খান।

বাংলাদেশেৰ ইতিহাস (১৯৪৭-৭১)

- > ১৯৪৭ সালেৰ দেশ ভাগ হয় "সৃষ্টি হয়"- ক. পাকিস্তান খ. ভাৰত।
- > পাক-ভাৰত স্বাধীনেৰ সময় ব্ৰিটিশ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিলেন- ক্লিমেন্ট এটলি
- > দেশ ভাগেৰ উপৰ লেখা উপন্যাস- আগুন পাখি (হাসান আজিজুল হক), কালো বৰফ (মাহমুদুল হক), বটলাৰ উপন্যাস (ৱাজিয়া খান)

পাকিস্তান

- > পাকিস্তান নামেৰ প্ৰস্তাৱক - চৌধুৱী রহমত আলী।
- > ১৯৩৩ সালে চৌধুৱী রহমত আলীৰ "Now and Never" গ্ৰন্থে প্ৰথম পাকিস্তান শব্দ উল্লেখ কৰেন।
- > পাকিস্তানেৰ কুপৱেৰখা তৈৱি কৰেন- আল্লামা ইকবাল।
- > পাকিস্তানেৰ জাতিৰ জনক- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- > পাকিস্তান স্বাধীন হয়- ১৯৪৭ সালেৰ ১৪ আগস্ট।
- > পাকিস্তান প্ৰথম ইসলামী প্ৰজাতন্ত্ৰ হয়- ১৯৫৬ সালে।
- > প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট- ইকনাদাৰ মিৰ্জা (১৯৪৭-১৯৫৮)।
- > প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী- লিয়াকত আলী খান (১৯৪৭-১৯৫১)।
- > প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী- খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৭-১৯৫১)।
- > প্ৰথম গভৰ্নৰ জেনারেল- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৭-১৯৪৮)।

ভাৰত

- > ভাৰতেৰ জাতিৰ জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- > স্বাধীন হয়- ১৯৪৭ সালেৰ ১৫ আগস্ট।
- > ভাৰত প্ৰজাতন্ত্ৰ হয়- ১৯৫০ সালেৰ ২৬ জানুয়াৰি।
- > প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট- রাজেন্দ্ৰ প্ৰাসাদ।
- > প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী- জওহৱলাল নেহেৰু।
- > স্বাধীন ভাৰতে প্ৰথম গভৰ্নৰ জেনারেল- লৰ্ড মাউন্টব্যাটেন।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২)

- > বাংলা সন- ১৩৫৮ সালেৰ ৮ ফাল্গুন বৃহস্পতিবাৰ।
- > জাতীয়তাবাদ উন্মোৰেৰ প্ৰথম ঘটনা - ভাষা আন্দোলন।
- > বাঙালি জাতীয়তাবাদেৰ মূল ভিত্তি- ভাষা ও সংস্কৃতি।
- > বাঙালি জাতীয়তাবাদেৰ বিকাশ লাভ কৰে- ভাষা আন্দোলনেৰ মাধ্যমে।
- > যাৰ ভিত্তিতে পূৰ্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল- বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূৰ্ব ও পশ্চিমে পাকিস্তানেৰ মধ্যে প্ৰথম বিৱোধ দেখা দেয়- ভাষাৰ প্ৰশ়ে।
- > পূৰ্ব বাংলাৰ মোট জনসংখ্যাৰ বাংলায় কথা বলে- ৫৬ ভাগ।
- > পূৰ্ব বাংলাৰ মোট জনসংখ্যাৰ উন্নুতে কথা বলতো- ৩.২৭ ভাগ।
- > বাকী লোকসংখ্যায় কথা বলে- পাঞ্জাৰি, বেলুচি, সিন্ধু ও পশ্চতুন ভাষায়
- > ১৯৩৭ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগেৰ দাণ্ডিৰিক ভাষা উৰ্দু কৰতে চাইলৈ বিৱোধীতা কৰেন- এ কে ফজলুল হক।

- > ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বৰে কৰাচিৰ শিক্ষা সম্মেলনে উৰ্দুকে প্ৰথম পাকিস্তানেৰ রাষ্ট্ৰভাষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত হয়।
- > ভাষা আন্দোলন চলাকালীন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পৰ্যন্ত ভাষা দিবস ছিল- ১১ মাৰ্চ।
- > ভাষাৰ প্ৰেক্ষিতে ড. মুহৰ্মদ শহীদুল্লাহ বলেন- "আমৰা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য; তাৰ চেয়ে বড় সত্য আমৰা বাঙালি।"
- > ভাষা আন্দোলনেৰ সময় ১৭ সদস্যেৰ "পূৰ্ব বাংলা ভাষা কমিটি"ৰ সভাপতি ছিলেন- আকৰাম খান।
- > ভাষা আন্দোলনেৰ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৱ রহমান বন্দি ছিলেন- ফরিদপুৰ জেলে।

তমদুন মজলিস**

- > ভাষাৰ প্ৰথম সংগঠন- তমদুন মজলিস (১৯৪৭ সালে ১ সেপ্টেম্বৰ একটি সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠান হিসেবে জন্ম হয়, (সদৰদণ্ডৰ ছিল- বড় মগবাজাৰ)
- > তমদুন মজলিস গঠনে নেতৃত্ব দেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থবিজ্ঞানেৰ অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- > ভাষা আন্দোলনেৰ স্থূলভাৱে বলা হয় - অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- > ভাষা আন্দোলনেৰ মুখ্যপত্ৰ পত্ৰিকা- সাংগীহিক সৈনিক। (সম্পাদক- শাহেদ আলী)
- > ১৯৪৭ সালেৰ ১৫ সেপ্টেম্বৰ তমদুন মজলিস প্ৰথম পুষ্টিকা প্ৰকাশ কৰে- পাকিস্তানেৰ রাষ্ট্ৰভাষা বাংলা না উৰ্দু।
- > 'পাকিস্তানেৰ রাষ্ট্ৰভাষা বাংলা না উৰ্দু' প্ৰবন্ধটি লেখেন- অধ্যাপক আবুল কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুৰ আহমদ।

গণপৰিষদে বাংলাৰ দাবি

- > পাকিস্তান গণপৰিষদেৰ প্ৰথম অধিবেশন বসে- কৰাচি (১৯৪৮ সালে)
- > পাকিস্তানেৰ গণপৰিষদেৰ ভাষা উৰ্দু ও ইংৰেজিৰ পাশাপাশি প্ৰথম বাংলাকে অন্যতম ভাষা কৰাৰ দাবি জানান- গণপৰিষদেৰ কংগ্ৰেস সদস্য কুমিল্লাৰ ধীৱেদ্ধনাথ দত্ত (২৩ ফেব্ৰুয়াৰি, ১৯৪৮)।

উৰ্দু ঘোষণা

- > 'উৰ্দু' এবং একমাত্ৰ উৰ্দুই হবে পাকিস্তানেৰ রাষ্ট্ৰভাষা প্ৰথম এ ঘোষণা দেয়-মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- > জিন্নাহ প্ৰথম এ ঘোষণা দেয়- ২১ মাৰ্চ, ১৯৪৮ সালে ঢাকায় রেসকোৰ্স ময়দানে (বৰ্তমান নাম সোহৱৰাওয়ার্দী)।
- > জিন্নাহ ২য় বার ঘোষণা দেয়- ২৪ মাৰ্চ, ১৯৪৮ সালে ঢাবিৰ কাৰ্জন হলে সমাৰ্বন অনুষ্ঠানে (ছাত্ৰ ছাত্ৰী তখনই না, না, না বলে উত্তৰ দেন)
- > প্ৰধানমন্ত্ৰী হিসেবে খাজা নাজিমউদ্দীন প্ৰথম 'উৰ্দু' এবং 'উৰ্দুই হবে পাকিস্তানেৰ রাষ্ট্ৰ ভাষা ঘোষণা কৰে-২৬ জানুয়াৰি, ১৯৫২ সালে (ঢাকাৰ পল্টন ময়দানে)
- > বঙ্গবন্ধু, অলি আহাদসহ অনেকে ধৰ্মঘট কৰেন- ১১ মাৰ্চ, ১৯৪৮ সালে

ভাষা আন্দোলনকালীন গঠিত বিভিন্ন পৰিষদ

ৱাষ্ট্ৰভাষা সংগ্ৰাম পৰিষদ	১ অক্টোবৰ, ১৯৪৭
ৱাষ্ট্ৰভাষা সংগ্ৰাম পৰিষদ (বিতীয় বাব গঠিত)	২ মাৰ্চ, ১৯৪৮
বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্ৰভাষা সংগ্ৰাম পৰিষদ	১৯৫০

সৰ্বদলীয় কেন্দ্ৰীয় রাষ্ট্ৰভাষা সংগ্ৰাম কমিটি (পেশাজীবীদেৱ) আহাৰায়ক- কাজী গোলাম মাহৱুব

১৯৫২***

ভাষা আন্দোলনকালীন পাকিস্তানেৰ প্ৰধান ব্যক্তিবৰ্গ

পাকিস্তানেৰ প্ৰেসিডেন্ট	ইকনাদাৰ মিৰ্জা
পাকিস্তানেৰ গভৰ্নৰ জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী	লিয়াকত আলী খান (১৯৪৭-৫১)
পাকিস্তানেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ***	খাজা নাজিমউদ্দীন (১৯৫১-৫৩)
পূৰ্ব বাংলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ***	নূৰুল আমিন

ভাষা আন্দোলনে শহীদ

- ভাষা আন্দোলনে ৮ জন শহীদের নাম পাওয়া যায়। নাম না জানা অসংখ্য ভাষা শহীদ ছিল।
- ১. মানিকগঞ্জের রফিক - ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন।
- ২. ময়মনসিংহের আব্দুল জব্বার- ভাষা আন্দোলনের ২য় শহীদ।
- ৩. আব্দুল বরকত (ডাকনাম ছিল 'আবাই' ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র)
- ৪. ফেনীর আব্দুস সালাম- আন্দোলনকালে সচিবালয়ের পিয়ন ছিলেন
- ৫. হৃগলিতে জন্মগ্রহণকারী শফিউর আন্দোলনকালে হাইকোর্টে কর্মরত ছিলেন।
- ৬. অহিউল্লাহ সর্বকনিষ্ঠ শহীদ বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর।
- ৭. আউয়াল (রিকশা চালক ছিলেন)।
- ৮. আখতারুজ্জামান (অঙ্গাতনামা)।

Note: ভাষা শহীদ আবুল বরকতের নামে “আবুল বরকত স্মৃতি যাদুঘর” রয়েছে - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (জহরুল হক হল সংলগ্ন)

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি**

১৯৫৩	• ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে প্রথম পালন।
৯ মে, ১৯৫৪	• পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬**	• পাকিস্তানের সংবিধানের ২১৪(১) নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়।
১৯৭৫	• বঙ্গবন্ধু সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করেন
১৯৮৭	• বাংলাদেশ সরকার সর্বস্তরে “বাংলা ভাষা প্রচলন আইন” পাস করেন
১৯৯৮	• আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের উদ্যোগে সংগঠিত হয় ‘The mother Language lovers of the world’
১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯***	• ইউনেস্কো ৩০তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০**	• সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রথমবারের মতো পালন করে।
২০০২***	• আফ্রিকার দেশ ‘সিয়েরা লিওন’ বাংলাকে ২য় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। তৎকালীন সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আহমদ তেজন কাবাহ।
২০০৩	• বাংলা ভাষাকে বিশ্বের মাঝে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য ইউনেস্কোকে একুশে পদক প্রদান করা হয়
২০০৬	• অস্ট্রেলিয়ার সিডনির অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে নির্মিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ
২০০৮	• জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন শুরু করে
৩০ মার্চ, ২০২৩**	• ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য কানাডার পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়- ৩০ মার্চ, ২০২৩

ভাষার উপরে গান

গান	গীতিকার ও সুরকার
আমার ভাইয়ের রকে রাঙনো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারিব***	গীতিকার- আব্দুল গাফফার চৌধুরী ১ম সুরকার- আব্দুল লতিফ বর্তমান সুরকার- আলতাফ মাহমুদ
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়	গীতিকার ও সুরকার- আব্দুল লতিফ
সালাম সালাম হাজার সালাম	গীতিকার- ফজলে খোদা শিল্পী- আব্দুল জাবার
তোরা ঢাকা শহর রকে ভাসাইলি	গীতিকার ও সুরকার- আব্দুল লতিফ

ভাষা আন্দোলনের উপর সাহিত্য কর্ম

প্রথম গান	ভুলব না ভুলব না (গীতিকার- গাজীউল হক)
প্রথম নাটক	‘কবর’ (রচয়িতা- মুনীর চৌধুরী)
প্রথম কবিতা	‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ (মাহবুব-উল-আলম) [কবিতাটি ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে পাঠ করা হয়]
প্রথম উপন্যাস	‘আরেক ফালুন’ (লেখক- জহির রায়হান)
প্রকাশিত	প্রকাশিত- ১৯৬৯ সালে
প্রথম সংকলন	২১ ফেব্রুয়ারি (হাসান হাফিজুর রহমান)
প্রথম চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেয়া (পরিচালক- জহির রায়হান) মুক্তি পায়- ১৯৭০

- ‘কবর’ নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয়- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (১৯৫৩ সালে) বিবাহ (নাটক)- মমতাজউদ্দীন।
- অমর একুশে (কবিতা)- হাসান হাফিজুর রহমান।
- একুশের কবিতা- আল মাহমুদ।
- বর্ণমালা আমার দৃঢ়খনী বর্ণমালা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (কবিতা)- শামসুর রাহমান।
- স্মৃতির মিনার/স্মৃতির স্তম্ভ কবিতাটি- আলাউদ্দিন আল আজাদের।
- ‘নিরসন ঘষ্টাখনি’ উপন্যাসের রচয়িতা- সেলিনা হোসেন।
- ‘আর্তনাদ’ উপন্যাসের রচয়িতা- শওকত ওসমান।
- পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি- বদরুদ্দীন ওমর।
- জীবন থেকে নেয়া, Let there be light চলচিত্রের পরিচালক- জহির রায়হান। একুশের গল্প লেখক- জহির রায়হান।
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ ‘বায়ান দিনগুলো’- শেখ মুজিবুর রহমান

শহীদ মিনার

- ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের নাম ছিল- শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ।
- শহীদ মিনারের অবস্থান ছিল- ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে।
- নির্মিত হয়- ১৯৫২ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা।
- উদ্বোধন করা হয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ (ঐদিনই পুলিশ ভেঙ্গে দেয়)
- নকশা ও ডিজাইন করেন- বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দার।
- উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের বাবা- মৌলভী মাহবুবুর রহমান

Note: প্রথম শহীদ মিনার ঢাকার বাহিরে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রাজশাহী কলেজ মুসলিম হোস্টেলের এফ ব্লকের সামনে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি পুলিশ ভেঙ্গে ফেলে ২২ ফেব্রুয়ারি।

বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

- অবস্থান- ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে। নির্মাণ শুরু হয়- ১৯৫৭
- নকশা ও ডিজাইন করেন- হামিদুর রহমান ও সহযোগী নভেরা আহমদ
- মূল নকশা পরিবর্তন করে নতুন নকশা দাঁড় করানো হয়- ১৯৬২ সালে
- শহীদ মিনার উদ্বোধন হয়- ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
- উদ্বোধন করেন- শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম

অন্যান্য শহীদ মিনার

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার (৭১' ফুট) অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনারের নকশা করেন- মর্তুজা বশীর
- ১৯৯৭ সালে দেশের বাহিরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়- ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য
- ১৯৯৯ সালে ২য় শহীদ মিনার নির্মিত হয়- লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে
- ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে দেশের বাহিরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়- টোকিও, জাপান
- মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়- ওমানে

ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য***

ভাস্কর্য	স্থাপতি	অবস্থান		
অমর একুশে (১৯৯১)	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়		
মোদের গরব (২০০৭)	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চতুর্থ মৃণাল ও গবিত বর্ণমালা (২০১৬)	চতুর্থ মৃণাল হক	ঢাকার পরিবারগে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল- আওয়ামী মুসলিম লীগ।
- প্রতিষ্ঠা- ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে (ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেনের কাজী মোহাম্মদ বশীর হুমায়নের বাসভবন রোড গার্ডেনে)
- আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে “মুসলিম” শব্দ বাদ দেওয়া হয়- ১৯৫৫ সালে (তৃতীয় সম্মেলনে অসাম্প্রদায়িক দল প্রতিষ্ঠার জন্য) রূপমহল সিনেমা হলে।
- বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন- ১৯৫৩ সালে
- বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি হন- ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ।

নাম	পদের নাম
আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা	মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সভাপতি	মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
প্রথম সাধারণ সম্পাদক	শাসমুল হক
প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

- যুক্তফন্ট গঠিত হয়- ৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে
- নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১০ মার্চ, ১৯৫৪ সাল।
- যুক্তফন্টের নির্বাচনী ইশতেহার- ২১ দফা (প্রথম দফা রাষ্ট্রভাষা বাংলা)
- যুক্তফন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল- নৌকা।
- যুক্তফন্টের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল- মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল- হ্যারিকেন।
- যুক্তফন্টে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল- ৪টি।

- ৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফন্ট আসন লাভ করে- মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩টি আসনের মধ্যে ২২টি।**
- আওয়ামী লীগ এককভাবে আসন লাভ করে- ১৪৩টি
- যুক্তফন্ট সরকার গঠন করে- ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ সালে। (এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে)
- যুক্তফন্টের কনিষ্ঠতম মন্ত্রী ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান (বন, কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়)।
- যুক্তফন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হয়- ৩০ মে ১৯৫৪ (৫৬ দিন পর)

যুক্তফন্টের অন্তর্ভুক্ত দলের নাম	দলের প্রধান
আওয়ামী মুসলিম লীগ	মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি	শেখে বাংলা এ কে ফজলুল হক
নেজাম ই ইসলামী পার্টি	মাওলানা আতাহার আলী
বামপন্থী বা গণতন্ত্রী দল	হাজী দানেশ

কাগমারী সম্মেলন

- কাগমারী সম্মেলন হয়- ১৯৫৭ সালে ৬-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের স্তোৱে।
- প্রধান এজেন্ডা - পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসন ও বৈদেশিক নীতি।
- সভাপতি ছিলেন- মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
- প্রধান অতিথি ছিলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- বিশেষ অতিথি ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীকে ছুশিয়ারি করে ভাসানী বলেন- যদি পূর্ব পকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে ‘অসমালু আলাইকুম’ জানাতে বাধ্য হবেন।
- মাওলানা ভাসানী ন্যাপ (National Awami Party- NAP) গঠন করেন- ১৯৫৭ সালে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসন

- জারি করেন- ইকান্দার মির্জা। (৭ অক্টোবর, ১৯৫৮)
- প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হন- আইয়ুব খান।
- আইয়ুব খান ইকান্দার মির্জাকে পদচূত করে নিজেই প্রেসিডেন্ট হন- ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর।
- আইয়ুব খান ক্ষমতায় ছিলেন- ১৯৫৮-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত।
- আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র/Basic Democracy চালু করে- ১৯৫৯ সালে। আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন- ২৫ মার্চ, ১৯৬৯।
- ১৯৬২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়- শিক্ষা আন্দোলন

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ

- যুদ্ধ শুরু হয়- ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
- যুদ্ধ শেষ হয়- ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
- যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল- ১৭ দিন।
- যুদ্ধের বিষয়- কাশীরকে কেন্দ্র করে।

যুদ্ধ বিরতিতে তাসখন্দ চুক্তি

- চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- তাসখন্দ, উজবেকিস্তান।**
- চুক্তি স্বাক্ষর করেন- ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
- মধ্যস্থাতারী- সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন।

ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)***

- ছয় দফা রচিত- ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- ছয় দফার নায়ক- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংঘতি সম্মেলনে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা পেশ করেন- ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উপাপিত হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে।
- বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ/‘ম্যাগনাকার্ট’ বলা হয় - ৬ দফা-কে।
- ছয় দফার প্রথম দফা- প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন।
- ছয় দফা দিবস- ৭ জুন (তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জে অনেকে শহীদ হন)
- ৬ দফার প্রথম বুকলেট- ‘আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি’, লেখক- বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমেদ।
- নির্মিত চলচিত্র- জয় বাংলা (পরিচালক- ফখরুর আলম)***
- প্রথম শহীদ- মনু মিয়া (তাঁর মৃত্যুর দিনই ৬ দফা দিবস পালন করা হয়।)
- ৬ দফার অর্থ বিষয়ক দফা রয়েছে- ৩টি।
- দফার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য- বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ
- ৬ দফার প্রধান দফাগুলো হলো- দফাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন।	২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
৩. মনু ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।	৪. রাজব ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা	৬. আধা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আগরতলা ঘড়িয়া মামলা- ১৯৬৮ সাল

- মামলা দায়ের- ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
- মামলার শিরোনাম- রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য (State vs Sheikh Mujibur Rahman and others)
- মোট আসামি- ৩৫ জন (প্রধান আসামি- শেখ মুজিবুর রহমান)।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেস্টার- ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮। (বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আতাজীবনী অনুযায়ী- ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮)
- মামলা ফাস করে দেয়- আমির হোসেন।
- মামলার বিচার কাজ শুরু হয়- ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে ঢাকা সেনানিবাসে
- মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন- এস এ রহমান।
- শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন- স্যার টমাস ডাইলিয়াম।
- মামলার সাথে স্থূলবিজিতি জাদুঘর- 'বঙ্গবন্ধু স্থূল জাদুঘর' ও বিজয় কেতন
- 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর' অবস্থিত- ঢাকা সেনানিবাসে।

গণঅভূত্যান- ১৯৬৯ সাল

- ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসম্মোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বৈরেশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
- ১৯৬৮ “বেরাও আন্দোলন কার্মসূচি” ঘোষণা করেন- মাওলানা ভাসানী।
- ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা Students Action Committee (SAC) পেশ করে- ১১ দফা
- ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি গণঅভূত্যানের পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য পেশাজীবীরা Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে দাবী পেশ করে- ৮ দফা

জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ৪ জন ব্যক্তি

- **আসাদ-** (১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ঢাবির ইতিহাসের ছাত্র আসাদকে হত্যা করা হয়), ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদ দিবস।
- **মতিউর রহমান-** (১৯৬৯ সালে ২৪ জানুয়ারি নবকুমার ইনসিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্রকে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর দিনই ২৪ জানুয়ারি গণঅভূত্যান দিবস হিসেবে পালিত হয়।)
- **সার্জেন্ট জহরুল হক-** ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলার ১৭তম আসামী বিমান বাহিনীর সদস্য সার্জেন্ট জহরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে হাবিলদার মনজুর শাহ হত্যা করেন।
- **ড.শামসুজ্জোহা-** ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। তিনি দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী।
- **শহীদ আনোয়ার বেগম-** ২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯ একমাত্র নারী হিসেবে শহীদ হন (শহীদ আনোয়ার দিবস- ২৫ জানুয়ারি)
- আগরতলা ঘড়িয়া মামলা প্রত্যাহার- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দিবস- ২২ ফেব্রুয়ারি।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯; রেসকোর্স ময়দানে (ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক)
- গণঅভূত্যানের উপরে লিখিত উপন্যাস- 'চিলেকোঠার সেপাই', লেখক- আখতারজামান ইলিয়াস।
- আসাদের সাথে জড়িত করিতা- 'আসাদের শার্ট' (শামসুর রাহমান)।
- আসাদ গেট পূর্ব নাম ছিল- আইয়ুব গেট যা গণ অভূত্যানের সাথে জড়িত।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ড. শামসুজ্জোহার প্রতিকৃতি- স্কুলিঙ্গ
- স্কুলিঙ্গ ভাস্কর্যের ছাপতি- কনক কুমার পাঠক।

সাধারণ নির্বাচন- ১৯৭০

- ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন- আন্দুস সাত্তার
- আওয়ামী লীগ ও পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি মধ্যে হয়।)

নির্বাচন	তারিখ	আসন	আওয়ামী লীগ পায়
জাতীয় পরিষদ	৭ ডিসেম্বর ১৯৭০	মোট আসন ১৬৯ নির্বাচিত ১৬২ + সংরক্ষিত ৭টি	১৬৭টি (নির্বাচিত আসন ১৬০টি এবং সংরক্ষিত ৭টি)
প্রাদেশিক পরিষদ	১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০	মোট আসন ৩১০ নির্বাচিত ৩০০ + সংরক্ষিত ১০টি	২৯৮টি (নির্বাচিত ২৮৮ এবং সংরক্ষিত ১০টি)

- নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে জয়লাভ করে শপথ নেয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে। (রেসকোর্স ময়দানে)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

অসহযোগ আন্দোলন

- ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন ছাপি ঘোষণা করে- ১ মার্চ, ১৯৭১
- পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল- ৩ মার্চ, ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু ঢাকায় হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন ডাক দেন- ২ মার্চ, ১৯৭১
- অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়- ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ, ১৯৭১
- পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অক্ষ আসে- ৩ মার্চ, ১৯৭১
- ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ মার্চ অধিবেশন হওয়ার তারিখ দেন- ৬ মার্চ, ১৯৭১
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহীদ- শকু সমজদার (১৯৭১ সালের ৩ মার্চ প্রথম শহীদ হিসেবে রাস্তীর ঝীকৃতি পাওয়া কিশোর। তবে প্রচলিত তথ্যমতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ ফারুক ইকবাল, মৌচাক মোড়ে তাঁর সমাধি রয়েছে।)
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ শহীদ- তসলিম উদ্দিন (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

স্বাধীনতার ইশতেহার

- > ইশতেহার পাঠের আয়োজন করা হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দানে
- > আয়োজন করে- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- > স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন- শাহজাহান সিরাজ

ব্যক্তি	পদের অধিকারী
১. নূরে আলম সিদ্দিকী	ছাত্রলীগের সভাপতি
২. শাহজাহান সিরাজ	ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক
৩. আ.স.ম আব্দুর রব	ডাকসুর সহ সভাপতি (ভিপি)
৪. আব্দুল কুদ্দুস মাখন	ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক

- > ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- শাহজাহান সিরাজ।
- > ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেন- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা ও ডাকসুর ভিপি আ স ম আব্দুর রব।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

- > সময়- ৭ মার্চ, ১৯৭১ রবিবার বিকাল ৩টা ২০ মিনিট।
- > ছান- রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- > মোট সময়- ২৩ মিনিট কিন্তু রেকর্ড হয়- ১৮-১৯ মিনিট।
- > মোট শব্দ সংখ্যা- ১১০৮টি, রেকর্ডকারী- এ এইচ খন্দকার।
- > চিত্র ধারণকারী- আবুল খায়ের এমএনএ।
- > প্রথম লাইন ছিল- 'ভাইয়েরা আমার, আপনারা সবই জানেন'।
- > শেষ লাইন ছিল- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'
- > মোট দফা ছিল- ৪টি (প্রথম দফা- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে)
- > বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণের ৪টি দফা:-

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে	২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
৩. গণহত্যার তদন্ত করতে হবে	৪. নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

- > বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ভাষণে ইয়াহিয়া খানকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেওয়ার আহ্বান করেন- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
- > Round Table Conference- RTC জড়িত- ৭ মার্চ ভাষণের সাথে
- > বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ভাষণে বেসামরিক প্রশাসন চালুর ঘোষণা দেন- ৩৫টি বিধি জারিয়া।
- > মন্ত্রিপরিষদ ৭ মার্চকে জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস প্রস্তাব অনুমোদন ও ঘোষণা করেন- ৭ অক্টোবর, ২০২০।
- > ৭ মার্চ প্রথম বারের মত ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস হিসেবে পালিত হয়- ২০২১ সালে।
- > ময়দান জুড়ে প্রোগান ছিল- “পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা”
- > বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশের সময় জনতার প্রোগান ছিল- “শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশকে স্বাধীন করো”।
- > বঙ্গবন্ধুর সময় উপস্থিত ছিল- প্রায় ১০ লক্ষ জনতা।
- > ৭ মার্চের ভাষণের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চলচিত্র- দ্য স্পিচ (পরিচালক- ফখরুল আরেফিন)
- > ৭ মার্চ ভাষণের উপর নির্মিত পৃষ্ঠাদৈর্ঘ্য চলচিত্র- তর্জনী (নির্মাতা- সোহেল রানা বয়াতী)
- > দ্য স্ট্যাচ অব স্পিচ আন্ত ফ্রিডম অবস্থিতি- কালীগঞ্জ, বিনাইদহ (১২০ ফিট উচু ভাস্কুল)
- > ৭ মার্চ ভাষণ সংকলিত হয়েছে বিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড রচিত- ‘We shall fight on the Beaches; The speeches that Inspired History’ গঠে।
- > ৭ মার্চের ভাষণ হলো স্বাধীনতার মূল দলিল বলেছেন- নেলসন ম্যান্ডেলা।

ভাষণের উক্তি

- > প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শক্র মোকাবেলা করতে হবে।
- > রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

৭ মার্চের ভাষণ এখন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল

- > ৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেন- ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর।
- > ৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম অলিখিত ভাষণ- ৭ মার্চের ভাষণ।
- > ৭৮টি ভাষণের মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণের অবস্থান- ৪৮ তম।
- > ৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করার সময়ে ইউনেস্কোর প্রধান হিলেন- ফাসের ইরিনা বকোভা।
- > ইউনেস্কো শুরু ত্বর্প্য নথি সংঘর্ষ করে আসছে- ১৯৯২ সাল থেকে।
- > ৭ মার্চ ভবন ও ৭ মার্চ জাদুঘর অবস্থিত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে।
- > ৭ মার্চ ভাষণকে কেন্দ্র করে নির্মিত ভাস্কর্য ‘তর্জনী’ অবস্থিত- নরসিংহী।
- > ৭ মার্চের ভাষণকে তুলনা করা হয়- আত্মাহাম লিকনের গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে

প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

- > পূর্ব পাকিস্তানের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নির্বাক্তৃকরণ পাকবাহিনী শুরু করে- ১৯ মার্চ, ১৯৭১।
- > ১৯ মার্চ, ১৯৭১ বাঙালি সৈন্যরা প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে- গাজীপুরের জয়দেবপুর। এ ছানেই তৈরি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ভাস্কর্য “জগত চৌরাসী”, ১৯৭৩ সালে নির্মিত (স্থগিত- আব্দুর রাজাক)
- > আনন্দানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং বাসত্বনসহ সারা দেশে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৭১।

২৫ মার্চের গণহত্যা ও স্বাধীনতার ঘোষণা

- > অপারেশন সার্চ লাইটের অপর নাম- অপারেশন ব্লিটজ।
- > অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- ১৮ মার্চ, ১৯৭১
- > অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- রাও ফরমান আলী, টিক্কা খান, জামশেদ।
- > সার্বিকভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করে- জেনারেল টিক্কা খান
- > অপারেশন সার্চ লাইট হলো- বাঙালি নিধন অভিযানের নাম।
- > অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়- ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ ঘটকায়।
- > ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের মূল দায়িত্বে ছিল- রাও ফরমান আলী
- > ঢাকার বাহিরে সব ছানে দায়িত্বে ছিল- খাদেম হোসেন রেজা।
- > যে সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডেইলি টেলিহাফের মাধ্যমে প্রথম পাকিস্তানের বর্বরতার খবর বর্তীবিশ্বে প্রচার করেন- সাইমন ড্রিঃ।
- > টিক্কা খান বলেন- “আমি এদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই”।
- > ঢাকাতে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে মানুষকে হত্যা করা হয়- ৭ থেকে ৮ হাজার।
- > পোড়ামাটির নীতি (সবকিছু ধূংস করে হলো মাটির ওপর দখল বজায় রাখা) গ্রহণ করে- পাকিস্তান সেনাবাহিনী।
- > ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত সংসদে গৃহীত হয়- ১১ মার্চ, ২০১৭।
- > ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্যাত করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার যে ঘড়্যন্ত্র তা- অপারেশন ব্লিজ নামে পরিচিত।
- > ২৬ মার্চ, ১৯৭১- প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং অপারেশন বিগ বার্ড এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফ্রেফতারের নেতৃত্ব দেয়- মেজর জেড এ খান।

- > ২৬ মার্চ, ১৯৭১- চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হানান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন
- > ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দঙ্গোক্তি করে বলেন- “শেখ মুজিব কর্তৃক শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন রাষ্ট্রদ্বেষিতার শামিল। এই লোক এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শক্তি”।
- > পৃথিবীতে দুটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র আছে- ১. যুক্তরাষ্ট্র ২. বাংলাদেশ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- > প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- > প্রতিষ্ঠা করেন- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- > স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন- জিয়াউর রহমান (২৭ মার্চ, ১৯৭১)
- > পাক বিমানবাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে বঙ্গ হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৭১
- > পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে- ২৫ মে, ১৯৭১ সালে।
- > চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনাকারী- আব্দুল মান্নান।
- > ছানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় স্ক্রিপ্ট লেখা ও উপজ্ঞাপনা করেন- এম আর আখতার মুকুল।
- > স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান- অয়শিক্ষা, দেশাভ্যোধক গান, রণাঙ্গন কথিকা, রক্তস্নাক্ষর
- > প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন- নমিতা ঘোষ
- > পত্রিকা পাঠ করেন- বেলাল আহমেদ
- > চরমপত্র (কথিকা) পাঠ করেন- এম আর আখতার মুকুল
- > স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল- চরমপত্র পাঠ ও জল্লাদের দরবার
- > ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে “জল্লাদের দরবার” অনুষ্ঠানটি চরিত্রায়িত করেন- কেল্লা ফতেহ আলী খান

মুক্তিফৌজ থেকে মুক্তিবাহিনী

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাণিজ সৈন্যদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয় সরকারিভাবে এদেরই নামকরণ করা হয়- মুক্তিফৌজ হিসেবে

- > মুক্তিফৌজ গঠিত হয়- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে তৎকালীন সিলেটের (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার) তেলিয়াপাড়ায়।
- > মুক্তিবাহিনীর ওয়ার স্ট্র্যাটেজি পরিচিত- তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি নামে।
- > মুক্তিফৌজ গঠন করেন- এম এ জি ওসমানী
- > পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন- ৪টি যুদ্ধ অঞ্চল
- > অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম ছিলো- গণবাহিনী (এফএফ)
- > মুজিব বাহিনী (BLF) জন্ম হয়- ভারতে

মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতা

পদ	ব্যক্তি
মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক	শেখ মুজিবুর রহমান
মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রধান সেনাপতি	এম এ জি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ (সেনাবাহিনীর প্রধান)	কর্নেল এম এ রব
বিমান বাহিনীর প্রধান ও উপ-সেনাপ্রধান	এ কে খন্দকার

-মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়- বঙ্গবন্ধুর নামে।

বাংলাদেশের তৃতী ফোর্স

ফোর্সের নাম	গঠন	প্রধান
১. জেড ফোর্স	৭ জুলাই, ১৯৭১	জিয়াউর রহমান
২. এস ফোর্স	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	কে এম শফিউল্লাহ
৩. কে ফোর্স	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১	খালেদ মোশাররফ

মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী

- > নৌ বাহিনী গঠিত হয়- জুলাই, ১৯৭১ সালে।
- > নৌ বাহিনী যাত্রা করে- ভারত থেকে উপহার পাওয়া ‘বিএনএস পদ্মা’ ও ‘বিএনএস পলাশ’ নামক গানবোট নিয়ে।
- > নৌপথে ‘বাংলাদেশ নৌ বাহিনী’ অপারেশন জ্যাকপট’ পরিচালনা করে- একদিনে পাক বাহিনীর চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।
- > ১৫ আগস্ট রাত ১২টায় তথা ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ সালে নৌ সেক্টর (১০ নং সেক্টর) এর অধীনে ফ্রালে ট্রেনিং প্রাণ্ড বাঙালি নৌ কমান্ডো পরিচালিত পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অপারেশন হয়- অপারেশন জ্যাকপট।
- > ৯ নভেম্বর, ১৯৭১ দেশের প্রথম নৌবহর উদ্বোধন করেন- বঙ্গবন্ধু নৌবহর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল।
- > সশস্ত্র বাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর শুঙ্গ নাম হয়- কিলো ফ্লাইট।
- > মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনীর পরিচালিত অপারেশন- অপারেশন কিলোফ্লাইট।

অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার

- > অন্যান্য নাম- প্রবাসী সরকার, অস্থায়ী বিপুলী সরকার।
- > সরকার গঠন- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এবং শপথ গ্রহণ- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
- > মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল- ১২টি এবং সরকারের মোট সদস্য- ৬ জন

ব্যক্তি	দায়িত্ব
১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক (অনুপস্থিত)
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/উপ-রাষ্ট্রপতি
৩. তাজউদ্দীন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী, পরিকল্পনা, প্রতিরক্ষা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
৪. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী
৫. এ এইচ এম কামারজামান	স্বরাষ্ট্র, কৃষি, আগ, পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রী
৬. খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী

- > মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হয়- কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার ভবেপাড়া আমবাগানে।
- > সচিবালয় ছিল- কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোড।
- > বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী করা হয়- মুজিবনগরকে।
- > শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- > অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- এম এ মান্নান।
- > মুক্তিযুদ্ধের সর্বদলীয় উপদেষ্টা মঙ্গলীর সদস্য ছিল- ৮ জন (প্রধান তাসানী), গার্ড অব অনার দেন- আনসার বাহিনী।
- > গার্ড অব অনার দলের নেতৃত্ব দেন- মাহমুদ উদ্দিন আহমেদ।
- > মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- জয় বাংলা (প্রকাশক- আব্দুল মান্নান), জন্মভূমি, বাংলার বাণী, দাবানল।
- > মুজিবনগর শপথ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিষিত করেন- বেগম নাজিরা ইসলাম।
- > বৈদ্যনাথতলার বর্তমান নাম- মুজিবনগর (নামকরণ- তাজউদ্দীন আহমেদ)
- > মুক্তিযুদ্ধ কালে কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে “বাংলাদেশ বাহিনী” গঠিত হয়- ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।
- > মুজিবনগরের অর্থবিষয়ক ও পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন- তাজউদ্দীন আহমেদ
- > মুজিবনগর সরকারের মুখ্য সচিব ছিলেন- রহুল কুদুস।
- > বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জরি(১০ এপ্রিল) এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ (১৭ এপ্রিল) করা হয়- মুজিবনগর হতে

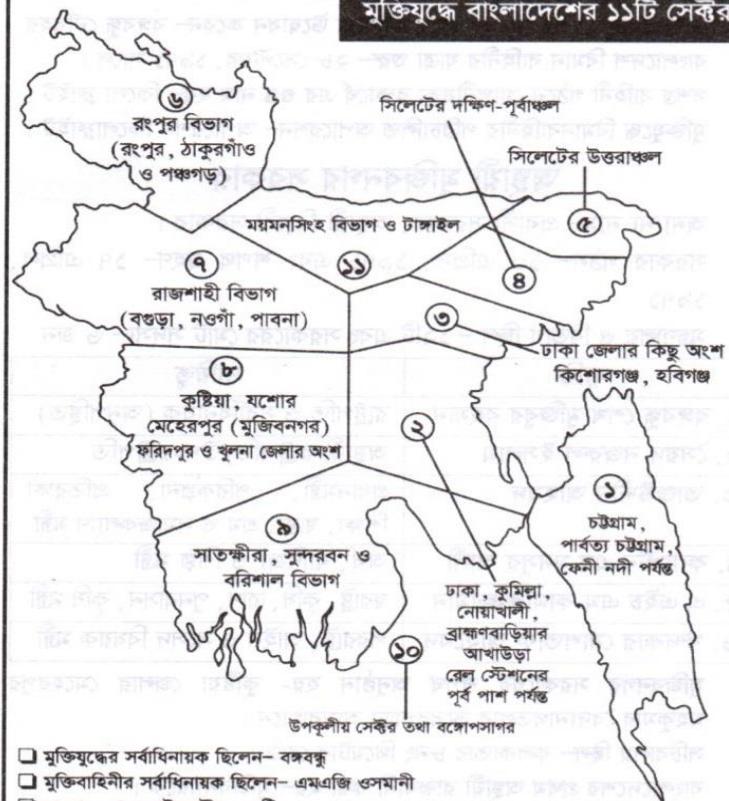
মুক্তিযুদ্ধকালীন বিদেশে বাংলাদেশের কুটুন্তিক মিশন

- বাংলাদেশের প্রথম মিশন ছাপিত হয়- কলকাতা, ভারত।
- ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম বিদেশি মিশন 'কলকাতা মিশন' বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন- এম আর হোসেন আলী।
- ৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন- পাকিস্তান হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম শাহাবুদ্দিন ও সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদ উল হক
- বাহিরিশে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন- আবু সাঈদ চৌধুরী
- বাহিরিশে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন গড়ে তোলেন- ভারতের সমর সেন

বিদেশি মিশন	দেশ	মিশন প্রধান
১. কলকাতা	ভারত	এম আর হোসেন আলী
২. দিল্লী	ভারত	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
৩. লন্ডন	যুক্তরাজ্য	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
৪. ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্র	এম আর সিদ্দিকী

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ১১টি সেক্টর



- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন- বঙ্গবন্ধু
- মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন- এমএজি ওসমানী
- বাংলাদেশের মোট সেক্টর- ১১টি
- সার সেক্টর- ৬৪টি
- সেক্টরগুলোকে বিভক্ত করেন- তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এমএজি ওসমানী
- নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না এবং একমাত্র নৌ সেক্টর- ১০
- মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন- ১৬ জন

- ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এমএজি ওসমানী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর এবং ৬৪টি সার সেক্টরে বিভক্ত করেন।
- ১ নং সেক্টর- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত।
- ২ নং সেক্টর- ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া।
- ৩ নং সেক্টর- কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
- ৪ নং সেক্টর- সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তথা মৌলভীবাজার।
- ৫ নং সেক্টর- সিলেটের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।
- ৬ নং সেক্টর- রংপুর বিভাগ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)।
- ৭ নং সেক্টর- রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ)।
- ৮ নং সেক্টর- যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মুজিবনগর।
- ৯ নং সেক্টর- সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল।
- ১০ নং সেক্টর- সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
- ১১ নং সেক্টর- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

সেক্টর কমান্ডরদের নাম মনে রাখার টেকনিক

- সূত্র: জিয়ার খা শ দশ বানুর ও জন শূন্য তা
- জিয়া → জিয়ার রহমান, রফিকুল ইসলাম (সেক্টর ১)
- খা → খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দার (সেক্টর ২) **
- শ → কে. এম শফিউল্লাহ, এ. এন. নুরজামান (সেক্টর ৩) **
- দ → সি আর দত্ত (সেক্টর ৪) **
- শ → শওকত আলী (সেক্টর ৫) **
- বা → এম কে বাশার (সেক্টর ৬) **
- মুর → কাজী নুরজামান (সেক্টর ৭) **
- ও → আবু ওসমান চৌধুরী (সেক্টর ৮)
- জন → আব্দুল জলিল (সেক্টর ৯)
- শূন্য → নিয়মিত সেক্টর কমান্ডর ছিল না (সেক্টর ১০)
- তা → আবু তাহের (সেক্টর ১১)

Note: নিয়মিত বাহিনী ছিল না, ফালে প্রশিক্ষিত বাঙালি নৌ বাহিনী দ্বারা গঠিত বাহিনী, প্রধান সেনাপতির অধীন, বঙ্গোপসাগরীয় সেক্টর ছিল ১০ নং।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- সময়- ১ আগস্ট, ১৯৭১ (নিউইয়র্কের মেডিসিন স্ক্যারে)।
- অনুষ্ঠান শুরু হয়- সেতার বাদক রবি শংকর ও বিখ্যাত সরোদ বাদক ওস্তাদ আলী আকবর খানের যন্ত্র সংগীত বাজানোর মাধ্যমে
- আয়োজক- ফোবানা, ব্যান্ড দল- বিটলস, প্রধান শিল্পী- জর্জ হ্যারিসন।
- সেতার বাদক- ভারতের রবিশংকর, তবলা বাদক- ওস্তাদ আলী রাখা খান
- সহযোগী শিল্পী- বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, লিওন রাসেল, রিসো রকস্টার প্রযুক্তি। অনুষ্ঠানের ছায়িত্ব ছিল - ৪ ঘণ্টা।
- বাংলাদেশ বাংলাদেশ গান পরিবেশন করেন- জর্জ হ্যারিসন।
- ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত গান- বাংলার ধূন (শিল্পী- রবিশংকর, আলীরাখা খান, কমলা চক্রবর্তী)
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের পরিচালক- সল সুইমার।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়তা উপলক্ষে ৬ মে, ২০২২ সালে নিউইয়র্কের সেই ঐতিহাসিক ম্যাডিসিন স্ক্যার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়- সুবর্ণজয়তা বাংলাদেশ কনসার্ট।

Note: ২০১৬ সালে সংগীত শিল্পী ও গীতিকার হিসাবে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'র অন্যতম শিল্পী বৰ ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী - ক্র্যাক প্লাটুন

- ক্র্যাক প্লাটুন যুদ্ধে করে- ২ নং সেক্টর তথা ঢাকা শহরে।
- ক্র্যাক প্লাটুন গঠন করেন - ২নং সেক্টর প্রধান খালেদ মোশাররফ ও এটিএম হায়দার।
- গেরিলা দল আক্রমণ করতো - হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে।
- অন্যতম সদস্য - জাহানারা ইমামের সত্তান শহীদ রুমি, শিল্পী আজম খান, ক্রিকেটার জুয়েল, ঢাবি ছাত্র বদিউল আলম, আজাদ ও অন্যান্য।
- শহীদ আজাদকে নিয়ে 'আনিসুল হক' লেখেন - 'মা' উপন্যাস।
- হুমায়ুন আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম-এর মহত্ব ও বিজয়গাথা তুলে ধরে রচনা করেন - 'আগনের পরশমণি' উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বিরোধিতা করে- শান্তি করিটি।
- ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ ঘটায়- আল বদর বাহিনী।

আঞ্চলিক বাহিনী

বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল	বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল
কাদেরিয়া বাহিনী	টাঙ্গাইল	আকবর বাহিনী	মাঞ্বা
আফসার বাহিনী	ভালুকা, ময়মনসিংহ	জিয়া বাহিনী	সুন্দরবন
বাতেন বাহিনী	টাঙ্গাইল	লতিফ মর্জিং	সিরাজগঞ্জ,
হেমায়েত বাহিনী	গোপালগঞ্জ, বরিশাল	হালিম বাহিনী	পাবনা
			মানিকগঞ্জ

যৌথ বাহিনী

- গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
- যার সময়ে গঠিত- বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতের মিত্র বাহিনী
- যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন- শ্যাম মানোকশ।
- ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জগজিৎ সিং অরোরা
- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস- ২১ নভেম্বর
- ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যান- ১২ মার্চ, ১৯৭২
- পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে সেদিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন- ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

একান্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী

- পাকিস্তান হায়দার বাহিনী ও তাদের মিত্র আল বদর বাহিনী বাঙালির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেন- ১০-১৪ই ডিসেম্বর
- প্রতি বছর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়- ১৪ই ডিসেম্বর।
- বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগকেই হত্যা করা হয়- রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে।
- সেলিনা পারভীন যে পত্রিকায় কাজ করতেন- শিলালিপি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন- গোবিন্দ চন্দ (জিসি)

উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী

ড. ফজলে রাবি	ড. আলীম চৌধুরী
রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শহীদুল্লাহ কায়সার
জ্যোতিরময় গুহ ঠাকুরতা	সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
সুরকার আলতাফ মাহমুদ	সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা
দার্শনিক জিসি দেব	সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	ড. সিরাজুল ইসলাম

বিজয় দিবস

- ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ৪:৩১ মিনিটে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের দলিল স্বাক্ষরিত হয়-
রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- দলিল স্বাক্ষর করে- পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী (এম এ জি নিয়াজী) ও যৌথ বাহিনীর পক্ষে ভারতের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
- বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন- ফ্রপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
- আত্মসমর্পন দলিলের নাম- Instrument of Surrender যা বর্তমানে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রয়েছে।
- ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে ঢাকায় প্রবেশ করেন- কাদেরিয়া বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব (Gallantry Awards)

- বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪ ধরনের খেতাব প্রদান করেন। যথা:

খেতাব	'৭৩ এর গেজেট	বর্তমান সংখ্যা
১. বীরশ্রেষ্ঠ (Most Valiant Hero)	৭ জন	৭ জন
২. বীর উত্তম (Great Valiant Hero)	৬৮ জন	৬৭ জন
৩. বীর বিক্রম (Valiant Hero)	১৭৫ জন	১৭৪ জন
৪. বীর প্রতীক (Ideal of Courage)	৪২৬ জন	৪২৪ জন
মোট	৬৭৬ জন	৬৭২ জন

- বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত- ৬৭+১ জন (সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু পরিবারের জন্য আত্মাগের জন্য বীর উত্তম খেতাব পান- বিগেডিয়ার জামিল)
- মুক্তিযুদ্ধের মোট খেতাব পান- ৬৭২ জন +১ জন (এক জন বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার আত্মাগের জন্য) জীবিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব- বীর উত্তম।

Note: ০৬ জুন, ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রত্যাগমন জারি করে।

বঙ্গবন্ধুর চার খুনির খেতাব বাতিল

নাম	খেতাব	গেজেট নং
১. লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম	বীর উত্তম	২৫
২. লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী	বীর বীক্রম	১০
৩. লে. এ এম রাশেদ	বীর প্রতীক	২৬৭
৪. নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান	বীর প্রতীক	৩২৯

- খেতাব প্রাপ্ত নারী- ২জন (ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি)
- প্রথম খেতাব প্রাপ্ত নারী- কিশোরগঞ্জের সেতারা বেগম (২ন্দ সেক্টরে যুদ্ধ করেন) তিনি সেক্টরের কমান্ডার এটিএম হায়দারের বোন ছিলেন।
- যুদ্ধাত্মক মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতের মেলাঘরে ৪৮০ শয়ার বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে চিকিৎসা দেন সেতারা বেগম।
- কুড়িগ্রামের তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন, তাঁকে খেতাব দেওয়া হয়- ১৯৭৩ সালে। মৃত্যুবরণ করেন- ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর।
- তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অক্ষ চালান শেখান- মুহিব হালদার
- ১৯৯৬ সালে স্বীকৃতি দিলেও রাষ্ট্রীয় খেতাবে নাম উর্ঠেনি- কাঁকন বিবি।
- সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবিকে গুণ্ঠল নিয়োগ করেন- রহমত আলী। পরিচিত- মুক্তিবেটি নামে। (মৃত্যু- ২১ মার্চ, ২০১৮)
- বিদেশী বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি- ড্রিউ এইচ ওডারল্যান্ড (২ন্দ সেক্টরে যুদ্ধ করেন টঙ্গি) নেদারল্যান্ডসের বংশোদ্ধৃত ও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক।
- আদিবাসী হিসেবে প্রথম বীর বিক্রম খেতাব প্রাপ্ত- ইউ কে চীং মারমা (৬ন্দ সেক্টর)
- সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত- শহীদুল ইসলাম (১৩ বছর), ১১নং সেক্টর
- একমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে বীর প্রতীক খেতাব পান- আবুস সাতার।
- প্রথম বীর উত্তম খেতাব পান- লে. কর্নেল আব্দুর রব (চিফ অব স্টাফ)
- প্রথম বীর বিক্রম খেতাব পান- মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।
- প্রথম বীর প্রতীক খেতাব পান- মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।
- বাংলাদেশ সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করেন- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
- বীরাঙ্গনাদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে একান্তরের বীরত্ব নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন- ভাস্কর ফেরদৌসি প্রিয়ভাষ্যী (বীরাঙ্গনা স্বীকৃতি পান- ২০১৬ সালে)

বীরশ্রেষ্ঠ***

- মোট বীরশ্রেষ্ঠ- ৭ জন [সেনাবাহিনী- ৩ জন, ইপিআর (বর্ডার গার্ড) ২ জন, বিমানবাহিনী- ১ জন, নৌবাহিনী- ১ জন]
- প্রথম শহীদ- সিপাহী মোস্তফা কামাল (১৮ এপ্রিল, ১৯৭১)
- সর্বশেষ শহীদ- ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
- সর্ব কনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন- সিপাহী হামিদুর রহমান

মোট: সরকারি পোর্টাল অনুযায়ী ১ম শহীদ- মুসী আব্দুল রউফ

জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
কর্মসূল	সেনাবাহিনী
পদবি	সিপাহী
সেক্টর	২ নং
মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
সমাধি	ব্রাক্ষণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরজাইন থামে
জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
কর্মসূল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
পদবি	ল্যাঙ্গ নায়েক
সেক্টর	১ নং
মৃত্যু	২০ এপ্রিল, ১৯৭১ মতান্ত্বে- ৮ এপ্রিল, ১৯৭১
সমাধি	রাসামাটি জেলার নানিয়ার চরে

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	জন্ম	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়; পৈতৃক বিমান রায়পুরা, নরসিংড়ী
	কর্মসূল	বিমানবাহিনী
	পদবি	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছন্দ নাম বু-বার্ড-১৬৬) ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর রাস্তাতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় ২৪ জুন এবং ২৫ জুন, ২০০৬ পূর্ণ রাত্রিয় র্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
ল্যাঙ্গ নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	চলচিত্র	'অস্তিত্বে আমার দেশ' তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলচিত্র (পরিচালক - খিজির হায়াত খান ও মিলি রহমান)
	জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে
	কর্মসূল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যাঙ্গ নায়েক
	সেক্টর	৮ নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
সিপাহী হামিদুর রহমান	সমাধি	যশোরের শর্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
	জন্ম	১৯৫৩ সালে বিনাইদহের খালিশপুর গ্রামে
	কর্মসূল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	৪ নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলই সীমান্তে
ইঞ্জিনরম আর্টিফিশার কর্তৃপক্ষ আমিন	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। ১০ ডিসেম্বর, ২০০৭ তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং পরদিন ১১ ডিসেম্বর ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
	জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
	কর্মসূল	নৌবাহিনী
	পদবি	গানবোট 'পলাশ' এর ইঞ্জিনরম আর্টিফিশার
	সেক্টর	প্রথমে ২ নং সেক্টর এবং পরে ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করে শহীদ হন
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	সমাধি	খুলনার কুপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে কুপসা নদীর তীরে
	জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
	কর্মসূল	সেনাবাহিনী
	পদবি	ক্যাপ্টেন
	সেক্টর	৭ নং
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হন)
সমাধি	চাপাইনবাৰগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে	

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান

- বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বৰ্বৱতার খবর প্রকাশ করেন- ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।
- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম যে বিদেশি মৃত্যুবরণ করেন- ইতালির ক্যাথলিক ধর্ম যাজক মাদার মারিও ভেরেনজি (কর্মরত- যশোর)।
- ১৯৭১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে যশোরে আসেন- মার্কিন কবি এলেন গিনেসবার্গ। তিনি নিউইয়র্ক টাইমস এ কর্মরত ছিলেন।
- September on Jessore Road কবিতার আয়োজন করেন- মার্কিন কবি এলেন গিনেসবার্গ (১৫২ লাইনের কবিতা)। তাঁর কবিতা নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়।
- September on Jessore Road এর বাংলা অনুবাদক- খন মোহাম্মদ ফারাহী
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রেচাসেবী সংহ্রা অক্সফামের আগ কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন- জুলিয়ান ফ্রান্সিস (যুক্তরাজ্যের নাগরিক)
- ১৯৭১ সালে অক্সফাম কর্তৃক প্রকাশ করেন- "টেস্টমনি অফ সিক্রিটি অন দ্য ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল" (বাঙালি মানুষের সংকটের ঘাটজনের সাফল্য)
- মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য জুলিয়ান ফ্রান্সিসকে দেওয়া হয়- মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সমাননা। (Friends of Liberation war honour)
- ১৯৭১ সালে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কেন্ট ব্রাড গঢ় রচনা করেন- দ্য ক্রয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ।
- রাশিয়ান যে কবি অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন- ইয়েভগান তুসোক্সের।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের সমাননা

- মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বিদেশী নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সমাননা- ৩ টি
- মোট রাষ্ট্রীয় সমাননা লাভ করেন- ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০ টি প্রতিষ্ঠান।
- মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতিরূপ ২০১১ সালে প্রথম সমাননা লাভ করেন- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।**
- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সমাননা (Bangladesh Liberation war honour) লাভ করেন- ১৫ জন।
- মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সমাননা (Friends Liberation war honour) লাভ করেন- ৩১২ জন ও ১০ টি সংগঠন।

মুক্তিযুদ্ধ গণমাধ্যমের ভূমিকা

- মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, রণাঙ্গন, স্বদেশ, জয় বাংলা, আধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ।
- আমেরিকা থেকে প্রকাশিত- Bangladesh News Letter, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন।
- কানাড়া থেকে প্রকাশিত- বাংলাদেশ স্টুলিঙ্গ।
- সাংবাদিক মার্ক টালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচার করেন- বিবিসি থেকে দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচার করেন- সংবাদ পরিক্রমা।

ঘাসীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি

- প্রথম দেশ- ভুটান ও ভারত (২য়) (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।
- প্রথম আরব / মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- ইরাক।
- প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ/প্রথম অন্যান্য মুসলিম দেশ- মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।
- প্রথম আফ্রিকান দেশ/ প্রথম মুসলিম দেশ- সেনেগাল
- প্রথম ইউরোপিয়ান দেশ ও প্রথম সমাজতাত্ত্বিক দেশ- পূর্ব জামানি, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ স্বীকৃতি দেয় (অপশনে না থাকলে দিব- পোল্যান্ড)
- প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ- বাৰ্বাডোস
- প্রথম ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ- টোঙ্গা
- রাশিয়া স্বীকৃতি দেয়- ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২
- যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেয়- ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সাল
- ফ্রান্স স্বীকৃতি দেয়- ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
- যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়- ৪ এপ্রিল ১৯৭২ সাল
- পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়- ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
- চীন স্বীকৃতি দেয়- ৩১ আগস্ট ১৯৭৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃহৎশক্তি

- > বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে- রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য।
- > বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে- যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
- > ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করলে বাংলাদেশকে সমর্থন করে ভেটো দেয়- রাশিয়া।
- > বাংলাদেশকে তলাবিহীন বুড়ি বলেন- যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী কিসিঞ্চার।
- > যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন- হেনরী কিসিঞ্চার (যিনি বাংলাদেশকে তলাবিহীন বুড়ি বলেন)
- > ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট ছিলেন- আর্চার কে রাড (তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন)

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে.....	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা.....	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার শিল্পী- প্রথমে স্বপ্না রায়, পরে রেবেকা সুলতানা
এক নদী রক্ত পেরিয়ে.....	গীতিকার- খান আতাউর রহমান শিল্পী- শাহনাজ রহমতউল্লাহ
জয় বাংলা বাংলার জয়.....।	গীতিকার- গাজী মায়হারুল আনোয়ার
শোনো একটি মুজিবরের থেকে.....	গীতিকার- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে.....।	গীতিকার- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

জাতিসংঘ	মহাসচিব- উত্থান্ত, তৃতীয় (মিয়ানমারের নাগরিক)*
ভারত	প্রধানমন্ত্রী- ইন্দিরা গান্ধী** প্রেসিডেন্ট- ভিভি গিরি (বারাহগিরি ভেঙ্কট গিরি)* পরবর্তীমন্ত্রী- শরণ সিংহ সেনাপ্রধান- শ্যাম মানেকশ জাতিসংঘে নিযুক্ত ছায়া প্রতিনিধি- সমর সেন পর্যবেক্ষণের মুখ্যমন্ত্রী- অজয় মুখোপাধ্যায়
সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)	প্রেসিডেন্ট- নিকোলাই পদগর্ণিঃ** প্রধানমন্ত্রী- আলেক্সেই কোসিগিন* পরবর্তীমন্ত্রী- আলেক্সেই গ্রোমিকো
যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট- রিচার্ড নিক্সন (৩৭তম)*** নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা- হেনরী কিসিঞ্চার ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট- আর্চার কে রাড
চীন	প্রেসিডেন্ট- দোং বিশু প্রধানমন্ত্রী- ঝু এনলাইন
যুক্তরাজ্য	প্রধানমন্ত্রী- এডওয়ার্ড হীথ

সিমলা চুক্তি-১৯৭২

- > চুক্তি হয়- ১৯৭২ সালের ২ জুলাই।
- > চুক্তির ছান- ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলা।**
- > স্বাক্ষর করেন- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
- > বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম চুক্তি
হয়- সিমলা চুক্তি।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি-১৯৭২

- > বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথম চুক্তি- মৈত্রী চুক্তি।***
- > চুক্তি স্বাক্ষর- ১৯ মার্চ, ১৯৭২ (বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে)।
- > চুক্তির মেয়াদ- ২৫ বছর (১৯ মার্চ, ১৯৭২- ১৯ মার্চ, ১৯৯৭)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান***

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
সব কটি জানালা খুলে দাও না.....	গীতিকার- নজরুল ইসলাম বাবু সুরকার- আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল শিল্পী- সাবিনা ইয়াসমিন
আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই.....	গীতিকার- সিকান্দার আবু জাফর
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি.....	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার শিল্পী- আপেল মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম

ধরন	নাম	পরিচালক/লেখক
বল্ল দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	আগামী (১৯৮৪)	মোরশেদুল ইসলাম
প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	স্টপ জেনেসাইড (১৯৭১)	জহির রায়হান
পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন (১৯৭২)	চারী নজরুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য	জাহান্ত চৌরঙ্গী, গাজীপুর (১৯৭৩)	আব্দুর রাজাক
মুক্তিযুদ্ধের ১ম উপন্যাস	রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)	আনোয়ার পাশা
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম নাটক	পায়ের আওজা পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম কবিতা	স্বাধীনতা তুমি	শামসুর রাহমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
'রাইফেল রোটি	শহীদ আনোয়ার পাশা	হাঙ্গর নদী	সেলিমা হোসেন
জাহান্ত হাইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলঙ্গী	শওকত ওসমান	আঙ্গের পরশমণি, জ্যোত্না ও জনীর গল, শ্যামল ছায়া, সূর্যের দিন, সৌরভ, ১৯৭১	হুমায়ুন আহমেদ
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ	প্রিয় যোদ্ধা প্রিয়তমা	হারুন হাবিব
একটি ফুলের জন্য	রিজিয়া রহমান	একটি কালো মেয়ের কথা	তারা শক্র বন্দেপাধ্যায়
যাত্রা	শওকত আলী	মা	আনিসুল হক
খাঁচায়	রশিদ হায়দার	ফেরারী সূর্য, একান্তের নিশান	রাবেয়া খাতুন
অক্ষুত আঁধার এক	শামসুর রাহমান	ওক্কার, অলাতচক্র	আহমদ ছফা
দেয়াল	আবু জাফর শামসুন্দিন	নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক
পূর্ব পক্ষিম	সুনীল	কালো ঘোড়া, মহাযুদ্ধ, ঘেরাও	ইমদাদুল হক মিলন

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
পায়ের আওয়াজ	সৈয়দ শামসুল	যে অরণ্যে	নীলিমা
পাওয়া যায়	হক	আলো নেই	ইব্রাহীম
কি চাহ শঙ্খচিলি,	মমতাজ উদ্দিন	নরকে লাল	আলাউদ্দিন
বর্ণচোরা, বকুল	আহমেদ	গোলাপ	আল আজাদ
পুরের স্বাধীনতা			

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যগ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ	লেখক	কাব্যগ্রন্থ	লেখক
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান	বন্দী শিবির থেকে	শামসুর রাহমান
যখন উদ্যত সঙ্গীত	হাসান হাফিজুর রহমান	আমার প্রতিদিনের শব্দ	সৈয়দ আলী আহসান
আক্তানাদে বিবর্ণ	ড. মায়হারুল ইসলাম	মুক্তিযুদ্ধের কবিতা	আবুল হাসনাত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ গ্রন্থ

প্রবন্ধ	লেখক	প্রবন্ধ	লেখক
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম	বাংলাদেশ কথা কথা	আবুল গফার চৌধুরী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক	বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু	মোনায়েম সরকার
একান্তরের ঢাকা, যাপীত জীবন	সেলিনা হোসেন	বুকের ভেতর আগুন, বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ

গল্পগ্রন্থ	লেখক	গল্পগ্রন্থ	লেখক
রেইনকোট, অপঘাত	আখতারকজামান ইলিয়াস	নামহীন গোত্র হীন	হাসান আজিজুল হক
একান্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির	সময়ের প্রয়োজনে	জহির রায়হান
জলেশ্বরীর গল্পগুলো	সৈয়দ শামসুল হক	জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা	লেখক	স্মৃতিকথা	লেখক
একান্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম	একান্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
একান্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন	ফেরারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আজাদ
একান্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন	প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
স্মৃতির শহর	শামসুর রাহমান	একান্তরের বিজয় গাঁথা	রফিকুল ইসলাম
একান্তরের বর্ণমালা, আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল	আমার কিছু কথা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র (১৫ খণ্ডে সংকলিত)***	হাসান হাফিজুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১২ খণ্ডে সংকলিত)	মুনতাসীর মামুন
একান্তরের চিঠি	প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
A Golden Age, The Good Muslim, The bones of Grace	তাহমিমা আনাম
Surrender At Dacca: Birth of a Nation	জে আর জ্যাকব
দ্য ক্রয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ	আর্চার কে ব্রার্ড
ব্রাড টেলিগ্রাম	গ্যারি জে ব্যাস
A Search for Identity	মেজর আবুল জিলিল
The Liberation War of Bangladesh	সুখওয়ান্ত সিং
The Rape of Bangladesh (1971), Bangladesh A Legacy of Blood (1986)	অ্যাঞ্জলি
Witness to Surrender	মাসকারেনহাস
The Betrayal of East Pakistan	সিদ্দিক সালিক
	এ.কে. খান নিয়াজী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব	শিরিন আক্তার
দুইশত ছেষটি দিনে স্বাধীনতা	নূরুল কাদির
কালো ইলিশ	বশির আল হেলাল
জন্মই আমার আজন্ম পাপ	দাউদ হায়দার
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রফিকুল ইসলাম
আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা	সেলিনা হোসেন
আত্মকথা ১৯৭১ (স্মৃতিচারণমূলক)	নির্মলেন্দু গুণ
স্বাধীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো (কবিতা)	নির্মলেন্দু গুণ
তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান
অব ব্রাড অব ফায়ার (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা)	জাহানারা ইমাম

গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ

শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, আয়না, ফুড কনফারেন্স	আবুল মনসুর আহমদ
শেষ বিকেলের মেয়ে, বরফ গলা নদী	জহির রায়হান
তেইশ নম্বর তেলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
বিদ্রোহী কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা (উপন্যাস)	কাজী নজরুল ইসলাম
বিষাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বস্তানী	মীর মোশাররফ হোসেন
ক্রীতদাসের হাসি (আইনুব খানের শাসনের উপর)	শওকত ওসমান
‘বনলতা সেন’ কবিতা, ঝুপসী বাংলা	জীবনানন্দ দাশ
লালসালু উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
১৯৬৭ সালে লালসালু উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়	The Tree without Roots
সাতটি তারার বিকিমিকি, বুকের ভিতর আগুন	জাহানারা ইমাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচিত্র

চলচিত্র	পরিচালক	চলচিত্র	পরিচালক
ওরা ১১ জন	চায়ী নজরুল ইসলাম	আগন্তের পরিশমণি**	হুমায়ুন আহমেদ
শোভনের স্বাধীনতা	মানিক মানবিক	শ্যামল ছায়া**	
হাজর নদী ঘেনেডে	চায়ী নজরুল ইসলাম	জয়যাত্রা, স্ফুলিঙ্গ	তোকিন আহমেদ
সংগ্রাম, ধ্বনি তারা	প্রথমা প্রকাশন থেকে	একান্তরের যীশু	নাসিরউদ্দীন
মেঘের পরে মেঘ	প্রকাশিত	গেরিলা	ইউসুফ

ধীরে বহে মেঘনা**	আলমগীর কবির	আবার মানুষ হ	থান আতাউর রহমান
আমার বঙ্গ রাশেদ***	মোরশেন্দুল ইসলাম	এখনও অনেক রাত নদীর নাম মধুমতি চিঠ্ঠা নদীর পাড়ে ****	
খেলাঘর অনিল বাগচির একদিন**			তানভীর মোকাম্বেল
একান্তরের লাশ	নাজিম উদ্দিন রিজভী	রাবেয়া	
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	জীবন চুলি**	
যুদ্ধ শিশু	মৃত্যুঝর দেবত্বত	দীপ নিতে যাই	ইলজার ইসলাম
৭১ এর মা জননী	শাহ আলম কিরণ	নেকাবরের মহাপ্রয়াণ	মাসুদ পথিক
বাঁধনহারা	এ. জে. মিন্টু	হৃদয়ে '৭১	সাদেক সিদ্দিকী
কলমীলতা	শহীদুল হক খান	জয়বাংলা	ফখরুল আলম
রক্তাঙ্ক বাংলা	মমতাজ আলী	মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বঙ্গদের্ঘ চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
ভালিয়া***	তানভীর মোকাম্বেল	আগামী***	
একান্তরের মিছিল	কবরী সারোয়ার	সূচনা	মোরশেন্দুল ইসলাম
দুরত	খান আখতার হোসেন	বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব
চাকি	এনায়েত করিম বাবুল	আবর্তন, ধূসর যাত্রা	আবু সায়ীদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক	প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক
Stop Genocide, *** A State is Born	জহির রায়হান	Liberation Fighters	
Innocent Million	বাবুল চৌধুরী	Diaries of Bangladesh	আলমগীর কবির
পলাশী থেকে ধানমন্ডি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	
Dateline Bangladesh	গীতা মেহতা	১৯৭১	তানভীর কবির
মুক্তির কথা***	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন	দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার	রবার্ট রজার্স
মুক্তির গান***	মাসুদ	স্মৃতি '৭১	তানভীর মোকাম্বেল
নাইন মাছস টু ফ্রিডম	এস. সুকুদেব	রিফিউজি '৭১	বিনয় রায়

- 'টিয়ার্স অব ফায়ার' হলো- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্য চিত্র।
- আমেরিকান এনবিসি টেলিভিশন মুক্তিযুদ্ধের যে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করে তার নাম- দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'একজন মহান পিতা' এর পরিচালক- মির্জা সাখাওয়াত হোসেন।
- গেরিলা চলচ্চিত্রটি যে উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত- নিষিদ্ধ লোবান।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য

ভাস্কর্য/স্মৃতিফলক	স্থপতি	অবস্থান
বিজয় ৭১	শ্যামল চৌধুরী	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
জয় বাংলা জয় তারুণ্য	আলাউদ্দিন বুলবুল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্যয় ৭১	-	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

- সাভার সেনানিবাসে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ হলো- বিজয় চেতন।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য বিজয় গাথা অবস্থিত- রংপুর সেনানিবাসে।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য বিজয় উল্লাস অবস্থিত- কুষ্টিয়া।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ 'রক্ষসোপান' অবস্থিত- রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস।
- কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ স্বারক ভাস্কর্য 'মুক্ত
বাংলা' এর স্থপতি- রশিদ আহমেদ।
- বিজয় কেতন- আসিফুর রহমান, ঢাকা সেনানিবাস।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান- ঢাকার অন্দরে সাভারের নবীনগরে।
- ভিত্তিস্তম্ভ স্থাপন- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (শেখ মুজিবুর রহমান)।
- উদ্বোধন- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে (হুসেইন মু. এরশাদ কর্তৃক)।
- স্থপতি- সৈয়দ মাইনুল হোসেন
- উচ্চতা: ৪৬.৫ মিটার বা ১৫০ ফুট
- ফলক আছে- ৭টি এবং কবর আছে- ১০টি।
- "সম্মিলিত প্রয়াস" বলা হয়- জাতীয় স্মৃতিসৌধকে
- বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে- মালদীপের আদু ও তারতের ত্রিপুরায়
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলক দ্বারা বুরায়- ইতিহাসের ৭টি পর্যায়কে

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন	১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
১৯৫৪ সালের যুক্তফুল্ট নির্বাচন	১৯৬৯ সালের গণ অভ্যর্থনা
১৯৫৬ সালের ইসলামিক শাসনতত্ত্ব	১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন	

জাহাত চৌরঙ্গী

- মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় ১ম নির্মিত ভাস্কর্য- জাহাত চৌরঙ্গী
- অবস্থান- জয়দেবপুর চৌরাটা, গাজীপুর
- ভাস্কর- শিল্পী আদুর রাজাক, নির্মাণ করা হয়- ১৯৭৩ সালে
- প্রেক্ষাপট- মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের অসামান্য আত্ম্যাগের স্বরণে।

স্বাধীনতা জাদুঘর ও স্বাধীনতা স্তম্ভ

- অবস্থিত- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- প্রধান বিষয়- ১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আলোক স্তম্ভ, যা স্বাধীনতা স্তম্ভ নামে পরিচিত। জাদুঘরটি এই স্তম্ভের নিচে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র ভূগর্ভস্থ জাদুঘর- স্বাধীনতা জাদুঘর

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়- মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে
- অবস্থান- মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে, স্থপতি- তানভীর কবির

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান- ঢাকার মিরপুরে, উদ্বোধন হয়- ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে
- উদ্বোধন করেন- বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- স্থপতি- মোস্তফা হারুন কুন্দুস হালিল

রায়ের বাজার ব্যবস্থা স্থিতিসৌধ

- > অবস্থান- ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায়।
- > যাদের অরণে- ১৯৭১ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর দেশের সুর্যসন্তানদের হত্যা করে এই স্থানের ইটের ভাটার পশ্চাতে ফেলে রাখা হয়েছিল।
- > স্থিতিসৌধ নির্মিত- ১৯৯৩ সালে সূর্যসন্তানদের অরণে ইটের ভাটার আদলে ছৃপ্তি- ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, জামি আল শফি।

অপরাজেয় বাংলা

- > অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে।
- > ছৃপ্তি- মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কুল সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ।
- > নির্মাণকাজ শুরু হয়- ১৯৭৩ সালে।
- > উদ্বোধন করা হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে।
- > বেদির উচ্চতা- ৬ ফুট, ভাস্কুল উচ্চতা- ১২ ফুট।
- > কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয়ের প্রতীক।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

- > মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়- ২২ মার্চ, ১৯৯৬ সালে।
- > প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান- ঢাকার সেগুন বাগিচায়।
- > বর্তমান অবস্থান- ঢাকার আগারগাঁও।***
- > ছানাক্তর- ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ সালে আগারগাঁও এর নির্মিত নিজস্ব ভবনে
- > মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

বিজয় কেতন

- > মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর- বিজয় কেতন।***
- > অবস্থান- ঢাকা সেনানিবাসে। ছৃপ্তি- আসিফুর রহমান।
- > জাদুঘরটির মূল প্রদর্শনী সামগ্রির মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালা
- > বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালার নামকরণ করা হয়েছে- হল অব ফ্রেম নামে
- > জাদুঘরের মূল ফটকে নির্মিত হয়েছে- ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার মূর্তি, এদের একজন হলেন বাংলাদেশের পতাকাবাহী একজন নারী। বিশেষ এই ভাস্কুলটিকেই বলা হয় বিজয় কেতন।

১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

- > প্রথম গণহত্যা আর্কাইভ জাদুঘর- ১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর, সবচেয়ে বেশি গণহত্যা করা হয়- চুকনগর, খুলনা
- > প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান- ২০১৪ সালের ১৭ মে খুলনা নগরের ময়লাপোতা এলাকার শেরেবাংলা রোড।
- > বর্তমান অবস্থান- সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।
- > জাদুঘরটি শেরেবাংলা রোড থেকে সাউথ সেন্ট্রাল রোডের ছানাক্তর করা হয়- ২০১৬ সালের ২৬ শে মার্চ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- > গঠিত হয়- ২০০১ সালের ৩০ অক্টোবর
- > মন্ত্রণালয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে দিবসটি পালন করে - ১লা ডিসেম্বর
- > মুক্তিযোদ্ধা দিবস

শহিদ সাগর

- > শহিদ সাগর অবস্থিত- নাটোরের লালপুর উপজেলার নর্থবেঙ্গল সুগাৰ মিলস লি. এর ভিতরে ছোট পুকুর।
- > পাক বাহিনী পুকুরের সিঁড়িতে অর্ধশতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা করে- ৫ মে, ১৯৭১।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির

- > ঘাতক দালালদের বিচারের জন্য একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করা হয়- ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি।
- > একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানক ছিলেন- জাহানারা ইমাম। ১৯৯২ সালে গণআদালত গঠিত হয়- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- > গণআদালত গোলাম আয়মের বিরক্তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন- ১০টি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

- > আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- ২০১০ সালের ২৫ মার্চ।
- > দেশের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে। প্রথম রায় এসেছিল- ২০১৩ সালে ২১ জানুয়ারি।

প্রবাসী সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- > প্রবাসী সরকার ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন- ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর।
- > বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ছিলেন- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত
- > বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
- > তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ - ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত
- > তাজউদ্দীন আহমদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ থেকে ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- > পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেক্টার করেন- ২৫ মার্চ মধ্যরাত তখন ২৬ মার্চ ১ম প্রহরে।
- > পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেক্টার করেন- অপারেশন বিগ বার্ড পরিচালনা করে মেজর জেড এ খান।
- > বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেক্টার করে পাকিস্তানে ফয়সালাবাদ লায়ালপুর জেলে নিয়ে যান- ২৯ মার্চ, ১৯৭১।
- > গোপনে বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্বৰী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়- ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
- > ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর জেল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়- মিয়ানওয়ালি কারাগারে।
- > বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান- ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- > বঙ্গবন্ধু ট্রিটেন-ভারত সফর করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন- ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- > বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস- ১০ জানুয়ারি।

সংবিধান (Constitution)

- > রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল হলো- সংবিধান।
- > রাষ্ট্রের দর্শণ বলা হয়- সংবিধানকে।
- > রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত জীবন পদ্ধতি হলো সংবিধান' উকিটি করেছেন- এরিস্টটল
- > সংবিধান প্রধানত দুই ধরনের (সুপরিবর্তনীয়, দুর্পরিবর্তনীয়)
- > লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের-লিখিত ও অলিখিত।
- > অলিখিত সংবিধানের দেশ- যুক্তরাজ্য, স্পেন, নিউজিল্যান্ড, ইসরায়েল ও সৌদি আরব।
- > পৃথিবীর শাস্তি সংবিধান বলা হতো- জাপানের সংবিধানকে।
- > পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের (অনুচ্ছেদ- ৩৯৫টি)
- > পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবিধান এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান- যুক্তরাষ্ট্রের
- > বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে-ট্রিটেন ও ভারতের সংবিধানের আদলে

বাংলাদেশের সংবিধান

- > সংবিধান শুরু - প্রস্তাবনা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে - তফসিল দিয়ে।
- > সংবিধানের প্রকৃতি - লিখিত ও দুপ্পরিবর্তনীয়।
- > সংবিধানের অভিভাবক, রক্ষক ও ব্যাখ্যাকারক - সুপ্রিম কোর্ট।
- > মূল সংবিধান সংরক্ষিত আছে - শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে।
- > বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় - ইংরেজিতে।
- > সংবিধান বাংলায় অনুবাদ করেন - অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- > সংবিধানের অঙ্গীয় আদেশ জারি করেন - শেখ মুজিব (১১ জানুয়ারি, ১৯৭২)
- > গণপরিষদের আদেশ জারি - আবু সাঈদ চৌধুরী (২৩ মার্চ, ১৯৭২)
- > গণপরিষদের প্রথম সভাপতি - আব্দুর রশিদ তর্কবাণিশ।
- > গণপরিষদের প্রথম স্পিকার - শাহ আব্দুল হামিদ।
- > গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার - মোহাম্মদ উল্লাহ (তিনিই পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার ছিলেন)
- > মূলনীতি - ৪টি (জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ও সমাজতন্ত্র)
- > তফসিল/ মৌলিক নীতি - ৭টি, ভাগ বা অধ্যায় - ১১টি, অনুচ্ছেদ - ১৫৩টি
- > মোট সংশোধনী - ১৭টি, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য - ১২টি।
- > রচনা কর্মটি সদস্য - ৩৪ জন (আওয়ায়া লীগের সদস্য - ৩৩ জন এবং বিরোধী দল ন্যাপের সদস্য - ১ জন)
- > সংবিধানের জনক/ রূপকার/ চেয়ারম্যান/ প্রধান/ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপনকারী - ড. কামাল হোসেন।
- > একমাত্র মহিলা সদস্য - বেগম রাজিয়া বানু।
- > বিরোধী দলীয় সদস্য - সুরজিত সেন গুপ্ত (খসড়া সংবিধানে একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বাক্ষর করেননি)
- > হস্ত লেখক - আব্দুর রউফ (হস্ত লিখিত পৃষ্ঠা ছিল - ৯৩টি এবং স্বাক্ষরসহ মোট পৃষ্ঠা - ১০৮টি)।
- > অঙ্গসভা করেন - শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
- > গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে - ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
- > সংবিধান কর্মটি গঠন - ১১ এপ্রিল এবং ১ম অধিবেশন - ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
- > গণপরিষদে উত্থাপিত - ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে।
- > গণ-পরিষদে গৃহীত হয় - ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- > স্বাক্ষরিত হয় - ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- > কার্যকর হয় এবং গণপরিষদ বাতিল হয় - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- > Constitution Law of Bangladesh গ্রন্থের লেখক - সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম। এটি প্রকাশিত হয় - ১৯৯৫ সালে

সংবিধানের ভাগ - ১১টি ভাগ

- > টেকনিক: পুরা মনের সাথে নিয়মিত অবিচার করলে নির্বাচনের হিসাব কর্ম সংশোধন বিবিধ করতে হবে।
- > প্র = প্রথম ভাগ - প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ১ - ৭)***
- > রা = দ্বিতীয় ভাগ - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ ৮-২৫)*
- > মনের = তৃতীয় ভাগ - মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭)**
- > নিয়মিত = চতুর্থ ভাগ - নির্বাহী বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৪৮-৬৪)**
- > অ = পঞ্চম ভাগ - আইনসভা (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯৩)
- > বিচার = ষষ্ঠ ভাগ - বিচার বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৭)
- > নির্বাচন = সপ্তম ভাগ - নির্বাচন (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)
- > হিসাব = অষ্টম ভাগ - মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭ -১৩২)
- > কর্ম = নবম ভাগ-বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৪১)
- > সংশোধন = দশম ভাগ - সংবিধান সংশোধনী (অনুচ্ছেদ ১৪২)
- > বিবিধ = একাদশ - বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩ - ১৫৩)

সংবিধানের শুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১	প্রজাতন্ত্র (বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত)
২	প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সীমানা
২ক	রাষ্ট্রধর্ম
৩ ***	রাষ্ট্রভাষা
৪ **	জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক
৪ক ***	জাতির পিতার প্রতিকৃতি
৫ *	রাজধানী [১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা]
৬(২)***	নাগরিকত্ব (বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী পরিচিত হইবে)
৭	সংবিধানের প্রাধান্য (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ.....
৭ক	সংবিধান বাতিল, ছাগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ
৭খ	সংবিধানের মৌলিক বিধানবলী সংশোধন অযোগ্য
৮	মূলনীতি
৯*	জাতীয়তাবাদ
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১**	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২***	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩	মালিকানার নীতি
১৪	ক্ষয়ক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ক) অর, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব
১৭ ***	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
১৮ক	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১৯	সুযোগের সমতা ৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন
২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম ২) রাষ্ট্র এমন অবস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না.....।
২১	নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য ২.) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য
২২ ***	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক (২০০৭)
২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
২৩ক**	উপজাতি, স্কুল জাতিসভা, মুসলিম ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৪*	জাতীয় স্মৃতি নির্দেশন প্রত্যুত্তি
২৫*	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
২৬	মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল
২৭ ***	আইনের দ্রষ্টিতে সমতা
২৮	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
২৮(২)***	রাষ্ট্র ও গণজাতের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার
২৯ **	সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা
৩০	বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে গ্রহণ করা যাবে)
৩১	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার
৩২	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ
৩৩	গ্রেঞ্জার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকর্চ

৩৬ ***	চলাফেরার স্বাধীনতা
৩৭*	সমাবেশের স্বাধীনতা
৩৮*	সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯ ***	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা (২) খ- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১**	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২	সম্পত্তির অধিকার
৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৪৪*	মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ১) এই অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য ১০২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট মামলা বজু করে
৪৭(৩)*	গণহত্যা জনিত অপরাধ ও যুদ্ধপরাধের বিচার
৪৮ *	রাষ্ট্রপতি
৪৯ **	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন
৫০	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ (ক্ষমতা গ্রহণ থেকে ৫ বছর)
৫১	রাষ্ট্রপতির দায়মন্ত্রি
৫২*	রাষ্ট্রপতির অভিশংসন (Impeachment)
৫৩	অসামার্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ
৫৫*	মন্ত্রিসভা (The Cabinet) (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।
৫৬	মন্ত্রীগণ (Ministers)
৫৭	প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ
৫৯	ছান্নীয় শাসন
৬৪ **	অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা)
৭০ **	ফ্লোর ক্রেসিং
৭৭ ***	ন্যায়পাল
৮১*	অর্থবিল
৮৭*	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট)
৯৩ ***	অংশাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা
৯৪ *	সুপ্রিম কোর্ট গঠন
৯৫ *	বিচারপতি নিয়োগ
৯৬	বিচারকদের পদের মেয়াদ (৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত)
১০২	কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রতিদিনের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা
১০৮*	'কোট অব রেজর্ড' রূপে সুপ্রিম কোর্ট
১১৭ **	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
১১৮ ***	নির্বাচন কমিশন
১২৭ **	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
১৩৭ ***	সরকারী কর্ম কমিশন
১৪১ক	জরুরী অবস্থার ঘোষণা
১৪২	সংবিধানের সংশোধনের ক্ষমতা
১৪৫	চুক্তি ও দলিল
১৪৫ক	আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৪৮	পদের শপথ
১৫০	ক্রান্তিকালীন অঞ্চলীয় বিধানাবলি
১৫২	ব্যাখ্যা
১৫৩	প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

- ৩ সদস্যের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন- প্রধান বিচারপতি। নির্বাহী বিভাগের পরিচেছে রয়েছে- ৫টি।
- সংসদ সদস্য নয় কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এমন মন্ত্রীদের বলে- টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী [মন্ত্রীসভার এক দশমাংশ (১০%) টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী]
- প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা (CEO) প্রযুক্ত হয়- প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও পদ

- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান - নির্বাচন কমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দণ্ডের এবং সরকারী কর্মকমিশন।
- সাংবিধানিক পদ - রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, স্পিকার, ন্যায়পাল, প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান।
- সাংবিধানিক যে পদের শপথ নেই- অ্যাটর্নি জেনারেল।
- বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদসমূহ- ৯টি (ন্যায়পাল পদটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি)।
- বাংলাদেশে প্রধান হিসাব রক্ষকের পদবী- Comptroller of Audit

তফসিল

তফসিল : ৭টি যথা-

- প্রথম তফসিল : অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।
- দ্বিতীয় তফসিল : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)।
- তৃতীয় তফসিল : শপথ ও ঘোষণা।
- চতুর্থ তফসিল : ক্রান্তিকালীন ও অঞ্চলীয় বিধানাবলি।
- পঞ্চম তফসিল : ৭ মার্চের প্রতিহাসিক ভাষণ।***
- ষষ্ঠ তফসিল : ২৫ মার্চ, ১৯৭১; ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা।***
- সপ্তম তফসিল : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এর মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।***

সংবিধান সংশোধনী**

সংশোধনী	সাল	বিষয়
প্রথম সংশোধনী	১৯৭৩	যুদ্ধপ্রাধীনের বিচার নিশ্চিতকরণ
দ্বিতীয় সংশোধনী	১৯৭৩	জরুরি অবস্থার বিধান
তৃতীয় সংশোধনী	১৯৭৪	সীমান্ত চুক্তি/চিটমহল বিনিয়য় চুক্তি
চতুর্থ সংশোধনী	১৯৭৫	সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা
পঞ্চম সংশোধনী	১৯৭৯	সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী প্রথম বিকৃত সংশোধনী (First Distortion) বলা হয়
অষ্টম সংশোধনী	১৯৮৮	ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয় Dacca কে Dhaka করা হয় Bengali কে Bangla করা হয়
দ্বাদশ সংশোধনী	১৯৯১	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রবর্তন
অয়োদশ সংশোধনী	১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু
পঞ্চদশ সংশোধনী	২০১১	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজিত হয় বঙবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সংযোজন জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি থেকে ৫০ টিতে বৃদ্ধি করা হয় ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি পুনঃঠায় বহাল রাখা হয়
ষোড়শ সংশোধনী	২০১৪	বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান ২০১৭ সালের ৩ জুলাই- ষোড়শ সংশোধনীকে সুপ্রিমকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন।

সপ্তদশ সংশোধনী	৮ জুলাই ২০১৮	• সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন আগামী ২৫ বছরের জন্য নির্ধারণ
-------------------	--------------------	--

Note: এ পর্যবেক্ষণ সংশোধনী হাইকোর্ট বাতিল করে- ৪টি (পঞ্চম, সপ্তম, অযোদশ, ষোড়শ)। বঙ্গবন্ধুর সময় সংবিধান সংশোধনী হয়- ৪টি।

জাতীয় সংসদ (House of The Nation)***

- > বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ/আইনসভা/পার্লামেন্ট।
- > বাংলাদেশের আইনসভা- এককক্ষ বিশিষ্ট।
- > জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর- ১৯৬১ সাল আইয়ুব খান কর্তৃক।
- > জাতীয় সংসদ ভবনের উদ্ঘোষণ- ১৯৮২ সালে আবুস ছাতার কর্তৃক।
- > জাতীয় সংসদ ভবনের হ্রাপতি- লুই আই কান (এন্ডোনিয়ার বংশোদ্ধৃত মার্কিন নাগরিক), ২১৫ একর জায়গাতে ৯তলা ভবন অবস্থিত।
- > ছাপ্তিক সৌন্দর্যের জন্য 'আগাখান পুরস্কার' পাও- ১৯৮৯ সালে
- > জাতীয় সংসদ ভবনের প্রতীক- শাপলা।
- > জাতীয় সংসদ ভবনের মোট আসন- ৩৫০টি (নির্বাচিত আসন ৩০০টি, সংরক্ষিত আসন ৫০টি)
- > নির্বাচিত ৩০০ আসনের ১ নং আসন আছে- পঞ্চগড়।
- > নির্বাচিত ৩০০ আসনের ৩০০ নং আসন আছে- বান্দরবান।
- > সবচেয়ে বেশি সংসদের আসন রয়েছে- ঢাকা জেলায় (২০টি)
- > সবচেয়ে কম সংসদের আসন রয়েছে- ৩টি জেলায় (রাঙামাটি ১টি, খাগড়াছড়ি ১টি, বান্দরবান ১টি)
- > জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না- ৪ৰ্থ জাতীয় সংসদে
- > জাতীয় সংসদের স্পীকারের ভোটকে বলে- কাস্টিং ভোট।
- > জাতীয় সংসদে ফ্লোর ক্রেসিং হলো- নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান বা অন্য দলে যোগাদান করা।
- > জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন হয়- ৭ মার্চ, ১৯৭৩ সাল।
- > জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে- ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- > জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- > জাতীয় সংসদের প্রথম নেতা- শেখ মুজিবুর রহমান।
- > জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, ছাপ্তি, ভেঙ্গে দিতে পারেন ও অভিভাবক- রাষ্ট্রপতি (যিনি ৩৫ বছর বয়সে নিয়োগ পান)।
- > সংসদ সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত বিল- বেসরকারি বিল
- > মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত বিল- সরকারি বিল
- > জাতীয় সংসদে অধিবেশনের পরিচালনা করেন, বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেন- স্পিকার।
- > জাতীয় সংসদের ছাইপের কাজ হলো- সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
- > বর্তমান সংসদ ভবনের পূর্বে কার্যক্রম হয়- ঢাবি'র জগত্ত্বার্থ হলে।
- > বাংলাদেশের যে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ়িল্পের পর্ব চালু হয়- ৭ম সংসদে
- > সাদা-কালো পোর্টার, ছবি যুক্ত ভোটার তালিকা, না ভোট চালু হয়- নবম সংসদে
- > প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, স্পীকার, প্রধান বিচারপতি কে নিয়োগ ও শপথ বাক্য পাঠ করান- রাষ্ট্রপতি।
- > রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান- স্পীকার।
- > নির্বাচন কমিশনের প্রধান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রধান, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান কে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি কিন্তু শপথ বাক্য পাঠ করান- প্রধান বিচারপতি।
- > প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবনের নাম- গণভবন, (শেরে বাংলা নগর)।
- > রাষ্ট্রপতির বাস ভবনের নাম- বঙ্গভবন (দিলকুশা, মতিবিল)।
- > বাংলাদেশ প্রশাসনের হায়ুকেন্দ্র হলো- সচিবালয়।
- > সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম গৃহিত হয়- সচিবালয়ে।
- > বাংলাদেশের সচিবালয় হলো- আমলাতাত্ত্বিক।
- > সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলোকে বলা হয়- ট্রেজারি বেঞ্চ/ফ্রন্ট বেঞ্চ।
- > বিরোধী দলের সদস্যদের সরকারি কোন সিদ্ধান্ত বা স্পিকারের কলিং এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বলে- ওয়াক আউট।

সংখ্যাতত্ত্ব	
১২০	জন্মরী অবস্থার মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২০ দিন
৯০	উপনির্বাচনের মেয়াদ ৯০ দিন, তত্ত্ববধায়ক সরকারের মেয়াদ ছিল ৯০ দিন, স্পীকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সংসদ সদস্য ৯০ দিনের বেশি সংসদের বাহিরে থাকতে পারবেন না।
৬০	দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ ৬০ দিন, সংসদের কোরাম হয় ৬০ জন নিয়ে।
৩০	সাধারণ নির্বাচন হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে
১৫	রাষ্ট্রপতি যে কোন বিল স্বাক্ষরের জন্য সময় পান ১৫ দিন
৭	সংশোধিত বিলের জন্য রাষ্ট্রপতি সময় পান ৭ দিন

Warrant of Precedence বা রাষ্ট্রের পদমানক্রম

প্রথম	(রাষ্ট্রপ্রধান) মহামান্য রাষ্ট্রপতি***
দ্বিতীয়	(সরকার প্রধান) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী***
তৃতীয়	জাতীয় সংসদের স্পীকার
চতুর্থ	বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিবৃন্দ
পঞ্চম	মন্ত্রিবর্গ, চীফ হাইফ, ডেপুটি স্পীকার, বিরোধী দলীয় নেতা
সপ্তম	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয় অধ্যাপক, সচিব পদ

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর সদর দপ্তর

বাহিনীর নাম	সদর দপ্তর	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ নৌবাহিনী	বনানী, ঢাকা	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	ঘোরা
বাংলাদেশ পুলিশ	ফুলবাড়িয়া	সারদা, রাজশাহী
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	পিলখানা, ঢাকা	বাইতুল সাতকানিয়া ইজ্জত,
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম	খিলগাঁও, ঢাকা	সফিপুর, গাজীপুর
প্রতিরক্ষা বাহিনী		

বাংলাদেশের নদী-নদী

- > নদী সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হয়- পোটোমলোজি। (Potamology)
- > যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- > বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত/অভিন্ন নদী- ৫৭টি।
- > বাংলাদেশ ও ভারত এর মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা- ৫৪টি।
- > মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী- ৩টি (নাফ, মাতামুহূরী, সাঙু)।
- > বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনসিটিউট অবস্থিত- হারুকান্দি, ফরিদপুর।
- > বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- > বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানের নদী- ২টি (পদ্মা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ)
- > কুমিল্লার দুষ্ট কলা হয়/ যে নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না - গোমতী নদীকে।
- > ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের ফলে স্ট্রট নদী- যমুনা।
- > পশ্চিমাঞ্চলের লাইক লাইন বলা হয়- গড়াই নদীকে।
- > পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়- বিল ডাকাতিয়াকে।
- > বাংলার দষ্ট বলা হয়- দামোদার নদীকে।
- > চট্টামের দষ্ট বলা হয়- চাকতাই খালকে।
- > বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম খাল- গাবখান খাল (দৈর্ঘ্য- ১৮ কিমি)
- > বাংলার সুয়েজখাল বলা হয়- গাবখান নদীকে (বালকাঠি)।
- > বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ (দৈর্ঘ্য ৫৬ কি.মি.)।
- > বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙা। (সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তে, দৈর্ঘ্য ৩৮ কি.মি.)

- > বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী- হালদা (অপশনে না থাকলে দিবো- মাতামুহূর্ত)
- > বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র- হালদা নদী।
- > এশিয়ার বৃহত্তম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র-হালদা নদী।
- > বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ।
- > বাংলাদেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম নদী- কর্ণফুলী।
- > বাংলাদেশের একমাত্র খরগোতা নদী-কর্ণফুলী।
- > ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান প্রবাহ যে নামে পরিচিত- যমুনা।
- > ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশের নাম- ডিহি।
- > ব্রহ্মপুত্র নদের তিক্রতীয় অংশের নাম- সানগো।
- > তিক্রত (চীন)-ভারত, ভুটান-বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদ- ব্রহ্মপুত্র
- > নেপাল-ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- পদ্মা।
- > যে নদীটির নামকরণ করা হয়েছে একজন ব্যক্তির নামে- রূপসা (রূপলাল শাহ)।
- > যে নদীটির নামে জেলার নামকরণ করা হয়েছে- ফেনী (ফেনী জেলা)।
- > বাংলাদেশ থেকে ভারত গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে এসেছে এমন নদী- ৪টি (আত্রাই, মহানন্দা, পুনর্ভবা, টাঙ্গন)।
- > চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- আত্রাই।
- > বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী- ১টি (কুলিখ)।
- > উৎপত্তিস্থলে মেঘনা নদীর নাম- বরাক।
- > নদী ভাঙ্গনে সর্বব্রাহ্মণ জনগণকে বলা হয়- সিকান্তি।
- > নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ শুরু করে তাদের বলা হয়- পয়ষ্ঠী।
- > বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী- পদ্মা নদী (দৈর্ঘ্য- ৩৪১ কি.মি)
- > বাংলাদেশের বৃহত্তম, প্রশস্তর, গভীরতম, নাব্যতম, চির ঘোবনা নদী- মেঘনা
- > বাংলাদেশের অধিক পথ অতিক্রান্ত নদ, বৃহত্তম নদ- ব্রহ্মপুত্র
- > সম্প্রতি যে নদীতে চীন বাঁধ দিচ্ছে- ব্রহ্মপুত্র
- > ময়মনসিংহ শহর যে নদীর তীরে অবস্থিত- পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
- > তিস্তা ও করতোয়া যে নদের উপ নদী- ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা
- > পদ্মা নদীর শাখা নদী- কুমার ও গড়াই
- > ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী- যমুনা
- > হাইকোট যে নদীকে প্রথম জীবন্ত সত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করেন- তুরাগ নদী
- > অধিক চর বেষ্টিত নদী- যমুনা
- > যমুনা ও বাঙালি নদী মিলিত হয়েছে- বগড়ায়
- > ঢাকা শহরকে বন্যার পানি থেকে রক্ষার জন্য বাকল্যান্ড বাঁধ দেওয়া হয় যে নদীতে- বুড়িগঙ্গা নদীতে
- > বঙবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়- হালদা নদীকে

নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল
গঙ্গা/পদ্মা**	হিমালয়ের গাসোঁত্রী হিমবাহ থেকে
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদ্বীপ পাহাড় থেকে
ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা*	তিক্রতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ
তিস্তা, করতোয়া*	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে
বরাক, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা	নাগা-মণিপুরী পাহাড়ের দক্ষিণের লুসাই পাহাড় থেকে
কর্ণফুলি*	মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে
নাফ, সঙ্গু	মিয়ানমার ও বাংলাদেশের আরাকান পর্বত থেকে
মাতামুহূর্তী	বান্দরবানের লামার মইভার পর্বত থেকে
হালদা**	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী শৃঙ্গ থেকে
ফেনী নদী	ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল

বর্তমান ও পুরাতন নাম

পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম
দোলাই*	বুড়িগঙ্গা	নলিনী/কীর্তিনাশা	পদ্মা
জোনাই	যমুনা	লোহিত্যা**	ব্রহ্মপুত্র

প্রধান নদী সমূহের মিলিত স্থান ও প্রবাহ

নদী	মিলিতস্থল	সম্মিলিত প্রবাহ
পদ্মা ও যমুনা**	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী	পদ্মা
পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া	চাঁদপুর	মেঘনা
তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী, কুড়িগাম	ব্রহ্মপুত্র
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা*	ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ	মেঘনা
সুরমা ও কুশিয়ারা	আজমেরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ	কালীনী/মেঘনা
বাঙালী ও যমুনা নদী**	বগড়া	যমুনা
হালদা ও কর্ণফুলী	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী

বিভিন্ন নদীর উপরের গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ

ফারাক্কা বাঁধ (বাংলাদেশের মুগ ফাঁদ)

- > বাঁধ দেওয়া হয়- গঙ্গা নদীর ঊজানে পশ্চিমবঙ্গের মনোহরপুর গ্রামে।
- > নির্মাণ কাজ শুরু হয়- ১৯৬১ সালে এবং শেষ হয়- ১৯৭৫ সালে।
- > পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হয়- ১৯৭৫ সালে।
- > বাংলাদেশের চাঁপাই সীমান্ত থেকে দূরত্ব- ১৬.৫ কি.মি/১১ মাইল।
- > মাওলানা ভাসানী রাজশাহী থেকে ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে লং মার্চ করেন- ১৬ মে ১৯৭৬। (লং মার্চ যাত্রায় অসুস্থ হয়ে ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন) ফারাক্কা দিবস- ১৬ মে।

টিপাইমুখ বাঁধ

- > বাঁধ নির্মাণ- ভারতের মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীতে।
- > বাংলাদেশের সিলেট থেকে দূরত্ব- ১০০ কি.মি।
- > যে দুই নদীর সংযোগ মুখে- বরাক ও তুইভাই
- > নির্মাণ কাজ শুরু হয়- ২০০৫ সালে।

তিস্তা ব্যারেজ

- > অবস্থিত- লালমনিরহাট জেলার সীমান্তে তিস্তা নদীতে।
- > কাজ শুরু হয়- ১৯৭৯ সালে এবং শেষ হয়- ১৯৯০ সালে।
- > দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প- তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- > ঢাকা শহরকে বন্যার পানি থেকে রক্ষার জন্য ১৮৬৪ সালে কমিশনার সি টি বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে তৈরী করেন- বাকল্যান্ড বাঁধ।
- > বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প- গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (GK)
- > ঢাকা শহরকে রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (DND) প্রকল্প।
- > বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূল রেখায় বন্যা ঘটে- জলোচ্ছাস জনিত বন্যা। ঘূর্ণিবাড় ও প্রবল জোয়ারের কারণে এ বন্যা হয়।
- > বাংলাদেশে ভূমিক্ষেত্র ঘটে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের- পার্বত্য এলাকায়।
- > দেশের ভূমিক্ষেত্র বিবেচনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ- উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

বাংলাদেশের ছলবন্দর

- > বর্তমান ছল বন্দর- ২৫টি (সর্বশেষ- মুজিবনগর, মেহেরপুর)
- > মুজিবনগরকে ছল বন্দর ঘোষণা করা হয়- ২৭ মে, ২০২১ সালে।
- > মুজিবনগর ছল বন্দরের ভারতীয় ছলবন্দরের নাম- হৃদয়পুর।
- > প্রস্তাবিত নতুন ছলবন্দর- প্রাগপুর, কুষ্টিয়া।
- > দেশের সবচেয়ে বড় ছলবন্দর- বেনাপোল, যশোর।
- > দেশের ২য় বৃহত্তম ছল বন্দর- হিলি, দিনাজপুর।
- > মিয়ানমারের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রম চলে- টেকনাফ বন্দর দিয়ে।

- > বাংলাদেশ, ভারত ও ভুটানের সাথে বণিক কার্যক্রম চলে- লালমনিরহাটের বৃড়িমারী ছলবন্দর দিয়ে।
- > বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বন্দর অবস্থিত- নারায়ণগঞ্জে
- > সিলেট জেলায় ছলবন্দর- ৩টি (তামাবিল, শ্যাওলা ও ভোলাগঞ্জে)

ছলবন্দর	জেলা	ছলবন্দর	জেলা
ভোমরা	সাতক্ষীরা	বিলোনিয়া	ফেনী
সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিরল ও হিলি	দিনাজপুর
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শনা ও দৌলতগঞ্জ	চুয়াডাঙ্গা
তামাবিল	সিলেট	বৃড়িমারী	লালমনিরহাট
বিবির বাজার	কুমিল্লা		

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর

বর্তমান সমুদ্রবন্দর- ৩টি

নাম	প্রতিষ্ঠা	নদী
চট্টগ্রাম বন্দর (চট্টগ্রাম)	১৮৮৭ সালে	কর্ণফুলী নদীর তীরে (ব্রিটিশ আমলে তৈরি)
মৎসা বন্দর (বাগেরহাট)	১৯৫০ সালে	পশ্চর নদীর তীরে (পাকিস্তান আমলে তৈরি)
পায়রা বন্দর (পটুয়াখালী)	২০১৬ সালে	রামনাবাদ চ্যানেল/আন্দারমানিক নদীর তীরে (স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম বন্দর)
মাতারবাড়ি কক্সবাজার	নির্মানাধীন	দেশের চতুর্থ সমুদ্র বন্দর, প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর

সমুদ্র সৈকত

- > বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত- কক্সবাজার (দৈর্ঘ্য- ১২০ কি.মি.)
- > বাংলাদেশের ২য় প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত- কুয়াকাটা, পটুয়াখালী (১৮ কি.মি.)
- > “হিমালয়ের কল্যাণ” বলা হয়- পঞ্চগড়কে।
- > যে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়- কুয়াকাটা।
- > “ইনানী বীচ” অবস্থিত- কক্সবাজার।
- > ‘কটকা সমুদ্র সৈকত’ অবস্থিত- কয়রা, খুলনা (সুন্দরবন)

সমুদ্র সৈকত	অবস্থান	দৈর্ঘ্য
কক্সবাজার	কক্সবাজার	১২০ কি.মি.
কুয়াকাটা	পটুয়াখালী	১৮ কি.মি.
পতেঙ্গা	চট্টগ্রাম	৫ কি.মি.
পারকী	চট্টগ্রাম	১৩ কি.মি.

বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত; হাওর ও বিল

শৃঙ্গ

- > পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ- মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮.৮৬ মিটার)
- > বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিংডং বা বিজয় (১২৩১ মিটার)
- > বাংলাদেশের ২য় পর্বতশৃঙ্গ- কেওক্রাডং (১২৩০ মিটার)

দ্বীপ

- > বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ- সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার (আয়তন ৮ বর্গ কি.মি.)
- > সেন্টমার্টিন দ্বীপের অপর নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা, দারঢ়িচিনি দ্বীপ।
- > বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের ছান- ছেঁড়া দ্বীপ, কক্সবাজার (আয়তন- ৩ বর্গ কি.মি) এটি সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে অবস্থিত।
- > বাংলাদেশের যে দ্বীপ “বাতিঘরের” জন্য বিখ্যাত- কুতুবদিয়া (কক্সবাজার)
- > বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ- মহেশখালী (কক্সবাজার)
- > দেশের প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড ঘোষণা করা হয়- মহেশখালী দ্বীপকে।

- > আদিনাথের মন্দির আছে যে দ্বীপে- মহেশখালী।
- > বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ- ভোলা।
- > এক দ্বীপ এক জেলা/দ্বীপের রানী/দ্বীপ কল্যাণ- ভোলা।
- > সাগর দ্বীপ/দ্বীপ জেলা- ভোলা।
- > পর্তুগিজরা যে দ্বীপে বাস করতো- মনপুরা দ্বীপে (ভোলা)
- > “সন্দীপ দ্বীপ” অবস্থিত- চট্টগ্রাম
- > ‘নিমুম দ্বীপ’ অবস্থিত- নোয়াখালীর হাতিয়ায় মেঘনা নদীর মোহনায়
- > নিমুম দ্বীপের পূর্ব নাম- বাউলার চর, বালুয়ার চর, চর ওসমান।
- > হাতিয়া দ্বীপ, ভাসান চর অবস্থিত- নোয়াখালী
- > বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একমাত্র বিরোধপূর্ণ দ্বীপ ছিল- দক্ষিণ তালপটি (সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়)।
- > দক্ষিণ তালপটির অপর নাম- নিউমুর বা পূর্বশা (দৈর্ঘ্য- ১০ কিমি)
- > মৎস্য আহরণ ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত সোনাদিয়া দ্বীপ অবস্থিত- কক্সবাজার। (দ্বীপের দৈর্ঘ্য- ৭ কিমি)
- > প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি হতো- সন্দীপ, চট্টগ্রাম।
- > ১৯৯২ সালে সুন্দরবনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে আবিষ্কৃত হয়- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ, (দ্বীপের আয়তন- ৭.৮৪ বর্গকিলোমিটার)
- > মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মহানয় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চরঙ্গশ্বর ইউনিয়নের দ্বীপ- ভাসানচর।
- > ১৬ হাজার একর বা ৮ বর্গ কি.মি. ভাসানচর গঠিত দুটি চরের সমন্বয়ে- ঠেঙ্গার চর এবং জালিয়ার চর।
- > ভাসানচর নামকরণ করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পাহাড়

- > বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়- গরো পাহাড় (বৃহত্তম ময়মনসিংহ)
- > “লালমাই পাহাড়” অবস্থিত- কুমিল্লা
- > চট্টগ্রামের বৃহত্তম পাহাড়- বাটালী পাহাড়
- > খাগড়াছড়ির বৃহত্তম পাহাড়- আলুটিলা পাহাড়
- > পাহাড়ের রানী বলা হয়- চিমুক পাহাড় (বান্দরবান)
- > হিন্দুদের তীর্থস্থানের জন্য বিখ্যাত- চন্দনাখালের পাহাড়, চট্টগ্রাম
- > ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে যে পাহাড়ে- কুলাউড়া (মৌলভীবাজার)

ঝরনা

- > “উষ্ণ পানির ঝরনা” (উষ্ণ প্রদৰণ)- চন্দনাখাল, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
- > ‘শীতল পানির ঝরনা’- হিমছড়ি, কক্সবাজার শহর থেকে ১২ কিমি দূরে
- > “শুভলং ঝরনা” অবস্থিত- বরকল, রাঙামাটি।

জলপ্রপাত

- > দেশের বৃহত্তম জলপ্রপাত “মাধবকুন্ড জলপ্রপাত” অবস্থিত- বড়লেখা, মৌলভীবাজার (এটি পাথুরিয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন)
- > দেশের উচ্চতম জলপ্রপাত “ঝড়ুক জলপ্রপাত” অবস্থিত- রুমা, বান্দরবান।
- > হামহাম জলপ্রপাত অবস্থিত- কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
- > শৈল প্রপাত, নাফাখুম, আমিয়াখুম জলপ্রপাত অবস্থিত- বান্দরবান।

হ্রদ (Lake)

- > “হৃদের জেলা” বলা হয়- রাঙামাটি কে
- > “কাঞ্চাই হ্রদ” অবস্থিত- রাঙামাটি। (১৯৬২ সালে কাঞ্চাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়)
- > “ফয়েজ লেক” অবস্থিত- চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে (এটি কৃত্রিম হ্রদ)
- > “জাফলং লেক” অবস্থিত- সিলেটে
- > “ক্রিসেট লেক” অবস্থিত- ঢাকায় (জাতীয় সংসদ ভবনের পাশে)
- > “প্রাতিক লেক” (হলুদিয়া) ও “বগা লেক” অবস্থিত- বান্দরবান

হাওর

- বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর “হাকালুকি হাওর” অবস্থিত- মৌলভীবাজার হয় - ২০০০ সালে। হাওরের গেটওয়ে বলে - কিশোরগঞ্জকে।
- টাঙ্গুয়ার হাওরের অপরানাম - নয় কুড়ি কান্দার ছয় কুড়ি বিল।
- প্রথম মৎস্য অভয়াগ্রহ ‘হাইল হাওর’ অবস্থিত - মৌলভীবাজার।
- সবচেয়ে ছোট হাওর ‘বরবুক হাওর’ অবস্থিত - সিলেট।

বিল

- বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল- চলন বিল (পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ)
- চলন বিলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী- আত্রাই নদী।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিল- তামাবিল, সিলেট
- “পশ্চিমা বাহিনীর নদী” বলা হয়- বিল ডাকাতিয়াকে, খুলনা
- “কোলাবিল বিল” অবস্থিত- খুলনা
- “আতিয়াল বিল” অবস্থিত- মুসিগঞ্জ
- “ভবদহ বিল” অবস্থিত- যশোর
- বাইকা বিল অবস্থিত - মৌলভীবাজার
- পদ্মা বিল, বাখিয়া বিল অবস্থিত - গোপালগঞ্জ

উপত্যকা

“হালদা ভ্যালি”	খাগড়াছড়ি
মাইনমুখী ভ্যালি, সাজেক ভ্যালি ও ভেঙ্গী ভ্যালি	রাঙামাটি
“নাপিত খালি ভ্যালি”	কক্রবাজার
“বলিশিরা ভ্যালি”	মৌলভীবাজার

চর

দুবলার চর	সুন্দরবনের দক্ষিণে
নির্মল চর (বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী চর)	রাজশাহী
চর মানিক, চর নিউটন, চর জব্বার, চর কুকরি মুকরি	ভোলা
চর গজারিয়া, চর আলেকজান্ডার	লক্ষ্মীপুর
মুহূরী চর	ফেনী
চর ওসমান, বাটুলার চর, বালুয়ার চর	নোয়াখালী

ইকো পার্ক

- প্রথম ইকো পার্ক- সীতাকুণ্ডের চন্দনাথের পাহাড়, চট্টগ্রাম।
- দ্বিতীয় ইকোপার্ক- মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ডের মুরাইছড়াই।
- টিলাগড় ইকোপার্ক- সিলেট।
- মুরাইছড়া ইকোপার্ক- বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

সাফারী পার্ক

- দেশের ১ম সাফারী পার্ক “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক” অবস্থিত- ডুলাহাজরা, কক্রবাজার।
- ২য় সাফারী পার্ক “বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক” - শ্রীপুর, গাজীপুর (২০১৩)।

অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান

- দেশের ১ম “হাইটেক পার্ক” নির্মাণ করা হচ্ছে- কালিয়াকের, গাজীপুর।
- দেশের ১ম “প্রজাপতি পার্ক” অবস্থিত- পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
- শেখ রাসেল এভিয়ারি এন্ড ইকো পার্ক অস্থিত- রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
- বলধা গার্ডেন অবস্থিত- ওয়ারী, ঢাকা (১৯০৯ সালে ভাওয়াল জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী এটি সূচনা করেন)।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত- মৌলভীবাজার (এটি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও ক্রান্তীয় আধা চিরহরিৎ বনভূমির অন্তর্ভুক্ত)।

জনসংখ্যা, জনশুমারি, উপজাতি

- মেগাসিটি বলা হয়- যে শহরের জনসংখ্যা ১ কোটির অধিক
- মেটাসিটি বলা হয়- যে শহরের জনসংখ্যা ২ কোটির অধিক
- বিশ্বের বৃহত্তম মেগাসিটি ও মেটাসিটি হল- জাপান।
- ‘জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে’ বলেছেন- রবার্ট ম্যালথাস।
- উপমহাদেশে আদমশুমারি চালু করে- ১৮৭২ সালে লর্ড মেঁয়ে
- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়- ১৯৭৪ সালে
- দুর্গ জনশুমারি ও গৃহ গণনা শুরু- ২০২২ সালে
- বর্তমান বাংলাদেশের মোট উপজাতি- সরকারি হিসেবে অনুযায়ী ৫০টি এবং আদিবাসী রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৫টি।
- বৃহত্তম উপজাতি- চাকমা। (২য় বৃহত্তম উপজাতি-মারমা)
- সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপজাতি- ভিল।
- উপজাতিদের বর্বরণ অনুষ্ঠান- বৈসাবি (ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা)।
- মুসলিম উপজাতি- পান্দন ও লাউয়া। চাকমা গ্রামকে বলে- আদম
- প্রধান মাতৃতাত্ত্বিক- গারো ও খাসিয়া। কির পূজা করে- ত্রিপুরা
- প্রধান পিতৃতাত্ত্বিক- মারমা ও হাজং।
- খাসিয়াদের দেবতা- উল্লাই নাথ়থু।
- বিশ্ব আদিবাসি দিবস- ৯ আগস্ট।
- রাস্যাত্রা ও দোলযাত্রা অনুষ্ঠান- মনিপুরি।
- যে বিভাগে উপজাতি নেই- খুলনা
- বৌদ্ধ ধর্মবলঘী- চাকমা, মারমা, রাখাইন
- নির্বাণ ধারনাটি সংশ্লিষ্ট- বৌদ্ধ ধর্মের সাথে
- প্রিষ্ঠান ধর্মবলঘী- গারো, খাসিয়া। সমতলে বাস করে- সাঁওতাল।
- সন্নাতন ধর্মবলঘী- ত্রিপুরা। উপজাতি যাদুঘর অবস্থিত- রাঙামাটি।
- মনিপুরি ললিতকলা একাডেমি- মৌলভীবাজার।
- মনিপুরি রাজবাড়ী অবস্থিত- সিলেটের মির্জা জাঙ্গালে।
- পাহাড়ীদের রাজবাড়ি আদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব- রাজপূর্ণাহ।
- একমাত্র বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ চালু রয়েছে- হাজংদের।
- ওয়াংগলা যার প্রতীক- আদিত্য (সূর্য)
- বান্দরবানের আদিবাসি রাজাকে বলা হয়- বোমাং রাজা
- কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান যে অঞ্চল পালন করে- পার্বত্য চট্টগ্রাম
- খাসিয়া গ্রামগুলো পরিচিত- পুঞ্জি নামে
- চাকমাদের ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস- ফেবো (২০০৮ সাল)
- ফেসবুকের দ্বিতীয় ভাষা- চাকমা ভাষা
- সাঁওতাল বা কার্পাস বিদ্রোহ হয়- ১৮৫৫-৫৬ সালে
- মনিপুরি ক্ষুদ্রনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বাস করে- মৌলভীবাজার।

উপজাতিদের ভাষা

উপজাতি	ভাষা	উপজাতি	ভাষা
গারো	মান্দি/মান্দি খুশিক	মগ	পালি
ওরাও	সারদি, কুরুখ	খাসিয়া	মনখেমে
ত্রিপুরা	ককবরক	মনিপুরি	বিষ্ণুপ্রিয়া

উপজাতিদের অবস্থান

- গারো, হাজং, হন্দি, হাদুই- বৃহত্তর ময়মনসিংহ।
- মনিপুরি, খাসিয়া, পাত্র- বৃহত্তর সিলেট।
- রাখাইন, মগ, রোহিঙ্গা- পটুয়াখালী ও কক্রবাজার।
- সাঁওতাল- দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর।
- রাজবংশী, ওরাও, কোল- রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও।
- বাওয়ালী, মাওয়ালী- সুন্দরবন; পাঞ্জ- মৌলভীবাজার।
- মাহাতু- সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে- ১১টি উপজাতি (চাকমা, মারমা, তংবুজ্যা, ত্রিপুরা, মুরং, চাক, পাংখোয়া)

অনুষ্ঠান-বর্ষবরণ

- > উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী - বিবিশিরি, নেত্রকোনা (১৯৭৭)
- > উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সিটিউট- বান্দরবান।
- > উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র- রাঙামাটি।
 - চাকমা- বিঝু • মারমা- সাংগৃহাই,
 - গৱো- ওয়ানগালা • রাখাইন-জলকেলি, সান্দ্রে
 - ত্রিপুরা-বৈসুক • সাঁওতাল- সোহরাই/বাহা।

অর্থনীতি

- > অর্থনীতির ইংরেজি প্রতি শব্দ- Economics যা গ্রীক শব্দ oikonomia থেকে এসেছে যার অর্থ- গৃহস্থালী ব্যবহারপনা।
- > প্রাচীন কালে অর্থনীতি বিষয়ে অগোছালো তথ্য পাওয়া যায়- চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এছে।
- > অর্থনীতির জনক - এ্যাডাম স্মিথ (১৭৭৬ সালে "Wealth of Nations" এছে প্রথম অর্থনীতির ধারনা দেন)
- > আধুনিক অর্থনীতির জনক বলা হয় - পল স্যামুয়েলসনকে (প্রথম মার্কিন হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)
- > অর্থনীতিকে "সম্পদের বিজ্ঞান" বলেছেন - এ্যাডাম স্মিথ
- > অর্থনীতিতে "দার্শ্য হাত" কথাটি ব্যবহার করেন - এ্যাডাম স্মিথ
- > অর্থনীতিকে "অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান" বলেছেন - এল বিস
- > "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের" ধারনার প্রবক্তা - অধ্যাপক নার্কিস
- > দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মূল কথা - A country is poor because it is poor.
- > অর্থনীতিতে সর্বথাম ব্যাটিক ও সামষিক (Micro & Macro) কথাটি ব্যবহার করেন - রাগনার ফ্রেশ
- > পরার্থপরতার অর্থনীতি, আজব ও জবর আজব অর্থনীতি এছের লেখক- অর্থনীতিবিদ আকবর আলি খান।
- > Untralquil Recollection: The Years of Fulfilment এছের লেখক- রেহমান সোবহান।
- > ১৯৯৮ সালে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের উপর গবেষণা করে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- অর্মান্ত সেন
- > মার্কেটেডি বা স্কুদ্র ঝণের প্রবক্তা- ড. মো. ইউনুস (বাংলাদেশ)
- > বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঝণ দেয় / সাহায্য দেয় - জাপান
- > বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঝণদাতা সংস্থা বা গোষ্ঠী- বিশ্বব্যাংক [অপশনে না থাকলে দিবো IDA]
- > IDA যা পরিচিত- "Soft loan window" নামে।
- > বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আর্জন করে- যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে
- > বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রঞ্জনী করে যে পণ্য - তৈরি পোশাক।
- > বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রঞ্জনী করে যে দেশে - যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় দেশ জার্মানি)।
- > বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে (FDI) শীর্ষদেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- > বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স লাভ করে - সৌদি আরব থেকে।
- > যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের GSP (Generalized System of Preferences) স্থাপিত করে- ২০১৩ সালের ২৭ জুন
- > যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে GSP সুবিধা দেয়- ১৯৭৬ সাল থেকে
- > বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয় যে খাতে - VAT (Value Added Tax বা মূল্য সংযোজন কর) থেকে।
- > মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালু হয়- ১৯৯১ সালের ১ জুলাই
- > বাংলাদেশে "মুক্ত বাজার অর্থনীতি" (Open Market policy) চালু হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে।
- > কর প্রধানত দুই ধরনের- ১. প্রত্যক্ষ কর ২. পরোক্ষ কর
- > প্রত্যক্ষ কর- আয়কর, ভূমিকর, কর্পোরেট কর, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
- > পরোক্ষ কর- ভ্যাট/মূল্য সংযোজন কর/বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, আবগারি শুক (Excise Duties), আমদানি শুক (Custom Duties), সম্প্রুক শুক।

- > বাংলাদেশ সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎস- সুদ, প্রশাসনিক ফি, টেল ও লেভি, ভাড়া ও ইজারা।
- > সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue- NBR) প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২
- > উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে-উঠে মুদ্রা আমলে (হিন্দুস্তান ব্যাংক)
- > পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাংক- ব্যাংক অব শঙ্গী (চীন)।
- > বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সকল ব্যাংকের অভিভাবক, মুদ্রা ইস্যুকারী ব্যাংক, নিকাশ ঘর, বৈদেশি মুদ্রার বিনিয়য় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- > বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানের পদবি- গভর্নর (যার মেয়াদ- ৪ বছর)
- > উপমহাদেশে মুদ্রা আইন পাশ হয়- ১৮৩০ সালে।
- > উপমহাদেশে কাগজীমুদ্রা প্রচলন হয়- ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং কর্তৃক
- > বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়- ১৯৭২ সালে ৪ মার্চ।
- > বাংলাদেশের মুদ্রার জনক- কে পি মুন্তফা

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিবিলম্ব প্রধান কার্যালয়ে 'কারেলি মিউজিয়াম' স্থাপিত হয়- ২০০৯ সালে।
চাকার মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে 'টাকা জাদুঘর' স্থাপিত হয়- ২০১৩ সালে।

- > বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রদান করে- বছরে দুইবার।
- > বর্তমান দেশে মোট নোট হচ্ছে- ১০টি, সরকারি- ৩টি (১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকার নোট) এবং ব্যাংক নোট- ৭টি (১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ (২০০৮ সালে বাজারে আসে) টাকার নোট)
- > বাংলাদেশ সর্বশেষ ২০০ টাকার নোট প্রবর্তন করেন- ১৭ মার্চ ২০২০ (বাজারে আসে- ১৮ মার্চ, ২০২০)
- > বাংলাদেশে টাকা ছাপানোর কারখানা সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অবস্থিত- শিমুলতলী, গাজীপুর (প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৮৮ সালে)।
- > বাংলাদেশের প্রথম নোট- ১ টাকা ও ১০০ টাকা (৪ মার্চ, ১৯৭২)
- > সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রথম ছাপানো হয়- ১০ টাকার নোট ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়- জার্মানি থেকে।
- > জাহীনতার পর প্রথম প্রকাশিত আরক ডাক টিকিটের মূল্য- ২০ পয়সা
- > 'পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগান- ধাতব ১ টাকা (১৯৭৫)
- > 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগান- ধাতব ২ টাকা (২০০৪)।
- > পলিমার ১০ টাকার নোট অস্ট্রেলিয়া ও ৫০০ টাকা মুদ্রিত- জার্মানি
- > বাংলাদেশ ব্যাংকে নোটের মূল্যের শতকরা রিজার্ভ- ৩০% স্বর্ণ/রৌপ্য
- > সরকারি নোট ইস্যু করে- অর্থ মন্ত্রণালয় (স্বাক্ষর থাকে- অর্থ সচিবের)
- > ব্যাংক নোট ইস্যু করে- বাংলাদেশ ব্যাংক (স্বাক্ষর থাকে- গভর্নরের)
- > অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে দণ্ডন রয়েছে- ৪টি (১. অর্থ বিভাগ, ২. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৩. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ৪. অর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ)
- > ১ অক্টোবর, ১৯৭৬ প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রাষ্ট্রায়ন্ত বিনিয়োগ ব্যাংক- ICB (Investment Corporation of Bangladesh)
- > বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপে ব্যবহৃত হয়- খাদ্যশক্তি গ্রহণ পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি।
- > চৰম দারিদ্র্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়- প্রতিদিন ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ।
- > দেশের মোট EPZ (ইপিজেড) আছে- ১০টি। (সরকারি ৮টি এবং বেসরকারি ২টি)।
- > সরকারি ৮টি ইপিজেড মনে রাখার টেকনিক- CD MC EUAK
 C = চট্টগ্রাম (১৯৮৩), D = ঢাকা (১৯৯৩ সাল) M = মংলা, বাগেরহাট, C = কুমিল্লা, E = ইন্দোরী, পাবনা, U = উত্তরা, মীলফামারি, A = আদমজী, নারায়ণগঞ্জ, K = কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম
 > বেসরকারি ইপিজেড ২টি - i. REPZ (রাঙুনিয়া এক্সপোর্ট প্রসেসিং জেন, ১৯৯৯) চট্টগ্রাম। ii. KEPZ (কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জেন, ১৯৯৯) চট্টগ্রাম।
 > প্রথম EPZ (ইপিজেড) চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৩ সালে।
 > সর্বশেষ EPZ (ইপিজেড) চট্টগ্রামে কর্ণফুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৬ সালে

- > দেশের একমাত্র কৃষি ভিত্তিক EPZ (ইপিজেড)-উত্তরা, নীলফুমারী।
- > EPZ কে নিয়ন্ত্রকারী সংস্থা - BEPZA (প্রতিষ্ঠা- ১৯৮০ সাল)
- > দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন- PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers)
- > বাংলাদেশ পরিসংখ্যা বুরো (BBS) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে
- > আদমশুমারি, কৃষিশুমারি, শিল্প কারখানা ও ছাপানশুমারি পরিচালনা- BBS
- > পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী এবং সহসভাপতি- পরিকল্পনামন্ত্রী
- > MRA- Microcredit Regulatory Authority

কার্যক্রম	প্রথম চালুকারী
মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট)	ডাচ বাংলা ব্যাংক' (২০১১ সাল)
বিকাশ (২০১২)	ব্র্যাক ব্যাংক
এজেন্ট ব্যাংকিং (২০১৪)	ব্যাংক এশিয়া
এটিএম কার্ড (১২ জুলাই, ১৯৯৪)	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
নগদ (২০১৯)	সরকারি ডাক বিভাগ
শিউর ক্যাশ স্কুল ব্যাংকিং (২০১০)	রূপালী ব্যাংক
ক্রেডিট কার্ড	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
এম ওয়ালেট	ইসলামী ব্যাংক
রেডি ক্যাশ কার্ড	জনতা ব্যাংক
পেপ্যাল	সোনালী ব্যাংক পিএলসি

- > রাষ্ট্রায়ন্ত বৃহস্পতি বাণিজ্যিক ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক পিএলসি।
- > সোনালী ব্যাংকের নতুন নাম- সোনালী ব্যাংক পিএলসি।
- > প্রথম বেসরকারি ব্যাংক- এবি ব্যাংক (আরব বাংলাদেশ ব্যাংক)
- > প্রথম ইসলামী শরীয়াতিক ব্যাংক- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ।
- > বাংলাদেশে প্রথম বিদেশি ব্যাংক- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।
- > ট্যারিফ কমিশন, টিসিবি যে মন্ত্রণালয়ের অধীন- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- > বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নির্ধারিত কিছু নিয়ত প্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ভোকাদের মাঝে নিয়ত প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে- TCB (Trading Corporation of Bangladesh)
- > ভোকা অধিকার নিয়ে কাজ করে- TCB
- > বাংলাদেশের দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- > জাতীয় ভোকা অধিকার সংরক্ষণ আইন ও অধিদণ্ড চালু- ২০০৯।
- > EPB-এর পূর্ণরূপ- Export Promotion Board.
- > CIP-এর পূর্ণরূপ- Commercially Important Person.
- > CBA- Collective Bargaining Agent (শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী) এটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- > বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন- FBCCI (The Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry)
- > ঢাকার ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরনো ও বড় সংগঠন- DCCI (Dhaka Chamber of Commerce and Industry)

শেয়ার বাজার (Stock Market)

- > বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে- ২টি
 ১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৪ সালে)
 ২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৫ সালে)
- > প্রাণবিত তৃতীয় শেয়ার বাজার- খুলনা স্টক এক্সচেঞ্জ (KSE)
- > পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা- SEC (১৯৯৩)
- > SEC এর পূর্ণরূপ- Securities and Exchange Commission
- > ১৯৯৩ সালে SEC নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী BSEC নামে আত্মপ্রকাশ করে- ২০১২ সালে
- > BSEC এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Securities and Exchange Commission

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

ভাতার নাম	কার্যক্রম	পরিমাণ
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৬	২০,০০০ টাকা
বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৮	৬০০ টাকা
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৮-৯৯	৫৫০টাকা
দারিদ্র্য মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা	কার্যক্রম শুরু- ২০০৭	৮০০ টাকা
আশ্রয়ণ প্রকল্প	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৭	
আশ্রয়ণ প্রকল্প-২	কার্যক্রম শুরু- ২০১০-২০২৩	

আমার বাড়ি আমার খামার/একটি বাড়ি একটি খামার

- > প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের প্রথম উদ্যোগ হচ্ছে- ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প।
- > প্রকল্পটি অনুমোদন করে- ECNEC
- > প্রকল্পের মেয়াদ- জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত
- > একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের নতুন নাম হয়- আমার বাড়ি আমার খামার (২৫ মার্চ, ২০১৯)
- > প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়- ৩০ জুন, ২০২১

শব্দ সংক্ষেপ

EVM	Electronic Voting Machine
ATM	Automated Teller Machine
OMR	Optical Mark Reader
SIM	Subscriber Identity Module
VAT	Value Added Tax
GDP	Gross Domestic Product
NDP	Net Domestic Product
GNP	Gross National Product
PRSP	Poverty Reduction Strategy Papers.
TIN	Tax payer Identification Number
BSTI	Bangladesh Standards & Testing Institution
TCP	The Transmission Control Protocol

অর্থনৈতি সংক্রান্ত শব্দ, তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া

- > “বেইল আউট” কথাটি জড়িত- অর্থনৈতির সাথে।
- > বিশ্ব গ্রাম (Global Village) ধারনা দেন- মার্শাল ম্যাকলুহান
- > সবুজ বিশ্বের জনক- মার্কিন বিজ্ঞানী নরম্যান বুরলগ।
- > উত্তরের জনক- স্টেভিন কালাকিন

তত্ত্ব	প্রক্রিয়া	তত্ত্ব	প্রক্রিয়া
সনেট	পেট্রোক	সামাজিক চয়ন	অর্মত্য সেন
জনসংখ্যা তত্ত্ব	ম্যালথাস	খাজনা তত্ত্ব	ডেভিড রিকার্ডে
শ্রম বিভাগ	এ্যাডাম স্মিথ	আধুনিক গণতন্ত্র	জন লক
অলিম্পিক	ব্যারন কুবার্টো	কাম্য জনসংখ্যা	ডালটন
ফ্যাসিজম	মুসোলিনী	আমলাত্ত্ব	ম্যাত্র ওয়েভার
উদ্বৃত্ত মূল্য	কাল মার্কস	ভোকার উদ্বৃত্ত	মার্শাল
মজুরি তহবিল	জে.এস.মিল	তুলনামূলক খরচ	ডেভিড রিকার্ডে
এক্সপ্রেশন	কার্ল মার্কস	স্বাতন্ত্র্যবাদ	জন মিল
লেইসে ফেয়ার	এ্যাডাম স্মিথ	মজুরি নির্ধারণ	ল্যাসলেকে
নীতি			
রক্ষণশীলতা	মার্গারেট থ্যাচার	সৎ প্রতিবেশী	আব্রাহাম লিংকন
নীতি		নীতি	

বাংলাদেশের সম্পদ

বনজ সম্পদ

- > বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট অবস্থিত- শোলশহর, চট্টগ্রাম।
- > যে কোন দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি থাকা প্রয়োজন- শতকরা ২৫ ভাগ (বাংলাদেশের আছে- ১৭.৫০ ভাগ)।
- > FAO এর তথ্য মতে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ - ১০ ভাগ।
- > বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই - ২৮টি জেলায়।
- > বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা - ১৯টি।
- > উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী বনাঞ্চল রয়েছে - ১০টি জেলায়।
- > প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বনভূমি রয়েছে - ৭টি জেলায়।
- > অধিক হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি হলো- চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল।
- > বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে যে বিভাগে - চট্টগ্রাম বিভাগে।
- > বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বনভূমি আছে যে বিভাগে - রাজশাহী বিভাগে।
- > একক জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি বনভূমির পরিমাণ রয়েছে - বাগেরহাট জেলায়।
- > গাজীপুরের ভাওয়াল গড়ের বিখ্যাত বনভূমি- শালবন।
- > পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ম্যানগ্রোভ বন আছে- ইন্দোনেশিয়া।
- > জলাভূমির বন (Swamp Forest) রাতারগুল অবস্থিত- গোয়াইনঘাট, সিলেট। এখানে একমাত্র বন্য গোলাপ পাওয়া যায়।
- > বন্যপ্রাণী অভ্যারণ্য- চট্টগ্রামের চুনতি ও ভোলার চর কুকরি মুকরি
- > সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা- সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, নিমুম্বুপি।
- > পরিবেশ সঞ্চাটপন্থ এলাকা- হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড়, সুন্দরবন, কর্বুবাজার সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া, জাফলং।
- > মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে - সেন্টমার্টিন ও তার আশেপাশের ১৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে।

জাতীয় বন সুন্দরবন

- > পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন/ গড়ান বনভূমি- সুন্দরবন।
- > পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল/প্রোত্তজ বন- সুন্দরবন।
- > যে বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানিদ্বারা প্রাপ্তি হয়- ম্যানগ্রোভ বন
- > বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়- সুন্দরবনকে।
- > সুন্দরবনের মোট আয়তন- ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।
- > বাংলাদেশ মালিক- ৬,০১৭ বর্গ কিমি. বা ২৪০০ বর্গমাইল
- > বাংলাদেশে অবস্থিত সুন্দরবনের- ৬২% (৩৮% ভারত)
- > ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ইউনেক্সে বিশ্ব ঐতিহ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করে- সুন্দরবনকে (৭৯৮তম)
- > সুন্দরবন রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯৯২ সালে (৫৬০তম)
- > সুন্দরবনে অবস্থিত ৩টি পয়েন্ট- হিরিন পয়েন্ট, জাফর পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট
- > সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হচ্ছে - রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- > সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছে- ৫টি জেলা (তবে প্রত্যক্ষ জেলা - ৩টি)
- > টেকনিক: বাঘ সাতারে খুব পটু।

বাঘ = বাগেরহাট, সাতারে = সাতক্ষীরা, খু = খুলনা,
ব = বরগুনা, পটু = পটুয়াখালী,

- > সুন্দরবনের বাঘ গণনা পদ্ধতিকে বলা হয়- ক্যামেরা ট্র্যাপিং (পূর্বে ছিল পাগমার্ক পদ্ধতি)।
- > সুন্দরবন দিবস- ১৪ই ফেব্রুয়ারি।
- > সুন্দরবনের সাথে জড়িত নদী- রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙা, শ্যালা, পশুর
- > সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ- সুন্দরী (৭০%)
- > দেশের মোট ব্যবহৃত কাঠের সুন্দরবন ঘোগান দেয়- ৬০%
- > বর্তমানে সুন্দরবনে হরিণ রয়েছে- ২ ধরনের (চিত্রা ও মায়া)
- > বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ রয়েছে- ১১৪টি

Note: ২০১৯ সালে ইউনেক্সে ৪৩তম অধিবেশনে আজারবাইজানের বাকুতে সুন্দরবনকে 'বুঁকিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে ঘোষণা করে।

মৎস্য সম্পদ

- > বাংলাদেশের জাতীয় মাছ- ইলিশ।
- > ইলিশ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম- *Tenualosa ilisha*
- > জাটকা ইলিশ/ ইলিশ ধরা নিষেধ- ২৫ সে.মি. (১০ ইঞ্চির) কম।
- > ঝই মাছের পোনা ধরা নিষেধ- ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চির) কম
- > ইলিশ ও নদীর মাছ গবেষণা ইনসিটিউট অবস্থিত - চাঁদপুর।
- > ২০২০ সালে বাংলাদেশে মোট ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে- ৮৬%
- > মৎস্য সম্পদে ইলিশের অবদান- ১২%
- > ইলিশের অভ্যাশম- ৬টি (সর্বশেষ- বরিশাল)
- > মিঠা পানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - ময়মনসিংহ।
- > সামুদ্রিক মাছ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- কর্বুবাজার।
- > বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ কে বলে - White Gold।
- > বাংলাদেশের ইমায়িত খাদ্য কে বলে- Thurst Sector।
- > "গলদা চিংড়ি" রপ্তানী হয় - আশির দশক থেকে
- > চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- বাগেরহাট

Note: ইলিশের জিলোম সিকুয়েলি বা জীবন রহস্য উন্মোচন করেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসিনা খান ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুল আলম।

প্রাণী সম্পদ

- > বাংলাদেশের প্রথম কুমির প্রজনন কেন্দ্র - ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- > বাংলাদেশের প্রথম ছাগল প্রজনন কেন্দ্র - সিলেটের টিলাগড়ে।
- > বাংলাদেশের প্রথম হরিণ প্রজনন কেন্দ্র - ডুলাহাজরা, কর্বুবাজার।
- > ব্ল্যাক কোয়াটার হলো- গবাদি পশুর রোগ।
- > বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃহত্তম গো-চারণ ক্ষেত্র অবস্থিত- সিরাজগঞ্জ।
- > বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথম যে প্রাণীর জিন আবিষ্কার করেন- মহিষ
- > বাংলাদেশে বিজ্ঞানীরা সর্বশেষ যে প্রাণীর জিন আবিষ্কার করেন- ছাগল।
- > দুঃখ খামার ও গো প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত- সাভার, ঢাকা।
- > সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যে জাতের ছাগল- Black Bengal
- > কুষ্টিয়ার কালো ছাগলের চামড়া বিশেষভাবে খ্যাত- কুষ্টিয়া হ্রেড নামে।
- > বাংলাদেশের চামড়া শিল্প নগরি অবস্থিত- সাভার, ঢাকা।

খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস

- > বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ - প্রাকৃতিক গ্যাস।
- > বর্তমান দেশে গ্যাসক্ষেত্র আছে - ২৯ টি (সর্বশেষ- ইলিশা-১, ভোলা)
- > বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার হয় - ১৯৫৫ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।
- > বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস উৎকেলন হয় - ১৯৫৭ সালে (সিলেটের হরিপুরে)
- > সামুদ্রিক গ্যাস ক্ষেত্র- ২টি (সাসু, চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া, কর্বুবাজার)।
- > পরিত্যক্ত গ্যাসক্ষেত্র- ২টি (সুনামগঞ্জের ছাতক, গাজীপুরের কামতা)।
- > অগ্নিকাণ্ড ঘটে ২টি গ্যাসক্ষেত্রে- মৌলভীবাজারের মাগুরছড়ায় ১৯৯৭, সুনামগঞ্জের টের্রাটিলায় ২০০৫ সালে।
- > প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- > গ্যাস উৎকেলনের জন্য মোট ব্লক রয়েছে - ৪৯টি (ছলভাগকে ২৩টি এবং উপকূলকে ২৬টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে)।
- > বাংলাদেশের প্রধান উপাদান- মিথেন।
- > বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র - তিতাস, ব্রাক্ষণবাড়িয়া।
- > ঢাকা শহরে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে।
- > সিলিভারে করে বিক্রি করা গ্যাসের নাম- বিউটেন গ্যাস।
- > সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত- খাগড়াছড়ি
- > দেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র- সাসু, চট্টগ্রাম (১৯৯৬ সাল)।
- > বাংলাদেশ LNG প্রথম টার্মিনাল ছাপিত হয়- মহেশখালী, কর্বুবাজার

- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে— বিবিয়ানা, হাবিগঞ্জ।
- সালদা নদী গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত— ব্রাক্ষণবাড়িয়া।
- PSC শক্তি সম্পর্কিত— গ্যাস অনুসন্ধান।
- রাঙামাটির কাণ্ডাই এ কর্ণফুলী নদীতে একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়— ১৯৬২ সালে (বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা— ২৩০ মেগাওয়াট)।
- বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত— সোনাগাঁজী, ফেনী।
- বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে— BERD

বাংলাদেশের খনিজ তেল

- প্রথম খনিজ তেল আবিক্ষার হয়— ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে
- প্রথম খনিজ তেল উৎপন্ন হয়— ১৯৮৭ সালে সিলেটের হরিপুরে।
- ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ছাপিত একমাত্র তেল শোধনাগার— ইস্টার্ন রিফাইনারি।

কয়লা

- দেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লার নাম— বিটুমিনাস কয়লা
- বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে—জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে
- “বড়পুরুরিয়া” কয়লা খনি আবিস্থিত হয়— ১৯৮৫ সালে
- বাংলাদেশের ১ম “কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র” অবস্থিত— বড়পুরুরিয়া, দিনাজপুর

অন্যান্য খনিজ সম্পদ

- বাংলাদেশের “তেজক্ষিয় খনিজ পদার্থ” পাওয়া গেছে— কক্সবাজার।
- “কালো সোনা” (Black Gold) পাওয়া যায়— কক্সবাজার।
- “চীনা মাটির” সঞ্চান পাওয়া গেছে— নেত্রকোণার বিজয়পুরে, শেরপুর জেলার ভূরঙ্গা, দিনাজপুরের মধ্য পাড়ায়।
- “গঞ্জক/সালফার” সঞ্চান পাওয়া গেছে— কক্সবাজারের কৃতুবদিয়ায়।
- “ইউরেনিয়াম” পাওয়া গেছে— মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে।
- প্রথম লোহার খনি আবিক্ষার হয়— দিনাজপুরের ইসবপুরে।
- BAPEX (Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company) সরকারি তেল গ্যাস নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান অবস্থিত— কাওরান বাজার।
- DPDC – Dhaka Power Distribution Company
- GSB – Geological Survey of Bangladesh. (ভূতান্ত্রিক জরিপ অধিদপ্তর)।
- BSTI – Bangladesh Standard & Testing Institute. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে ও ভেজাল বিরোধী অভিযান চালায়
- CNG এর পূর্ণরূপ— Compressed Natural Gas

কৃষি সম্পদ

- কৃষি উন্নয়নে গবেষণার ক্ষেত্রে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ প্রদান— ১৯৭৩
- বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল— ৮০ ভাগ
- জিডিপিতে ক্রমহাসমান খাতের নাম— কৃষি খাত।
- সরকার “জাতীয় কৃষি দিবস” হিসেবে ঘোষণা দেন— পহেলা অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর) কে।
- আশ্রিত থেকে ফালুন পর্যন্ত সময়কালকে বলে— রবি মৌসুম (শীতকালীন)।
- চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে বলে— খরিপ মৌসুম
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কৃষি শুমারী হয়— ৬ বার (১ম হয়— ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮, সর্বশেষ ২০১৯)।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষি শুমারি হয়— ১৯৭৭ সালে
- কৃষিতে ঝর্ণা সার আবিক্ষার করেন— ড. সৈয়দ আবদুল খালেক (১৯৮৭ সালে)
- বাংলাদেশে বীজ গবেষণা সরকারি প্রতিষ্ঠান— বিএভিসি (BADC)
- BADC- Bangladesh Agricultural Development Corporation.
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ‘DAE’— ফার্মগেটের খামারবাড়ি, ঢাকা।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ‘BARC’ অবস্থিত— ফার্মগেট, ঢাকা।

ধান

- বাংলাদেশের প্রধান ফসল— ধান
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় যে ধান- বোরো ধান।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান- বিনা ধান ৮, বিনা ধান ৯, বি আর ৪৭
- মঙ্গ এলাকার খরা সহিষ্ণু ধান- বি আর ৩৩।
- বন্য পরবর্তী এলাকার উপযোগী ধান- বি ধান ৪৬।
- খরা সহিষ্ণু ধান— নারিকা-১
- উচ্চমাত্রার জিকসমৃক্ত ধান— বি বঙবন্ধু-১০০।
- ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ধান— বি ধান-১০১।

পাট

- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল ও সোনালী আঁশ বলা হয়— পাটকে
- পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ— ১ মার্চ, ২০২৩
- বাংলাদেশে পাট বেশি উৎপাদন হয়— ফরিদপুর
- ২০১০ সালের জুন মাসে তোষা পাটের এবং ২০১৩ সালে দেশি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন— বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম।
- পাট, পেঁপে, রাবার ও ছাতাকের জীবন উন্মোচন করেন— ফরিদপুরের ড. মাকসুদুল আলম (গবেষক দলটির নাম ছিল— স্বপ্নযাত্রা)
- পাটের জুটন আবিক্ষার করেন— ড. মোহাম্মদ ছিদ্রিকুলাহ
- জুটন হলো— ৭০% পাটের সাথে ৩০% তুলা মিশিয়ে তৈরি হয়
- একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন— সাড়ে ৪ মণি।
- রিবন রেটিং হলো— পাট পাঁচালের পদ্ধতি। পাটের জন্য উপযোগী— দো-আঁশ
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল নারায়ণগঞ্জ আদমজী পাটকল বন্ধ হয়— ৩০ জুন ২০০২ সালে
- পাটের আশ থেকে পচলশীল পলিমার ব্যাগ তৈরি করেন— মোবারক আহমেদ খান
- পাট থেকে এন্টিবায়োটিক ও টেটিন আবিক্ষার করেন— মোবারক আহমেদ খান
- জাতীয় পাট দিবস— ৬ মার্চ
- বাংলাদেশে জিনোম গবেষণার প্রতিকৃৎ ও জিনতত্ত্ববিদ— ড. মাকসুদুল আলম
- Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) অবস্থিত— মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
- BTMC- Bangladesh Textile Mills Corporation.
- BJMC- Bangladesh Jute Mills Corporation.

চা

- বাংলাদেশের ২য় অর্থকারী ফসল— চা।
- চা চামের জন্য প্রয়োজন— উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু (১৬°-১৭° সে. তাপমাত্রা), ২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাতা, আবাদি এলাকায় ৮০% ছায়ার।
- বাংলাদেশের চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত— শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান হয়— সিলেটের মালনিহাড়ায় (১৮৫৭ সালে)
- বাংলাদেশের চা নিলাম কেন্দ্র— ৩টি; প্রথম টি— চট্টগ্রাম (১৯৪৯) দ্বিতীয় টি— শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এবং তৃতীয় টি— পঞ্চগড়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে— মৌলভীবাজার (৯২টি)।
- ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রথম “অর্গানিক” চা চাষ করা হয়— পঞ্চগড়ে।
- কাজী অ্যান্ড কাজী কোম্পানির প্রথম চাষকৃত অর্গানিক চায়ের নাম— মীনা চা
- বর্তমানে চা বাগান রয়েছে— ১৬৮টি (সর্বশেষ চা বাগান— খাগড়াছড়ি)
- সম্প্রতি চা চাষ শুরু হয়— ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি জেলায়।

কৃষির অন্যান্য ফসল

- “ইউরিয়া সার” তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়— মিথেন গ্যাস।
- “জুম” চাষ করা হয়— পাহাড়ি এলাকায় (চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার)।***
- “রাবার” চামের জন্য বিখ্যাত— কক্সবাজারের রামু।
- বলকা, দোয়েল, কাঞ্চন, আকবর, গৌরভ, প্রতিভা, বিজয়, সুকী— গম*
- রূপালী ও ডেলফোর্স হল— উন্নত জাতের তুলা।**
- বর্ণালী, উন্নত ও শুভ হল— উন্নত জাতের ভুট্টা।**
- তোষা, মেসতা হল— উন্নত জাতের পাট।**

ফসল	ফসলের জাত
বাঁধাকপি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, শীন এক্সপ্রেস, ড্রামহেড, এটলাস
টমেটো	বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, সিদুর, শ্বাবণী, ঝুমকা, মিন্টু
তরমুজ	পদ্মা, মধুবালা (হলদে জাতের তরমুজ)
পিয়াজ	তাহেরপুরী, ভাজি, বিটকা
মরিচ	মেজর, ঘয়না, চন্দ্রশুকী, চাতক
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, কুফরী, সুন্দরী, আইসা
কলা	অগ্নিশূর, কানাইবাঁশী, বৈটজবা, করবী, অমৃতসাগর
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, গোপালভোগ, ইলামতি
ধান	ময়না, বাংলামতি, ব্রিশাইল, প্রগতি, চিনিঙড়া, কালিজিরা, কাটারিভোগ, ইরাটম, নারিকা-১, হরিধান, বিপ্লব, সোনার বাংলা
বেঙ্গল	শুকতারা, তারাপুরী, নয়নতারা ও ইওরা*
মিষ্ঠি কুমড়া	হাজী ও দানেশ*
তামাক	সুমাত্রা, ম্যানিলা**
সরিষা	সফল, অঞ্চলী

- বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে- ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে
- প্রথম রাবার বাগান হয়- ১৯৬১ সালে করুবাজারের রামুতে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রেশেম গুটির চাষ হয়- চাঁপাইনবাবগঞ্জে
- ফুলের রাজধানী বলা হয়- যশোরের ধিকরগাছার গদখালীকে।
- পাহাড়ি এলাকায় আনারস চাষ করা হয়- টুরেসিং বা কন্টুর পদ্ধতিতে

গবেষণা কেন্দ্র	অবস্থান
ধান (BRRI) ও কৃষি (BARI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর
গম ও ভুট্টা	নশিপুর, দিনাজপুর
তুলা	যশোর
ডাল, ইক্ষু	ঈশ্বরদী, পাবনা
মসলা	শিবগঞ্জ, বগুড়া
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পাট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
চা	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
মৎস্য	ময়মনসিংহ
বন	সাতকানিয়া চট্টগ্রাম
ফল	বিনোদপুর, রাজশাহী

বাংলাদেশে আসেনিক দূষণ

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঠার (WHO) এর মতে ১ লিটার পানিতে যে মি.গ্রা. আসেনিক থাকলে তাকে আসেনিক দূষণ বলা হয় - ০.০১ মি.গ্রা.।
- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১ লিটার পানিতে আসেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা - ০.০৫ মি.গ্রা./ লিটার।
- বাংলাদেশে আসেনিক আক্রান্ত জেলা - ৬১টি।
- বাংলাদেশে আসেনিক মুক্ত জেলা - ৩টি (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান)
- ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম আসেনিক সন্তুষ্ট হয় - বড়ঘরিয়া ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত জেলা- গোপালগঞ্জ (পূর্বে ছিল- চাঁদপুর)
- বাংলাদেশে প্রথম আসেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যাট স্থাপন করা হয় - গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- পানি থেকে মাত্রাত্তিক আসেনিক দূর করার কাজে ব্যবহৃত সন্মুক্ত এর উজ্জ্বলক - আবুল হুসাম।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার - সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (২০০২)

ডাক যোগাযোগ

- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার - বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকারের ৮টি আরক্ষ প্রচারমূলক ডাকটিকিট চালু করা হয়। (১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা)।
- বাংলাদেশের প্রথম আরক্ষ ডাকটিকিট বিক্রির দায়িত্ব পায় - বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সি।
- স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারের ছবি সম্মিলিত ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। ***
- শহিদ মিনারের ছবি সম্মিলিত ডাকটিকিটের ডিজাইনার - বিপি চিতনিশ (ডাকটিকিটের মূল্যমান - ২০ পয়সা)***
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার - নিতুন কুন্ড।
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার - কে.জি. মোস্তফা।
- বাংলাদেশের প্রথম পোস্টমাস্টার - মওদুদ আহমেদ।
- বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর চালু হয়- চুয়াডাঙ্গা।
- ডাক বিভাগের নতুন সেবা "নগদ" চালু হয় - ২০১৮ সালে।**
- ডাক জাদুঘর অবস্থিত - জিপিও, গুলিঙ্গান, ঢাকা।
- ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ একাডেমী অবস্থিত - রাজশাহীতে।
- ডাক বিভাগের স্লোগান - সেবাই আদর্শ।**
- আগারগাঁও-এ অবস্থিত ডাক ভবনের ছৃপতি- কৌশিক বিশাস।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা- বিআরটিসি
- ২০১৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয়- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
- বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে
- BRTC - Bangladesh Road Transport Corporation
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেতু- পঞ্চা সেতু (দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি.)
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু- বঙ্গবন্ধু সেতু (দৈর্ঘ্য- ৪.৮ কি.মি.)
- কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত সেতু- শাহ আমানত সেতু (দৈর্ঘ্য- ১৫০ মি.)
- পঞ্চা নদীর উপর নির্মিত সেতু- লালন শাহ সেতু (দৈর্ঘ্য- ১.৮ কি.মি.)
- রূপসা নদীর উপর নির্মিত সেতু- খানজাহান আলী সেতু (দৈর্ঘ্য- ১৩৬০ মিটার)

রেলপথ

- ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশে প্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন- লর্ড ডালহৌসি
- ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত প্রথম ভারতের রেল লাইন নির্মিত হয়- হাওড়া থেকে হগলী (চুঁড়া) (দৈর্ঘ্য ৩৮ কি.মি.)
- ১৮৬২ সালে বাংলাদেশে প্রথম রেল লাইন ছাপিত হয়- দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া
- রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর ও পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর- ঢাকা
- রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর- রাজশাহী
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন- কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা অবস্থিত- সৈয়দপুর, মৌলিকামারী
- পঞ্চা নদীর উপর বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলসেতু- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (১.৮ কি.মি.)
- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হয়- ১৯০৯-১৯১৫ সালের মধ্যে
- যমুনা নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে দেশের বৃহত্তম রেল সেতু - বঙ্গবন্ধু রেল সেতু (দৈর্ঘ্য ৪.৮ কি.মি.)
- ব্রিটিশ সরকার তিন ধরনের গেজের (প্রেস্ট্রে) রেলপথ প্রবর্তন করেন- মিটার গেজ, ব্রড গেজ, ন্যারো গেজ
- বাংলাদেশের ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন সবচেয়ে বেশি রয়েছে- রাজশাহী বিভাগে

নৌ পরিবহন

- > বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্পোরেশন- BIWTC
- > Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC) সদর দপ্তর- ঢাকায়
- > নদীপথে ঢাকার সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই - রাজামাটি জেলার
- > বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনসিটিউট অবস্থিত- জলদিয়া, চট্টগ্রাম
- > বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর বহরে সংযোজিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী প্রথম জাহাজ- বাংলার দৃত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন

- > প্রতিষ্ঠা - ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- > প্রতীক - বলাকা (উদীয়মান সূর্যের মধ্যে উড়ত বলাকা)
- > প্রতীক বলাকা এর ডিজাইনার - শিল্পী কামরুল হাসান।
- > প্রোগান - আকাশে শান্তির নীড় (Your home in the sky)।
- > যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে - বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
- > প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট - ৭ মার্চ, ১৯৭২ (চট্টগ্রাম ও সিলেট)।
- > প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট - ৮ মার্চ, ১৯৭২ (ঢাকা - লন্ডন - ঢাকা)।
- > বিমান বাংলাদেশের এয়ার লাইসেন্সের সদরদপ্তর - বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম নিয়োগ/নির্বাচিত প্রসঙ্গ

প্রথম প্রেসিডেন্ট, প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
প্রথম সাংবিধানিক প্রেসিডেন্ট	আবু সাইদ চৌধুরী
প্রথম প্রধান বিচারপতি	এ.এস.এম. সায়েম
প্রথম নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইন্দ্রিস
প্রথম উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত	শরবিন্দু শেখের চাকমা
প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	এ.এন. হামিদুল্লাহ
প্রথম বাংলাদেশের এভারেস্ট বিজয়ী	মুসা ইব্রাহিম

বিবিধ প্রথম

প্রথম পাঠাগার	রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার
প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা	মাঞ্জরা
প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট
প্রথম মোবাইল ফোন কোম্পানি	সিটিসেল (১৯৯৩ সালে)
প্রথম টেলিভিশন চালু হয়	১৯৬৪ সালে
প্রথম রাষ্ট্রিয় টেলিভিশন চালু হয়	১৯৮০ সালে

প্রথম মহিলা প্রসঙ্গ

প্রথম বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী	পূর্ণিমা সেনগুপ্তা
প্রথম মহিলা মুসলিম অভিনেত্রী	বনানী চৌধুরী
প্রথম মহিলা শোর্ড অব অনার লাভ কারী	মারজিয়া ইসলাম
প্রথম মহিলা কূটনৈতিবিদ	তাহমিনা হক উলি
প্রথম মহিলা স্পৌত্রী	ড. শিরিন শারমীন
প্রথম মহিলা বিচারপতি	নাজমুন আরা সুলতানা
প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপক	ড. সুফিয়া আহমেদ
প্রথম বাংলাদেশী এভারেস্ট বিজয়ী নারী	নিশাত মজুমদার
প্রথম নারী মেজর**	গীতা গোপিনাথ
প্রথম নারী মেজর জেনারেল	সুসানে গীতি
প্রথম নারী ভাস্কর	নতেরা আহমেদ
প্রথম নারী BGMEA সভাপতি	রংবানা হক
প্রথম নারী শিক্ষামন্ত্রী	ড. দীপু মনি

বাংলাদেশের বৃহত্তম

বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
বৃহত্তম গ্রাম	বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)
বৃহত্তম যান্দুঘর	জাতীয় যান্দুঘর, ঢাকা
বৃহত্তম সিনেমা হল	মনিহার সিনেমা হল, যশোর
বৃহত্তম মসজিদ	বায়তুল মোকাররম মসজিদ
বৃহত্তম মন্দির	ঢাকেশ্বরী মন্দির
বৃহত্তম ঘট্টা	রামু থানার বৌদ্ধবিহার ঘট্টা (কক্রবাজার)
বৃহত্তম অফিস	বাংলাদেশ সচিবালয়
বৃহত্তম স্থানীয়	জাতীয় স্থানীয়, সাভার

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী	ড. কুদরত-এ-খুদা
শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি	শামসুর রাহমান
শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি	সুফিয়া কামাল
শ্রেষ্ঠ ছৃপ্তি	এফ.আর.খান (ফজলুর রহমান খান)
শ্রেষ্ঠ ফুটবলার	যাদুকর সামাদ
শ্রেষ্ঠ সাতার	ব্রজেন দাস
শ্রেষ্ঠ দাবাডু	নিয়াজ মোর্শেদ
শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাডু	রাণী হামিদ
শ্রেষ্ঠ যান্দুকর	জুয়েল আইচ
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ লেখক	সৈয়দ মুজতবী আলী
শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই মিট্রী	অলক রায়
শ্রেষ্ঠ তাঙ্কর	শামীম শিকদার
শ্রেষ্ঠ কাটুনিস্ট/ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী	রফিকুল্লবী (রনবী)
শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক	ওত্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

বাংলাদেশের জাদুঘর

- > বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর 'বরেন্দ্র জাদুঘর' অবস্থিত - রাজশাহী (১৯১০)
 - > জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা হয় - শাহবাগ, ঢাকা (১৯১৩ সালে)
 - > ঢাকা জাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘর নামকরণ করা হয়- ১৯৮৩ সালে।
 - > বিজ্ঞান জাদুঘর, বিমান জাদুঘর অবস্থিত - আগারগাঁও, ঢাকা।
 - > মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অবস্থিত - আগারগাঁও, ঢাকা (১৯৯৬ সালে)।
 - > বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘর অবস্থিত - সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৫ সালে।
 - > বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর- ধানমন্ডি, ৩২ নং সড়কের বাসা (১৯৯৪)।
 - > জয়নুল চারু ও কারু শিল্প জাদুঘর অবস্থিত - সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
 - > জাতি তাঙ্গি জাদুঘর অবস্থিত - চট্টগ্রাম।
 - > রেলওয়ে জাদুঘর অবস্থিত- চট্টগ্রাম ও (সৈয়দপুর) নীলফামারী।
 - > পানি জাদুঘর অবস্থিত - পটুয়াখালী।
 - > সামরিক জাদুঘর অবস্থিত - বিজয় সরণি, ঢাকা।
 - > ডাক জাদুঘর অবস্থিত - জিপিও, ঢাকা।
 - > বাংলাদেশের প্রথম প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর অবস্থিত - ময়নামতি, কুমিল্লা।
 - > "ক্লিকেট যান্দুঘর" অবস্থিত - ঢাকায় (২০০০ সালে)
 - > "টাকা যান্দুঘর" অবস্থিত - মিরপুর, ঢাকা (২০১৩)
 - > "মুদা জাদুঘর" অবস্থিত - মতিঝিল, ঢাকা (২০০৯)
 - > যাদুঘরে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধানকে বলা হয়- কিউরেটর
- Note: ১৯১৩ সালে লর্ড কারমাইকেল শাহাবাগের জাতীয় জাদুঘর ঢাকা জাদুঘর নামে প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেগুনবাগিচায় আপিত হয়, যা ২০১৭ সালে ঢাকা আগারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হয়।

বাংলাদেশের প্রত্নতা

- > বাংলার প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র- 'উয়ারী বটেশ্বর' অবস্থিত- নরসিংহদী
- > 'উয়ারী বটেশ্বরের প্রত্নাবশেষ যে সময়কার- ৫০০ খ্রি. পূর্ব অব্দে।
- > 'উয়ারী বটেশ্বর সভ্যতা- ২৫০০ বছরের আগের।
- > ছাপাকৃত রৌপ্য মুদ্রার প্রাণিশূল- উয়ারী বটেশ্বর।
- > ১৯৩০ সালে উয়ারী বটেশ্বর প্রথম নজরে আসে- মো. হানিফ পাঠানের
- > জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের উদ্যোগে খনন কাজ শুরু হয়- ২০০০ সালে

ছানের নাম	বিশেষ তথ্য
পাহাড়পুর	<ul style="list-style-type: none"> ✓ একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। ✓ পূর্বনাম- সোমপুর বিহার। নির্মাতা - ধর্মপাল ✓ নির্দশন- পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার। ✓ অবস্থিত- নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর তীরে ✓ সত্য পীরের ভিটা অবস্থিত। ✓ বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ের ১২৭ হিজরী (৭৮৮খ্রি.) রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে
ময়নামতি	<ul style="list-style-type: none"> ✓ দেশের ১ম প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর (১৯৫৫) ✓ পূর্বনাম- রোহিতগিরি, বৌদ্ধ সভ্যতার স্মৃতি নির্দশন ✓ বর্তমান শালবন বিহার নামে পরিচিত। ✓ নির্মাতা দেবপাল, পাল যুগের দেব বংশীয় নির্দশন ✓ অবস্থিত- কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ীতে। ✓ ছাপানা- শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, লালমাই পাহাড়, কুটিলামুড়া, ঝুপবানমুড়া
সোনারগাঁও	<p>অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ, পূর্ব নাম- সুবর্ণাঘাম।</p> <p>নামকরণ- ঈসাখার ত্রী সোনাবিবির নামানন্দসারে।</p> <p>দর্শনীয় ছান- পাঁচবিবির মাজার, পাঁচ পীরের মাজার, সোনাবিবির মাজার, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, পানাম নগর, জয়নুল চারু ও কারু শিল্প জাদুঘর/লোকশিল্প জাদুঘর, বাংলার তাজমহল।</p> <p>উনিশ শতকে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল- পানাম নগরী, সোনারগাঁও।</p>

- > বিক্রমপুরী বিহার পাওয়া গেছে- বজ্রযোগিণী গ্রাম, মুসিগঞ্জ।
- > বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পোড়ামাটির ফলক চিত্র রয়েছে- নওগাঁর পাহাড়পুরে
- > যে প্রত্নস্থান থেকে সবচেয়ে বেশি পাথরের ভার্কর্ষ পাওয়া যায়- পাহাড়পুর।
- > সম্প্রতি যে ছানে বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে- মুসিগঞ্জে।
- > ভারতের বিহারের অস্তিত্বকে চিহ্নিত হয়েছে তার নাম- বিক্রমশীল মহাবিহার
- > কান্তজীউ মন্দির বা কান্তজীর মন্দির অবস্থিত- কানারোল, দিনাজপুর।
- > কান্তজীউ মন্দির গাত্রের রিলিফ ভাস্কুলগুলো রচিত হয়েছে- পোড়ামাটির ফলকে
- > গুরুদুয়ারা শিখ মন্দির অবস্থিত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- > সুলতানি আমলের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ- ঘাটগমুজ মসজিদ।
- > টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত- রাজশাহীর বাগা মসজিদ।
- > মুঘল আমলের ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ- আওলাদ হোসেন লেনের জামে মসজিদ।
- > ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেন- মির্জা গোলাম পীর।
- > সপ্তদশ শতাব্দিতে নির্মিত ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা- ৭টি। কিন্তু যাট গম্বুজ মসজিদ- বাগেরহাট।
- > সুলতানি আমলে নির্মিত ঢাকা নারিন্দায় অবস্থিত- বিনত বিবির মসজিদ।
- > ১৬৭৬ সালে ঢাকার চকবাজার শাহী মসজিদ নির্মাণ করে- শায়েস্তা খাঁ।
- > দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত কর্মসূলের সমাধি- কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম।
- > ঢাকার হোসেনী দালানের নির্মাতা- মীর মুরাদ।
- > লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে সমাধি রয়েছে- পরি বিবি/ইরান দুখত।
- > ১৮৭২ সালে ঢাকার আহসান মজিল নির্মাণ করেন- নবাব আব্দুল গণি।
- > ১৯৩৪ সালে রাজা দয়ারাম রায় নির্মাণ করেন- উত্তরা গণভবন।

- > ১৯৭২ সালে এই রাজবাড়ির নাম 'উত্তরা গণভবন' করেন- বঙ্গবন্ধু।
- > রানী ভবানীর রাজবাড়ী অবস্থিত- নাটোর।
- > বালিয়াটি জমিদার বাড়ি অবস্থিত- সাঁটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
- > রাজশাহী অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন ইমারত- বড়কুঠি (এটি ওলন্দাজদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল) যা অস্টাদশ শতাব্দির প্রথমে নির্মিত হয় বলে ধারণা করা হয়।
- > লালবাগ কেল্লা অবস্থিত ঢাকায় কিন্তু লাল কেল্লা অবস্থিত- দিল্লী, ভারত।
- > সোনাকান্দা জলদূর্গ অবস্থিত- শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে, নারায়ণগঞ্জ।
- > ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন- মুঘল সুবেদার শাহ সুজা।
- > ঢাকার চকবাজারে 'ছোট কাটরা' নির্মাণ করেন- মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ

বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি

- > বাংলাদেশের সুর সুম্মাট বলা হয়- ওষ্ঠাদ আলাউদ্দিন খাঁকে।
- > বাংলাদেশের বাউল স্ম্রাট বলা হয়- লালন ফরিকরকে।
- > বাংলাদেশের মরমী কবি নামে পরিচিত- হাছন রাজা।
- > বাংলা টঙ্গা গানের জনক- নিধু বাবু বা রামনিধি শুষ্ট।
- > মাটির পুরুষ, ভাটির পুরুষ বলা হয়- শাহ আব্দুল করিম কে।
- > বাংলার পপ স্ম্রাট বলা হয়- আজম খানকে।
- > শাক্ত গীতাবলীর জনক- রাম প্রসাদ সেন।

গান	অঞ্চল
গঁথীরা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
ভাওয়াইয়া গান	রংপুর, রাজশাহী
চটকা	রংপুর
ভাটিয়ালি, ঘাটু গান	ময়মনসিংহ ও সিলেট
সারি গান	সিলেট, ময়মনসিংহ
মাইজভাভারি, সাম্পানের গান	চট্টগ্রাম

নৃত্য	অঞ্চল
গঁথীরা নৃত্য	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
বুমুর নৃত্য	রাজশাহী ও রংপুর
জারি নৃত্য	ঢাকা ও ময়মনসিংহ
মনিপুরী নৃত্য	সিলেট
বল নৃত্য, ধূপ নৃত্য	যশোর অঞ্চল

লালন ফরিক

- > জন্ম- ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে।
- > পরিচিতি- মানবতাবাদী মরমী কবি, বাউল স্ম্রাট, আধ্যাত্মিক ভাবধারার গানের রচয়িতা।

লালনের বিখ্যাত গান:

- সময় গেলে সাধন হবে না.....
- সহজ মানুষ ভজে দেখ নারে মন দিব্যজ্ঞানে
- খাঁচার ভিতর অচিন পাথী.....
- জাত গেল জাত গেল বলে.....
- সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন.....
- আমার ঘরের চাবি পরের হাতে কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব.....
- আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময় পাড়ে লয়ে যাও আমায়....
- সব লোকে কয় লালন কি জাত...
- কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো...
- আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর, এক পরশী বসত করে

দেওয়ান হাসন রাজা

- > জন্ম- ১৮৫৪ সালে, সুনামগঞ্জে। হাসনকে বলা হয়- মরমি কবি।

তাঁর বিখ্যাত গান:

- লোকে বলে, বলে রে, ঘর বাড়ী ভালা নাই আমার.....
- মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে.....
- নিশা লাগিল রে, বাঁকা দুঁলয়নে নিশা লাগিলো রে.....

শাহ আবদুল করিম

- > পরিচিতি- তিনি বাউল স্ম্যাট হিসেবে পরিচিত।
- > ভাটির পুরুষ, মাটির পুরুষ বলা হয়- শাহ আবদুল করিমকে।
- শাহ আবদুল করিমের বিখ্যাত গান:

 - গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে.....
 - আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম.....
 - বন্দে মায়া লাগাইচে, পিরিতি শিক্ষাইছে.....
 - কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি.....
 - > পরানের বাঞ্ছবরে বৃড়ি হইলাম... শিল্পী- শেখ ওয়াহিদুর রহমান
 - > এইয়ে দুনিয়া কিসের ও লাগিয়া... শিল্পী- আব্দুল আলীম।
 - > ও কি গাড়িয়াল ভাই... গানটি যে ধরনের- ভাওয়াইয়া।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দ্রীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নানসূচক 'ডি লিট' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে সরকারি উদ্যোগে 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা' ময়মনসিংহ শহরে স্থাপিত হয়। ১৯৭৫ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারকলা অনুষদে স্থাপিত হয়েছে 'জয়নুল আর্ট গ্যালারি'। ১৯৭৬ সালে পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে।

- > বাংলাদেশের জাতীয়, শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী - জয়নুল আবেদীন (উপাধি-শিল্পাচার্য) তাঁর চিত্রকর্ম গুলো (ম্যাডোনা- ৪৩, মনপুরা- ৭০, গাঁয়ের বধু, সংগ্রাম, মইটানা, নবান্ন, বিদ্রোহী গৰু, নৌকা, বীরমুক্তিযোদ্ধা, গরুর গাড়ি, দুমকার ছবি, প্রসাধন, পাইন্যার মা, দুর্ভিক্ষ, দুই মুখ, সাঁওতাল রমনী, মই দেয়া (জল রং) ইত্যাদি।
- > ১৯৮৩ সালে বালুর দুর্ভিক্ষের ছবি একে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন (ম্যাডোনা-৪৩)।
- > ১৯৭০ সালে মনপুরায় ঘূর্ণিঝড়ের উপরে অঙ্কিত চিত্রকর্ম- মনপুরা-৭০ (জয়নুল আবেদীন অঙ্কন করেন ১৯৭৪ সালে)
- > ঢাবির চারকলা ইনসিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা - জয়নুল আবেদীন।
- > জয়নুল সংগ্রহশালা অবস্থিত - পুরাতন ব্রহ্মপুরের তীরে, ময়মনসিংহ।
- > শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র ক্যানভাসের তেলরং অঙ্কিত চিত্রকর্ম - সংগ্রাম। ৬০ ফুট দীর্ঘ ছুল চিত্রকর্ম - নবান্ন।
- > মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ঢাকার পিজি হাসপাতালে শুয়ে শেষ চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন - দুই মুখ।
- > ঢাবির চারকলা ইনসিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা - জয়নুল আবেদীন।
- > জয়নুল সংগ্রহশালা অবস্থিত- পুরাতন ব্রহ্মপুরের তীরে, ময়মনসিংহ

কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮ খ্রি.)

- > কামরুল হাসান পটুয়া নামে খ্যাত। তিনি তরুণ বয়সেই ব্রতচারী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্রতচারী আন্দোলনে খাঁটি বাঙালি গড়ে তোলার জন্য 'মুকুলফৌজ' নামে শিশুকিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।
- > জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার- কামরুল হাসান।
- > তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম- তিন কন্যা, নাইওর, রায়বেঁশে নৃত্য, বাংলার রূপ, উকি দেয়া, জেলে, পঁচাচা, শিয়াল, বাংলাদেশ, গণহত্যার আগে ও পরে।
- > ১৯৮৮ সালে তিনি বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ব্যঙ্গ করে পোস্টারটির ক্ষেত্রে আঁকেন- দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খণ্ডে
- > স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে তার মুখের ক্ষেত্রে আঁকেন- "এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে" (এনিহিলেট দিজ ডেমনস)।

- > ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে গড়ে তোলেন- আর্ট ও ডিজাইন সেন্টার।
- > "তিন কন্যা" চলচ্চিত্রের পরিচালক - সত্যজিত রায় (১৯৬১ সাল)।
- > বাংলাদেশের পতাকা, প্রতীক, বিমানের প্রতীক বলাকা, সংসদের প্রতীক শাপলা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মনোন্মান অঙ্কন করেন- কামরুল হাসান।

এস এম সুলতান

- > জন্ম - নড়াইলে, ডাকনাম- লালমিয়া।
- > চিত্রকলার আবহান বাংলার মানুষের রূপকার- এস এম সুলতান।
- > বিখ্যাত চিত্রকর্ম- হত্যায়জ্ঞ, চরদখল, প্রথম বৃক্ষ রোপণ, মাটি কাটা, ধান মাড়াই, যাত্রী, পৃথিবীর মানচিত্র ইত্যাদি।
- > তাঁর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান- নদন কানন, শিশুর্গ, চারুপীঠ, অবস্থিত- নড়াইল
- > বিখ্যাত চিত্রকর্ম- হত্যায়জ্ঞ, চরদখল (বোর্ডের উপর তেলরং), জমি কর্ষণ, প্রথম বৃক্ষরোপণ (First Tree Plantation), মাটি কাটা, ধান মাড়াই, যাত্রী, পৃথিবীর মানচিত্র ইত্যাদি।
- > শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে প্রদান করেন - রেসিডেন্ট আর্টিস্টের সম্মান।
- > এসএম সুলতানকে নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র - আদম সুরত (পরিচালক- তারেক মাসুদ)

অন্যান্য চিত্র শিল্পী

শাহাবুদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন- প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে। চিত্রকলায় অসামান্য অবদানের জন্য ফরাসি সরকার তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেন- Knight in the order of Fine Arts and Humanities.
সফিউদ্দিন আহমেদ	জনক বলা হয়- বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রে। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো- জলের নিনাদ, মেলার পথে
মর্তুজা বশীর	চিত্রশিল্পী, লেখক ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তিনি পুত্র ছিলেন- ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামকে মনে রেখে এঁকেছেন- এপিটাফ সিরিজ।
মুস্তফা মনোয়ার	বিতীয় সাফ গেমসের প্রতীক 'মিশু' নির্মাণ এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পিছনে লাল রঙের সূর্যের প্রতিরূপ স্থাপনায় তাঁর স্বজনশীল প্রতিভার পরিচয় মেলে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত- একটি শিক্ষামূলক কার্টুন 'মীনা' এর স্রষ্টা।

বাংলাদেশের ছাপত্য কর্ম

ছাপত্যকর্ম	অবস্থান	স্থগতি
সাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুমু
বায়তুল মোকাররম	পুরানা পল্টন	আবুল হোসেন মোহাম্মদ থারিয়ানী
কমলাপুর রেল স্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা	বব বুই
শাপলা চতুর	মতিবিল	আজিজুল জিলিল পাশা
শাহ জালাল বিমান বন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা	লারোস
সার্ক ফুয়ারা	কাওরান বাজার	নিতুন কুমু
ঘাধীনতা স্কট, ঘাধীনতা যানুগ্রহ	সোহরাওয়ের্স উদ্যান	কাশেফ মাহবুব চৌধুরী, মেরিনা তাবাসসুম
বীর (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্বচেয়ে উচু ভাস্কর্য)	নিকুঞ্জ, ঢাকা	হাজারাজ কায়সার
চারকলা ও শহীদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মাজহারুল ইসলাম
বুদ্ধিজীবী সমাধি সৌধ		

- > "শিখা চিরন্তন" অবস্থিত- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
- > "শিখা অনিবার্য" অবস্থিত- ঢাকা সেনানিবাসে
- > "নভেথিয়েটার" এর স্থপতি- আলী ইমাম
- > রাজসোপান অবস্থিত- গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস
- > বিজয়গাঁথা অবস্থিত- রংপুর সেনানিবাসে অবস্থিত।
- > "বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ" ভাস্কর্য- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে
- > রাজারবাগ পুলিশ লাইন এর মুরাল টিক্কের শিল্পী- মৃণাল হক।
- > রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'দুর্জয়' ভাস্কর্যটির শিল্পী- মৃণাল হক।

স্থাপত্য শিল্পী

নডেরা আহমেদ	<p>পরিচিতি- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ভাস্কর এবং আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পীর পথিকৃৎ।</p> <p>তাঁর উত্থান- পথগুশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ঘাটের দশকের প্রারম্ভে</p> <p>তাঁর উল্লেখযোগ্য- চাইল্ড ফিলোসফার, ইকারুস, জেব্রা ক্রসিং, এক্সটার্মিনেটিং এঞ্জেল, যুগল ও পরিবার (অপর নাম- কাউ উইথ টু ফিগারস)</p>
শামীম শিকদার****	<p>পরিচিতি- বাংলাদেশের খ্যাতনামা মহিলা ভাস্কর</p> <p>জন্ম- ১৯৫২ চিংগাশপুর গ্রাম, মহাস্থানগড়, বগুড়া।</p> <p>তাঁর অমর ভাস্কর্য-</p> <ol style="list-style-type: none"> ‘ওপার্জিত স্বাধীনতা’ ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’ জগন্মাথ হলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্কর্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে জাতির জনকের ভাস্কর্য স্ট্রাগলিং ফোর্স একটি মধুর স্বপ্ন
নিতুন কুণ্ড	<p>পরিচিতি- বিখ্যাত ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং নকশাবিদ।</p> <p>তাঁর অমর কীর্তি- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য ‘সাবাস বাংলাদেশ’।</p> <p>তাঁর শিল্পকর্ম- ঢাকার কাওরানবাজারের ‘সার্ক ফোয়ারা’ এবং ‘ঢাকার হাইকোর্ট সংলগ্ন ‘কদম ফোয়ারা’।</p>
হামিদুজ্জামান খান	<p>ভাস্কর্যগুলো- বঙ্গভবনের ‘পাথি পরিবার’, ১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিকের ‘স্টেপস’ (সিডি) এবং জাহানীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মারক ভাস্কর্য ‘সংশ্লিষ্ট’*</p>
মৃণাল হক***	<p>উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য- রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'দুর্জয়', মতিঝিলে 'বক', পরিবাগে ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা'**, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে 'রত্নধীপ', ইক্ষ্টাটনে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে 'কোতোয়াল', ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে 'ইল্পাতের কান্না', ফুলবাড়িয়ায় 'প্রত্যাশা'।</p> <p>২০০৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী (৫০ বছর পূর্তি) উপলক্ষে নির্মিত হয়- 'গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার'।</p> <p>ঢাকা মহানগরীর ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে- কাজী নজরুল্লাহ ইসলাম এভিনিউ'র হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে নির্মাণ করা হয় 'রাজসিক বিহার'।</p>

আধুনিক গান ও দেশান্বেষক গান

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো....	গীতিকার- নয়ীম গহর সুরকার- আমজাদ রহমান শিল্পী- সাবিনা ইয়াসমিন
আমি বাংলার গান গাই.....	গীতিকার, সুরকার ও প্রথম শিল্পী- প্রতুল মুখোপাধ্যায় বর্তমান শিল্পী- মাহমুদুজ্জামান বাবু
আমার দেশের মাটির গন্দে ভরে আছে সারা মন.....	গীতিকার- মো. মনিরজ্জামান শিল্পী- শাহনাজ রহমতুল্লাহ
একবার যেতে দেনা আমার চোট সোনার গাঁয়ে.....	গীতিকার- গাজী মাজহারুল আনোয়ার শিল্পী- শাহনাজ রহমতুল্লাহ
ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা....	গীতিকার ও সুরকার- দিজেন্দ্রলাল রায়
সালাম সালাম হাজার সালাম.	গীতিকার- ফজল এ খোদা শিল্পী- আব্দুল জাবার
মানুষ মানুষের জন্য.....	গীতিকার ও শিল্পী- ভূপেন হাজারিকা
কফি হাউজের সেই আড়তাটা আজ আর নেই...	গীতিকার- গৌরি প্রসৱ মজুমদার শিল্পী- মানা দে (প্রকৃতনাথ- প্রবোধ চন্দ্র)
যদি রাত পোহালে শোনা যেতো, বঙ্গবন্ধু মরে নাই....	গীতিকার ও সুরকার - হাসান মতিউর রহমান।

চলচ্চিত্র

- > সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন - লুমিয়ার ব্রাদার্স (USA, ১৮৯৫ সালে)
 - > উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক - হীরালাল সেন।
 - > বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক - আব্দুল জব্বার খান।
 - > উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকর - কাজী নজরুল ইসলাম।
 - > বাংলাদেশের প্রের্ণ চলচ্চিত্রকর - জহির রায়হান।
 - > উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র - জামাই ষষ্ঠী।
 - > বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র - মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)
 - > বাংলাদেশের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র- সঙ্গম (জহির রায়হান)
 - > কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন - ধূপচায়া।
 - > কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রের অভিনয় করেন - ক্রুব।
 - > জহির রায়হানের চলচ্চিত্র - জীবন থেকে নেয়া, কাঁচের দেয়াল, আনোয়ারা, সোনার কাজল, বেহুলা, সঙ্গম, স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট
 - > তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র- মুক্তির গান, মুক্তির কথা, মাটির ময়না, কাগজের ফুল, রানওয়ে, অর্ত্যাত্রা, নর সুন্দর, আদম সুরত।
 - > সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্র- পথের পাঁচালি, অশনি সংকেত, হিরোক রাজার দেশে, অপুর সংসার, অপরাজিত, তিন কন্যা, গণশক্ত, চারলতা।
 - > ১৯৯২ সালে পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রের জন্য উপমহাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে অঙ্কার পুরস্কার লাভ করেন - সত্যজিৎ রায়।
 - > খত্তির ঘটকের চলচ্চিত্র- সুবর্ণ রেখা, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধাৰ।
 - > হ্যায়ুন আহমেদের বিখ্যাত চলচ্চিত্র - আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, আমার আছে জল এবং শেষ চলচ্চিত্র ঘোপুত্র কমলা।
 - > তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের লেখক- অদৈত মল্লবর্মন, কিষ্ট চলচ্চিত্রের পরিচালক- খত্তির ঘটক
 - > বাধা বাঙালি চলচ্চিত্রের পরিচালক- আনন্দ
 - > মাস্টার দ্য সূর্য সেনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কাহিনি নিয়ে নির্মিত 'চিটাং' এর পরিচালক- দেববৰত পাইন।
 - > ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কাহিনি নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'চিরা নদীর পাড়ে' এর পরিচালক- তানভীর মোকাম্বেল।
 - > লালন ফরিদের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত 'মনের মানুষ' এর পরিচালক- গৌতম ঘোষ।
 - > 'পদ্মা নদীর মাঝি' চলচ্চিত্রের পরিচালক- গৌতম ঘোষ।
- Note:** তারেক মাসুদ কাগজের ফুল চলচ্চিত্রের লোকেশন খুঁজতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন- মানিকগঞ্জে।

পত্র পত্রিকা

- উপমহাদেশের প্রথম সাংবাদপত্র হলো— বেঙ্গল গেজেট।
- উপমহাদেশের প্রথম সাময়িক/ মাসিক বাংলা পত্রিকার নাম— দিকদর্শন।
- উপমহাদেশের প্রথম সাংগ্রহিক বাংলা পত্রিকার নাম— সমাচার দর্শণ।
- উপমহাদেশের প্রথম দৈনিক বাংলা পত্রিকার নাম— সংবাদ প্রভাকর।
- বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের ১ম পত্রিকা— রংপুর বার্তা (১৮৪৭)।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা- ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
- বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বাইরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম— দেশবার্তা (ইংল্যান্ডের লন্ডন থেকে)।
- জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম— মানচিত্র।
- কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা হলো— ধূমকেতু, লাঙল, নববৃহৎ।
- কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- গ্রাম বার্তা।
- চলিত বা কথ্য রীতির প্রথম মুখ্যপত্র— সবুজ পত্র।
- বুদ্ধির মুক্তির আনন্দলনের সাথে জড়িত ‘শিখা পত্রিকার’ শ্লোগান ছিল— জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ত, মুক্তি যেখানে অসম্ভব।
- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্র— সমাচার দর্শণ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পত্রিকাটিতে অভিনন্দন বাণী পাঠান— ধূমকেতু।

পত্রিকা	প্রকাশকাল	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিকদর্শন, সমাচার দর্শণ	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
মিরাতুল আখবার	১৮২২	রাজা রামমোহন রায়
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র শুঙ্গ
তত্ত্ববেদিনী	১৮৪৩	অক্ষয় কুমার দত্ত
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
গ্রামবার্তা	১৮৬৩	কাস্তল হরিনাথ
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্গিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিহির	১৮৯২	শেখ আব্দুর রহিম
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
কল্পল	১৯২৩	দীনেশ্বরজ্জন দাস
শনিবারের চিঠি	১৯২৪	সজনীকান্ত দাস
দৈনিক আজাদ	১৯৩৬	মাওলানা আকরম খাঁ
বেগম	১৯৪৭	নূরজাহান বেগম
লোকায়ত	১৯৮২	এ কে ফজলুল হক

বিখ্যাত ব্যক্তিদের পৈতৃক নিবাস

নাম	পৈতৃক নিবাস	নাম	পৈতৃক নিবাস
অমর্ত্য সেন	মানিকগঞ্জ	অতীশ দীপংকর	মুসিগঞ্জ
ইয়ারালাল সেন	মানিকগঞ্জ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	মাদারীপুর
সত্যজিৎ রায়	কিশোরগঞ্জ	ব্রজেন দাস	মুসিগঞ্জ
সরোজিনী নাইডু	মুসিগঞ্জ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	খুলনা

বাংলাদেশে অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
হলুদ বিহার	নওগাঁ	আনন্দ বিহার, শালবন বিহার	কুমিল্লার ময়নামতি
সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বিহার	নওগাঁ	সীতাকোট বিহার	দিনাজপুর
জগন্নাথ বিহার	নওগাঁ	রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙামাটি
মহামুনি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে	ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাবানগড়
শাক্যমনি বিহার	মিরপুর, ঢাকা		

(বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

বাংলা একাডেমি

- ভাষা আন্দোলনের ফলে স্থাপ্ত প্রতিষ্ঠান-বাংলা একাডেমি।
- প্রতিষ্ঠা - ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল।
- মূল ভবনের পূর্বালম্ব - বর্ধমান হাউজ।
- ১ম পরিচালক - ড. মুহুম্মদ এনামুল হক।
- ১ম মহাপরিচালক - ড. মায়হারুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার চালু - ১৯৬০ সালে।
- বাংলা একাডেমিতে বই মেলা শুরু হয় - ১৯৭৮ সালে।
- বাংলা একাডেমি অবস্থিত ভার্ষ্য - মোদের গরব (স্প্রতি - অশিল পাল)
- আরো অবস্থিত- নজরুল মঞ্চ, রবীন্দ্র মঞ্চ, রোকেয়া মঞ্চ।
- বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার চালু করে- ২০১০ সালে

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত পত্রিকা

পত্রিকার নাম	ধরণ
উত্তরাধিকার	স্জনশীল মাসিক
ধান-শালিকের দেশ	ত্রেমাসিক কিশোর পত্রিকা
লেখা	বাংলা একাডেমির মাসিক মুখ্যপত্র

এশিয়াটিক সোসাইটি

- প্রতিষ্ঠা - ১৭৮৪ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা - উইলিয়াম জোস।
- এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা- ১৯৫২ সালে।
- বাংলা পিডিয়া প্রকাশক - এশিয়াটিক সোসাইটি (২০০৩ সাল)।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি : (BARD)

- পূর্ণরূপ - Bangladesh Academy for Rural Development
- প্রতিষ্ঠা - ১৯৫৯ সালে (একটি স্বায়ত্ত্বান্তরিত প্রতিষ্ঠান)।
- প্রতিষ্ঠাতা - আখতার হামিদ খান।
- অবস্থান - কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

ECNEC (একনেক)

- পূর্ণরূপ- Executive Committee of the National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি) - একনেক
- প্রতিষ্ঠা-১৯৮২, সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী
- বিকল্প সভাপতি- অর্থমন্ত্রী, নিয়মিত বৈঠক হয় - মঙ্গলবার
- বৈঠক হয়- আগারগাঁওয়ের পরিকল্পনা কমিশন ভবনে
- উন্নয়নশীল প্রকল্প অনুমোদিত হয়- একনেকে
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাস হয়- একনেকে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- প্রতিষ্ঠা- ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮। যাত্রা শুরু- ১ ডিসেম্বর, ২০০৮
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়- রাষ্ট্রপতি
- প্রথম চেয়ারম্যান- বিচারপতি আমিরুল কবীর চৌধুরী
- বর্তমান চেয়ারম্যান- কামালউদ্দীন আহমদ (পঞ্চম)

গ্রামীণ ব্যাংক

- কার্যক্রম শুরু - ১৯৭৬ (চট্টগ্রামের জোবরা গ্রাম থেকে)।
- পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে যাত্রা - ১৯৮৩ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা - ড. মুহাম্মদ ইউনুস (২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. মুহাম্মদ ইউনুস যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- ক্ষুদ্র ঋণ/ মাইক্রো ট্রেডিংটের প্রবক্তা-ড. মুহাম্মদ ইউনুস (বাংলাদেশ)।

ব্র্যাক (BRAC)

- পূর্ণরূপ - Bangladesh Rural Advancement Committee.
- প্রতিষ্ঠা - ১৯৭২ সালে (বিশ্বের সবচেয়ে বড় NGO ব্র্যাক)।
- প্রতিষ্ঠাতা- স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

Note: গুরুত্বপূর্ণ ৪ জন বাঙালি 'নাইট' উপাধি লাভ, তাঁরা হলেন (i) রবীন্দ্রনাথ (১৯১৫), (ii) জগদীশচন্দ্র বসু (১৯১৬) (iii) ফজলে হাসান আবেদ (২০১০), (iv) আখলাকুর রহমান (২০১৭)।

তথ্য কমিশন

- প্রতিষ্ঠা - ১ জুলাই, ২০০৯ সালে
- বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার - ড. আব্দুল মালেক।

BIRDEM (বারডেম)

- BIRDEM - Bangladesh Institute of Research Rehabilitation in Diabetes, endocrine and Metabolic Disorders. বারডেমকে বলা হয়- বহুমুখ সমিতি**
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৮০ সালে (শাহবাগ)
- প্রতিষ্ঠাতা- মোহাম্মদ ইব্রাহিম**

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

- বাংলাদেশ মসলা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - বগুড়ার মহাশূন্যগড়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনসিটিউট অবস্থিত - সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কেন্দ্র অবস্থিত - সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- জনসংখ্যা গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'নিপোর্ট' (NIPORT) অবস্থিত অজিমপুর, ঢাকা।
- ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো - এফবিসিসিআই (FBCCI)।
- গার্ভেটস প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো- BGMEA
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাশ হয়- একনেক (ECNEC) এ

অন্যান্য প্রসঙ্গ

- "বাংলাদেশ ক্ষয়ার" অবস্থিত - লাইবেরিয়ায়।
- বাংলাদেশ ভবন অবস্থিত- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
- "বাংলাদেশ সড়ক" অবস্থিত - আইভরিকোস্ট।
- "লিটল বাংলাদেশ" অবস্থিত - লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র।
- "মিনি বাংলাদেশ" অবস্থিত- সিঙ্গাপুর।
- 'বাংলা টাউন' অবস্থিত- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম বিদেশী প্রধানমন্ত্রী - ভারতের ইন্দিরা গান্ধী (১৭ মার্চ, ১৯৭২)।
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব প্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন- কৃত ওয়ার্ল্ড হেইম, ১৯৭৩ সাল (অস্ট্রিয়া)।
- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট- বিল ক্লিনটন।
- 'রূপসী বাংলাদেশ' বলা হয় যে এলাকাকে- সোনারগাঁওয়ের জাদুঘর এলাকাকে।
- বাংলাদেশের যে এলাকাকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলা হয় - সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে - ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (২৯ তম অধিবেশনে) ১৩৬ তম দেশ হিসেবে
- শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেয় - ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর (২৯ তম অধিবেশনে)
- বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংঘার সদস্য পদ লাভ করেন - কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২) ৩২তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন - হামায়ন রশিদ চৌধুরী - ১৯৮৬ সালে, ৪১ তম অধিবেশনে

- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয় - ২বার (১৯৭৯-৮০) (১৯৯৯-২০০০)।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করে- ২ বার (২০০০ সালের মার্চ মাস ও ২০০১ সালের জুন মাস)।
- বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানের UNIIMOG শান্তিরক্ষী ফিল্ডে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করে- ১৫ জন।
- ১৯৭৩ সালে ন্যায়ের সদস্য পদ লাভ করলে বঙ্গবন্ধু ৪ৰ্থ ন্যায় সংঘেলনে যোগদান করতে যান- আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে
- বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে অর্থনৈতিক জোটের সদস্যপদ লাভে আগ্রহী - ASEAN।
- যে আন্তর্জাতিক সংঘার সদরদণ্ডে অবস্থিত - BIMSTEC, CIRDAP, ICDDR'B, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক পাট গবেষণা কেন্দ্র
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই যে দেশের সাথে - তাইওয়ান।
- বিশ্বের যে রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও টেলিযোগাযোগ নেই - ইসরায়েল।
- বাংলাদেশ CTBT সনদে স্বাক্ষর করে - ১৯৯৬ সালে, কিন্তু সনদ কার্যকর করে- ২০০০ সালে (১২৯ তম দেশ হিসেবে)।

বিবিধ প্রসঙ্গ

- বাংলাদেশে সর্ব প্রথম শিশু আইন প্রণীত হয়- ১৯৭৪ সালে।
- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে- ১৯৯০।
- বাংলাদেশ সরকার 'শিশু অধিকার দশক' ঘোষণা করে- ২০০১-২০১০
- জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশুর বয়স- ০-১৮ বছর।
- ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি' অবস্থিত- পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা। একাডেমি প্রাঙ্গণে ভাস্ক্য- দুরত।
- সঞ্জানের পরিচয়ে মায়ের নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক- আগস্ট, ২০০০
- জন্ম নিবন্ধনে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম- ২৪ আগস্ট, ২০০৮
- মহিলা চাকুরিজীবীদের জন্য মাতৃকালীন ছুটি- ৬ মাস।
- মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে- দ্বাদশ বা সমমান প্রেণি পর্যন্ত
- যৌতুক নিরোধ আইন চালু হয়- ১৯৮০ (সর্বোচ্চ শাস্তি- ৫ বছর)
- বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্ধারণ দমন আইন চালু- ২০০০ সালে।
- গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদণ্ডের পরিচালিত কর্মসূচি- RSS
- প্রথম জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র- টঙ্গী, গাজীপুর (দ্বিতীয়টি- যশোর)
- একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত- কোনারাড়ি, গাজীপুর।
- বাংলাদেশ কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য- ৭ থেকে ১৬ বছর।
- খাবার স্যালাইনের উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান- ICDDR,B, মহাখালী, ঢাকা।
- 'বেবি জিংক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক প্রতিষ্ঠান- ICDDR,B
- ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির কূপরেখা প্রণীত হয়- বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ নামে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস- ২৮ মে। ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস- ২৮ ফেব্রুয়ারি
- ১৯৯৮ সাল থেকে স্বাস্থ্য পরিচার্যা কেন্দ্রের প্রতীক- স্বর্বের হাসি ক্লিনিক
- ইউএসএইড এর 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা'র প্রতীক- সূর্যের হাসি ক্লিনিক
- ১৯৯৮ বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল চালু- জীবন তরী।
- EPI এ বর্তমানে রোগের টিকা দেয়- ১০টি।
- যক্ষা রোগের টিকা- BCG। পোলিও রোগের টিকা- OPV
- WHO বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করে- ২৭ মার্চ, ২০১৪।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) সম্প্রচার শুরু হয়- ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪।
- বিটিভি'র রঙিন সম্প্রচার শুরু হয়- ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০।
- বিটিভি'র প্রধান কার্যালয় অবস্থিত- রামপুরা, ঢাকা (১৯৭৫ সালে ঢাকার ডিআইটি ভবন থেকে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়- রামপুরা)

- > বিটিভি'র বর্তমান লোগোর ডিজাইনার- ইমদাদ হোসেন।
- > বিটিভি'র প্রথম শিল্পী- ফেরদৌসি রহমান। গান- এইয়ে আকাশ নীল
- > বিটিভি'র প্রথম নাটক- একতলা দোতলা (রচনা- মুনির চৌধুরী)
- > বর্তমানে সরকারি টিভি চ্যানেল- ৪টি।
- > বাংলাদেশ বেতারের পূর্ব নাম- রেডিও বাংলাদেশ।
- > বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত প্রথম বাংলা নাটক- কাঠ ঠাকরা।
- > বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর অবস্থিত- আগরগাঁও, ঢাকা।
- > দেশের প্রথম FM (Frequency Modulation) Radio- রেডিও টুডে (চট্টগ্রাম) কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রচারণা করা হচ্ছে।
- > ভারতে বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার শুরু হয়- ১৪ জানুয়ারি, ২০২০।
- > বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তির নিউজ এজেন্সি- BD News
- > বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হয়- ১ জুলাই, ২০০৯ সালে।
- > ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'Bangladesh Film Development Corporation (BFDC)' অবস্থিত- তেজগাঁও, ঢাকা।
- > ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রেসক্লাব অবস্থিত- তোপখানা রোড, ঢাকা।
- > বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি অবস্থিত- গাজীপুর।
- > দেশের রাষ্ট্রীয়ত্ব প্রধান সংবাদ সংস্থা- BSS (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা)
- > পৌর সংস্কৃতি হলো- পৌর মাসের শেষদিন ও পিঠা পুলির উৎসব।
- > বাংলা সন প্রবর্তন করেন- মুফল সন্দুট আকবর প্রকল্পের ১৫৮৪ সালে (কিন্তু প্রচলন ধরা হয়- আকবরের সিংহাসন আরোহনের বছর ১৫৬৬ সাল)।
- > ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
- > রমনার বট্টমূলে ১লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজক- হায়ানট।
- > পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয়- ২০১৬ সালে।
- > বাংলা একাডেমি প্রকাশিত সংগীত কোষ গ্রন্থের রচয়িতা- করুণাময় গোঘামী।
- > ঢাকার বেইলী রোডের নামকরণ 'নাটক সরণি' করা হয়- ২০০৫ সালে।

বাংলাদেশের কতিপয় পুরস্কার প্রবর্তনের সাল

- > বাংলা একাডেমি পুরস্কার- ১৯৬০, বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক- ১৯৭৩
- > একুশে পদক পুরস্কার- ১৯৭৬, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার- ১৯৭৬
- > স্বাধীনতা পুরস্কার- ১৯৭৭, শিশু একাডেমি পুরস্কার- ১৯৮৯
- > জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার- ১৯৭৬, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার- ১৯৯৩

আইসিসি (ICC)

- > বিশ্ব ক্রিকেটের নির্বাহী সংস্থা - ICC (International Cricket Council)। প্রতিষ্ঠা- ১৯০৯ সালে।
- > সদর দপ্তর- দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত। ***
- > বর্তমান চেয়ারম্যান- এগ বার্কলে (নিউজিল্যান্ড)।
- > প্রধান নির্বাহী- জেওফ আলারদিস (অস্ট্রেলিয়া)।

পুরস্কার ও খেলাধুলা (Sports)

- > বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৬ সালে (সাভারের জিরানী)
- > বাংলাদেশের জাতীয় খেলা- হাডুড়ু/কাবাড়ি।
- > শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম অবস্থিত- বগুড়া।
- > মা ও মনি হলো- একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম (প্রথম আয়োজন করে- ১৯৯১ সালে)
- > গিনিস বুক অব রেকর্ডে নাম উঠেছে বাংলাদেশের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়- জোবায়রা লিনু (মোট- ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হন)
- > বাংলাদেশ প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে- ১৯৭৮ সালে
- > বাংলাদেশ প্রথম বিশ্ব অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৪ সালে (২৩তম অলিম্পিক, লস এ্যাঞ্জেল, যুক্তরাষ্ট্র)।
- > বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ- ১৯৮০ সালে।

ফুটবল (Football)

- > বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৬ সালে।
- > বাংলাদেশে ফুটবলের উন্নয়নে গঠিত সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা বাফুকে (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে (মতিবাল)
- > বাফুকে ফিফা'র সদস্য পদ লাভ করে- ১৯৭৬ সালে।
- > বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়- ১৯৯৬ সালে।

ক্রিকেট (Cricket)

- > বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- > ক্রিকেট পিসের দৈর্ঘ্য- ২২গজ/৬৬ ফুট
- > বাংলাদেশ শততম টেস্ট খেলে যে দলের বিপক্ষে - শ্রীলঙ্কা।
- > বাংলাদেশ আইসিসির সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৭ সালে।
- > বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে- ভারতের বিপক্ষে।
- > বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ জয় লাভ করে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
- > বাংলাদেশ শততম ওয়ানডে তে জয় লাভ করে ভারত হারিয়ে- ২০০৪ সালে।
- > ২০০৩ সালে টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম হ্যাট্রিক করে- অলক কাপালী।
- > ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ- নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে
- > বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ম্যাচ জয় লাভ করে- ১৯৯৮ সালে (কেনিয়ার বিপক্ষে)
- > দেশের সর্বশেষ অষ্টম টেস্ট ভেন্যু- সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, সিলেট।
- > ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ১৩তম অনূর্ধ্ব- ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- বাংলাদেশ।
- > ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান- ৩৪৯ রান।
- > টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান- ৬৩৮ রান।
- > টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান- ৪৩ রান।
- > বাংলাদেশে টেস্ট ক্রিকেটে ডাবল সেক্ষুরিয়ান- মুশফিকুর রহিম (১ম), তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান।
- > বিশ্বের প্রথম উইকেটেরক্ষক হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে তিনটি ডাবল সেক্ষুরি করেন- মুশফিকুর রহিম
- > বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সেক্ষুরিয়ান- ৩ জন, প্রথম- মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, দ্বিতীয়- সাকিব আল হাসান ও তৃতীয়- মুশফিকুর রহিম।
- > প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে UNDP এর শুভেচ্ছা দৃত হয়েছিলেন- মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- > প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনের শুভেচ্ছা দৃত হন- সাকিব আল হাসান
- > বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯০০০ (হাজার) রান পূর্ণ করেছেন- তামিম ইকবাল।

ওয়ানডে ক্রিকেটে স্ট্যাটোস লাভ করে

১৫ জুন, ১৯৯৭

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অভিযোগ করে (৭ম)

১৯৯৯

বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটোস লাভ করে

২৬ জুন, ২০০০

বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ক্রিকেটে জয় পায়

২০০৫ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে

মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটোস লাভ

২০১১

মহিলা ক্রিকেট দল এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন

২০১৮**

মহিলা ক্রিকেট দল টেস্ট স্ট্যাটোস লাভ করে

১ এপ্রিল, ২০২১

বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম অধিনায়ক	
জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক	শামীম কবির
জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক	জাকারিয়া পিন্টু
প্রথম ক্রিকেট টেস্ট দলের অধিনায়ক	নাইমুর রহমান দুর্জয়
প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের অধিনায়ক	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে অধিনায়ক	গাজী আশরাফ লিপুর

দাবা ও সাঁতার

- দাবা খেলার জন্য - ভারতে।
- দাবায় গ্রান্ডমাস্টার খেতাব পেয়েছেন - ৫ জন বাংলাদেশি।
- বাংলাদেশের প্রথম এবং দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাডু - নিয়াজ মোর্শেদ (১৯৮৭ সালে গ্রান্ড মাস্টার খেতাব পান)
- বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চম গ্রান্ডমাস্টার খেতাব পান- এনামুল হক রাজিব (২০০৮ সালে)
- বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাডু - রাণী হামিদ।
- বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু - ব্রজেন দাস।
- ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী একমাত্র সাঁতারু - ব্রজেন দাস[১৯৫৮]

সুশাসন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ [চাকরি প্রার্থীদের জন্য]

বিভিন্ন সংস্থার মতে সুশাসনের উপাদান				
UNDP	জাতিসংঘ	বিশ্বব্যাংক	UNHCR	AFDB
৯টি	৮টি	৬টি	৫টি	৫টি
বিভিন্ন সংস্থার মতে সুশাসনের ধারণাসমূহ				
বিশ্বব্যাংক	ADB	IMF	UNDP	IDA
১৯৮৯	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮

- ১৯৮৯ সালে সুশাসনের প্রথম ধারণা দেন- বিশ্বব্যাংক।
- বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে - ১৯৯২ সালে।
- জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো- সুশাসন।
- সুশাসন হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে।
- সুশাসন বলতে- রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়” বলেছেন- ম্যাককরনি
- মানবের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড হলো- মূল্যবোধ।
- সরকারি চাকুরীতে সততার মাপকাটি- নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- সরকারি চাকুরীতে সততার মাপকাটি- নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- ২০০২ সালে **Johannesburg Plan of Implementation** সুশাসনের সঙ্গে যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়- টেকসই উন্নয়ন
- বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের স্তর - ৪টি এবং উপাদান - ৬টি।
- সুশাসনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে- মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন।
- সমাজের শক্তিশালী প্রেরণ যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট ফ্রিপে থাকে না কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে- সুশীল সমাজ।
- Civil Society শব্দের পরিভাষা - সুশীল সমাজ।
- সুশীল সমাজের কাজ - সরকারকে দিকনির্দেশনা দেয়া।
- ১৯৮৬ সালে কার্যক্রম শুরু হওয়া (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) যে ধরনের সংস্থা - মানবাধিকার।
- সুশাসনের পথে অঙ্গরায়- স্বজনপ্রীতি।
- নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি যার অঙ্গরায়- সুশাসনের জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশযোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে (সেটার ফর পলিসি ডায়ালগ) প্রতিষ্ঠা করেন- অধ্যাপক শফিক রেহমান।
- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে- এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতে তারা পরম্পরের সাথে আবদ্ধ হন।

- Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন - ৪ ভাগে (থত:স্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনহীন স্বার্থগোষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী)।
- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকল্প সরকার বলা হয় - বিরোধী দলকে।
- বাংলাদেশের নবনৈতিকতার প্রবর্তক হলোন- আরজ আলী মাতবৰ
- IMF Good Governance এর এজেন্ডা গ্রহণ করে - ১৯৯৬ সালে
- IDA সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে- ১৯৯৮ সালে।
- ১৯৯৫ সালে ADB সুশাসনের উপর রিপোর্ট প্রকাশ করে- Governance: Sound Development Management নামে।
- বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে- শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন শীর্ষক রিপোর্টে।
- ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে- শাসন ও ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নয়ন।
- রাষ্ট্রের স্তর/ এস্টেট হলো- ৫টি (১. আইন বিভাগ, ২. শাসন বিভাগ, ৩. বিচার বিভাগ, ৪. গণমাধ্যম ও ৫. সুশীল সমাজ)
- রাষ্ট্রের ফোর্ম এস্টেট বা চতুর্থ স্তর - গণমাধ্যম।
- কৌটিল্য ও IDA -এর মতে সুশাসনের উপাদান- ৪টি।
- রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যিক।

সুশাসনের.....

- | | |
|---|---|
| ✓ লক্ষ্য- জনকল্যাণ ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন | ✓ মূল চাবিকাটি- জবাবদিহিতা |
| ✓ মানদণ্ড- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি | ✓ অঙ্গনবিহীন শক্তি- নৈতিকতা |
| ✓ অঙ্গরায়- দৰ্শনীতি ও স্বজনপ্রীতি | ✓ মূলভিত্তি- আইনের শাসন (যা সভ্য সমাজের মানদণ্ড) |
| ✓ চালিকা শক্তি- স্বচ্ছতা | ✓ সুশাসনের প্রাণ- গণতন্ত্র |
| ✓ সুশাসনের পথ সুগম করে- স্বচ্ছতা | ✓ সুশাসনকে গতিশীল করে- অংশযোগ মূলক প্রক্রিয়া |
| ✓ প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে- পেশাদারিত্ব | ✓ সরকার ও জনগণের 'Win Win Game' বলা হয়- সুশাসনকে |
| ➤ সরকার ও জনগণের 'Win Win Game' | ➤ উপযোগবাদ (Utilitarianism) তত্ত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা- ইংলিশ দার্শনিক জেরেমি বেছাম। কিন্তু Utilitarianism গ্রন্থের লেখক- জন স্টুয়ার্ট মিল। |
| ➤ জেরেমি বেছাম ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত তার 'An Introduction of the Principles of Morals and Legislation' এছে উপযোগবাদ তথ্যটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন। | ➤ জেরেমি বেছাম ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত তার 'An Introduction of the Principles of Morals and Legislation' এছে উপযোগবাদ তথ্যটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন। |
| ➤ 'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason' রচয়িতা- জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট | ➤ 'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason' রচয়িতা- জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট |
| ➤ ব্রিটিশ দার্শনিক বট্রান্ড রাসেল এর বিখ্যাত গ্রন্থ - A History of Western Philosophy, The elements of Ethics, Introduction to Mathematical Philosophy, Human Society in Ethics and Politics, Power: A New Social Analysis, Principia Mathematica, Dictionary of Mind, Marriage & Morals. | ➤ ব্রিটিশ দার্শনিক বট্রান্ড রাসেল এর বিখ্যাত গ্রন্থ - A History of Western Philosophy, The elements of Ethics, Introduction to Mathematical Philosophy, Human Society in Ethics and Politics, Power: A New Social Analysis, Principia Mathematica, Dictionary of Mind, Marriage & Morals. |

ই-গভর্নেন্স (E-Governance)

- E-Governance এর পূর্ণরূপ- Electronic Governance
- E-Governance হলো- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শাসন।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকেই বলে- ই-গভর্নেন্স।
- ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- সুশাসনের সহায়ক- ই-গভর্নেন্স।
- সরকারি তথ্য ও সেবা, ইন্টারনেট এবং WWW এর মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌছানোর মাধ্যমই ই-গভর্নেন্স' বলেছেন- জাতিসংঘ।
- ই-গভর্নেন্স এর সফল অঞ্চল- ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়া মহাদেশ।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার ২০০৭ সালে গ্রহণ করে- a2i (Access to Information)

মূল্যবোধ (Values)

- > যেগুণের মাধ্যমে মানুষ ভুল ও শুন্দ এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে তা হচ্ছে- মূল্যবোধ।
- > গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- পরমতসহিষ্ণুতা।
- > সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি- আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায় বিচার, সহনশীলতা, নীতি ও ঐতিহ্যবোধ।
- > মূল্যবোধ হলো- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড।
- > 'মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছের একটি মানদণ্ড' বলেছেন- Mr. William.
- > 'মূল্যবোধ হলো আবেগিক ও আদর্শগত এক্যেরবোধ' বলেছেন- ফ্রাঙ্কেল।
- > আমাদের চিরস্তন মূল্যবোধ- সত্য ও ন্যায়।
- > মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।
- > ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে- সামাজিক মূল্যবোধকে।
- > মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হচ্ছে- সংস্কৃতি।
- > মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়- নৈতিকতার মাধ্যমে।
- > মূল্যবোধ দৃঢ় হয়- শিক্ষার মাধ্যমে।
- > মূল্যবোধ শিক্ষা গুরু হয়- পরিবার থেকে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি হলো- পেশাগত মূল্যবোধ।
- > মূল্যবোধ পরীক্ষা করে- ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, নৈতিকতা ও অনৈতিকতা।
- > ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে- মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে।
- > যে মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত- ইতিবাচক মূল্যবোধ
- > মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- আপেক্ষিকতা, পরিবর্তনশীলতা, নৈতিক প্রাধান্য, যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন, সামাজিক মাপকাঠি, বিভিন্নতা।
- > প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে- পরিবারে।
- > জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে- সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ।
- > জাতিসংঘের দুর্মীতি বিরোধী কনভেনশনের নাম- UNCAC
- > বাংলাদেশে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়- ২০১২
- > বাংলাদেশে উন্নয়নের প্রধান অঙ্গরায়- দুর্মীতি।
- > দুর্মীতির মূল কারণ- মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়।

নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতা (Ethics & Morality)

- > 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' ধারণাটির প্রবক্তা- জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট।
- > 'সততার জন্য সদিচ্ছার' কথা বলেছেন- জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট।
- > 'কর্তব্যের নৈতিকতার ধারণা' প্রবর্তন করেন- ইমানুয়েল কান্ট।
- > বাংলাদেশে নৈতিকতার প্রবক্তা হলেন- আরজ আলী মাতোর।
- > আচরণের ন্যায় বা ভাল যে আলোচনা হয় সেটাই নীতিবিদ্যা বলেছেন- ম্যাকেঞ্জি ও লিলি।
- > নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান- সততা ও নিষ্ঠা।
- > 'নীতিবিদ্যা হচ্ছে আচরণে ন্যায় বা অন্যায়, ভাল বা মন্দ বা অন্যকোন একই ধরনের পক্ষা বিচার করে' বলেছেন- উইলিয়াম লিলি।
- > মানুষের যে ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়- গ্রাহিক ক্রিয়া।
- > নৈতিকভাবে বলা হয় মানব জীবনের- নৈতিক আদর্শ।
- > নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়- সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।
- > সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মভূদে নৈতিকতার শক্তির প্রধান উপাদান- সততা ও নিষ্ঠা।
- > সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' এর উত্তর হয়- যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে।
- > নৈতিক মানদণ্ড সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে- উপযোগবাদ।

- > আমরা যে সমাজে বাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভাল নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি এটি- নৈতিক অনুশাসন।
- > শূন্যবাদ শব্দটির প্রতি শব্দ 'Nihilism' যার অর্থ হলো- সবই মিথ্যা। এটি ল্যাটিন শব্দ Nihil থেকে এসেছে, যার অর্থ- কিছুই না।
- > সরকারি চাকুরিতে সততার মাপকাঠি- নির্মোহ নিরপেক্ষ ভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- > একজন যোগ্য নাগরিকের শুণবিশেষ হলো- মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সাম্য।

গ্রন্থ	লেখক
On Liberty	জন স্টুয়ার্ট মিল
Political Ideals	বার্ট্রান্ড রাসেল
Leviathan	টমাস হবস

- > **উপযোগবাদ (Utilitarianism)** তত্ত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা- যুক্তরাজ্যের দার্শনিক জেরেমি বেঙ্গাম।
- > জেরেমি বেঙ্গাম ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত- তাঁর 'An Introduction of the Principles of Morals and Legislation' গ্রন্থে উপযোগবাদ তথ্যটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন।
- > 'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason' রচয়িতা- জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট।
- > আধুনিক দর্শনের জনক- ডেকার্ট কিন্তু মুসলিম দর্শনের জনক- আল কিন্দি।

মৌলিক বিষয়াবলি (শুধু ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য)

অর্থনীতি (Economics)

- > জে এফ র্যাগান বলেছেন- যে উপকরণ (ভূমি, শ্রম এবং মূলধন) ব্যবহার করে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হয় তাই সম্পদ
- > অর্থনীতিকে অভাবের তুলনায় সম্পদের বন্ধনাতকে বলে- দুর্প্রাপ্যতা।
- > **দ্রব্য (Goods)** দুই প্রকার- ১. অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods) ২. মুক্ত দ্রব্য (Free Goods)
- > অন্য সম্পদ হতে যে অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তাকেই বলে- অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods)।
- > যে সকল দ্রব্যের যোগান দাম নেই তাকে বলে- মুক্ত দ্রব্য (Zero Price)।
- > মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় ৩টি বিষয়ে- ১. কী এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে? ২. কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে? ৩. কার জন্য উৎপাদন করা হবে?
- > **উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)** হলো- একটি রেখা, যার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।
- > উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বৈশিষ্ট্য- বেকারত্ব ও পূর্ণনিয়োগ নির্ধারণ, সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে দক্ষ ব্যবহার নির্বাচন, অর্থনৈতিক সম্মতি এবং মন্দ নির্ধারণ, সুযোগ ব্যয় নির্ধারণ
- > একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো- সুযোগ ব্যয়।
- > সুযোগ ব্যয় ৩ ধরনের- ১. ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় ২. ক্রমহাসমান সুযোগ ব্যয় ৩. ছির সুযোগ ব্যয়।
- > বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে মানবজাতি যেসব কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে তাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়- ক. উৎপাদন (Production) খ. বিনিয়য় (Exchange) গ. বন্টন (Distribution) ঘ. ভোগ (Consumption)
- > অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৪ ধরনের- ক. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি খ. নির্দেশমূলক/সমাজতন্ত্র অর্থনীতি গ. মিশ্র অর্থনীতি ঘ. ইসলামী অর্থনীতি।

- ❖ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সূচনা হয়- ইউরোপে।
- ❖ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য- পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব, বৃহদায়তন উৎপাদন, ব্যবস্থা, সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা, ভোকার সার্বভৌমত্ব, অবাধ প্রতিযোগিতা, মুনাফা অর্জন।
- ❖ যে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতিকেই বলে- দাম প্রক্রিয়া।
- ❖ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য- শ্রেণি-শোষণ অনুপস্থিত, উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা নেই, ঘোথ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান, চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রণ।
- ❖ ব্যক্তিক শব্দটির ইংরেজি- 'Micro'
- ❖ Micro শব্দটি- ছোট শব্দ Mikros থেকে এসেছে যার অর্থ অতি ক্ষুদ্র।
- ❖ অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে বলে- ব্যক্তিক অর্থনীতি
- ❖ ব্যক্তিগত চাহিদা, যোগান, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মুনাফা, প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত- ব্যক্তিক অর্থনীতির।
- ❖ ব্যক্তিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব- উৎপাদন মূল্য নির্ধারণ, বন্টন তত্ত্ব, কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক তত্ত্ব
- ❖ সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি- Macro ছোট শব্দ Makros থেকে এসেছে
- ❖ Macro শব্দের অর্থ- বড় বা সামগ্রিক।
- ❖ অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে বলে- সামষ্টিক অর্থনীতি।
- ❖ অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ- সম্পদের সীমাবদ্ধতা।
- ❖ যে অর্থ ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত- মিশ্র
- ❖ বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় যা দ্বারা- দাম।
- ❖ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ফার্মের মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্য- মুনাফা সর্বোচ্চকরণ।
- ❖ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থিত বিন্দু/ যে কোন বিন্দু নির্দেশ করে- পূর্ণ নিয়োগ।
- ❖ সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য অভাবের অঙ্গাধিকার বাছাইয়ের প্রক্রিয়া হলো- নির্বাচন
- ❖ The General Theory of Employment Interest and Money- বইটির লেখক- জে. এম. কেইস।
- ❖ অর্থনীতির যমজ সমস্যাদ্য হলো- দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন।
- ❖ অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম 'দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান' বলেছেন- এল. রবিস
- ❖ অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার ঐ বিশেষ গুণকে বোঝায় যা মানুষের বিশেষ অভাব মেটানো সম্ভব।
- ❖ কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য ভোগে প্রাপ্ত তৃণির স্তরের ভিত্তিতে সংখ্যাগত উপযোগ ৩ ধরনের- ক. প্রাথমিক উপযোগ (Initial Utility) খ. প্রাণিক উপযোগ (Marginal Utility) গ. মোট উপযোগ (Total Utility)
- ❖ কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণে অতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাই- প্রাণিক উপযোগ।
- ❖ কোন নির্দিষ্ট সময়ে, একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।
- ❖ উপযোগ পরিমাপের একক- ইউটিলি।
- ❖ অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তি যখন একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে, তখন ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলে ও প্রাণিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- ❖ ভোকার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে- মোট উপযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রাণিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- ❖ অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে- কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্রয় ক্ষমতা এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।

- ❖ চাহিদার বৈশিষ্ট্য- একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে চাহিদা পরিমাণ করা হয়, চাহিদা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য বিবেচ্য, একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ব্যক্তির চাহিদা পরিবর্তিত অবস্থায় বা বাজার ধারণায় পরিবর্তিত হতে পারে।
- ❖ চাহিদা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে- ১. দাম চাহিদা ২. আয় চাহিদা ৩. আড়াআড়ি চাহিদা ৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাহিদা ৫. যুক্ত চাহিদা ৬. বিকল্প চাহিদা
- ❖ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে স্বাভাবিক সময়ে- কোনো দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।
- ❖ দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ককে বলে- চাহিদা বিধি
- ❖ চাহিদা বিধি কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল- ১. ভোকার আয় স্থির ২. ভোকার রুচি অভ্যাস অপরিবর্তিত ৩. ভোকার যুক্তিশীল ৪. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির ৫. সময় স্থির ৬. বাজারে ক্রেতার সংখ্যা স্থির।
- ❖ চাহিদা রেখা বাম দিকে স্থানান্তরিত হয় - চাহিদা হ্রাসের কারণে।
- ❖ ক্রমহাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধির প্রবঙ্গ- অধ্যাপক মার্শাল।
- ❖ দুই বা ততোধিক চলকের নির্ভরশীলতার সম্পর্কে বলে- অপেক্ষক
- ❖ দুটি দ্রব্য পরস্পর বিকল্প হলে দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা হবে- বাম থেকে ডানে উৎরঞ্জামী
- ❖ পর্যায়গত উপযোগ ধারণা দেন- জে আর হিফস।
- ❖ অর্থনীতিতে চাহিদা হলো দ্রব্য ও সেবার জন্য ভোকার- আকাঙ্ক্ষা প্ররণের সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।
- ❖ নিয়ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা যে ধরনের- অস্থিতিস্থাপক।
- ❖ প্রাণিক উপযোগ ঝণাঝক হলে মোট উপযোগ- হ্রাস পাবে।
- ❖ বাজার ভারসাম্য নির্ধারণের শর্ত- চাহিদার পরিমাণ= যোগানের পরিমাণ।
- ❖ উৎপাদনের উপকরণ- ৪টি যথা: ভূমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital) এবং সংগঠন (Organization)
- ❖ ব্যয় যেটির উপর নির্ভরশীল- উৎপাদন।
- ❖ প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বলে- উৎপাদন।
- ❖ পরিবর্তনশীল ব্যয়- শ্রমের মজুরি। মাত্রাগত উৎপাদন- ৩ প্রকার।
- ❖ স্বল্পকালে উৎপাদন বক্ষ থাকলেও ফার্মকে বা উৎপাদনকারীকে যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে বলে- স্থির ব্যয়।
- ❖ অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায়- কোনো দ্রব্যকে, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয় ক্রিয় হয়।
- ❖ আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে বাজার ৩ ধরনের- ক. স্থানীয় বাজার খ. জাতীয় বাজার গ. আন্তর্জাতিক বাজার।
- ❖ সময়ের ভিত্তিতে বাজার ৪ ধরনের- ক. অতি স্বল্পকালীন খ. স্বল্পকালীন গ. দীর্ঘকালীন ঘ. অতি দীর্ঘকালীন বাজার।
- ❖ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ২ ধরনের- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- ❖ অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজার কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন- একচেটিয়া, অলিগোপলি বাজার, ডুয়োপলি বাজার, মনোপসনি বাজার, ডুয়োপসনি বাজার, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
- ❖ একচেটিয়া বাজারে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে- একজন।
- ❖ ডুয়োপলি বাজারে বিক্রেতা থাকে- মাত্র দুজন কিন্তু ক্রেতা থাকে অসংখ্য।
- ❖ অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতা থাকে- দুজনের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয়।
- ❖ মনোপসনি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা- অসংখ্য কিন্তু ক্রেতা মাত্র একজন।
- ❖ ডুয়োপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা- মাত্র দুজন কিন্তু বিক্রেতা অসংখ্য।

সমাজবিজ্ঞান

- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়- ১৯৮৩ সালে।
- সমাজবিজ্ঞানের জনক- আগস্ট কোঁও।
- সমাজবিজ্ঞানকে বলা হয়- বস্ত্রনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
- Logos শব্দটি এসেছে যে ভাষা থেকে- ইতিহাস।
- Sociology শব্দটির অর্থকা- আগস্ট কোঁও (ফ্রান্স)
- 'সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান' বলেছেন- এমিল ডুর্দেইম।
- Sociology is the Science of Institutions উক্তিটি- ডুর্দেইম।
- সমাজবিজ্ঞানের আদি বা প্রাচীন জনক মনে করা হয়- ইবনে খালদুন কে।
- প্রাথ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন জন্মহ্যণ করেন- তিউনিশিয়ায় (তাঁর অস্ত- কিতাবুল ইবার, আল মুকাদ্দিমা)
- ইতিহাসকে যিনি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন- ইবনে খালদুন (জন্ম- তিউনিশিয়া, অস্ত- আল মুকাদ্দিমা)
- Theory of Surplus Value-এর প্রকান্ত- কাল মার্কস।
- The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism- এছের লেখক- জার্মানির ম্যাক্স ওয়েভার।
- Suicide ঘট্টির লেখক- এমিল ডুর্দেইম।
- আমলাত্ত্বের জনক বলা হয়- ম্যাক্স ওয়েবার।
- হেনরি মরগানের মতে, সমাজ বিবর্তনের স্তর- ৫টি
- 'আমরা যা তাই হলো সংস্কৃতি' উক্তিটি করেন- ম্যাকাইভার।
- সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা- পরিবারের।
- সমাজের চালিকা শক্তি হলো- আদর্শ, মূল্যবোধ।
- সংস্কৃতি হলো- মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রগালি।
- কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা- সামন্তবাদের উভব ঘটে।
- সমাজের স্থুদ্রতম একক সামাজিক সংগঠন হলো- পরিবার।
- বিবাহভোর বসবাসের ছান অনুযায়ী পরিবার- চার প্রকার।
- Marriage and the Family এছের লেখক- নিমকফ।
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপ- ৪টি।
- দাস প্রথা সামাজিক স্তর বিন্যাসের- প্রথম স্তর।
- সামাজিক স্তর বিন্যাসের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের প্রকান্ত- কাল মার্কস।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্ম পর্যায়- উৎপাদন।
- পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি- ব্যক্তি মালিকানা।
- কৃষিকাজের শুভ সূচনা করেছে- নারীরা।
- রাষ্ট্র বিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ- ৪টি।
- ধর্ম হলো আত্মিক জীবের বিশ্বাস- টেইলর।
- অদ্য বেশী অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়- আয়কর ফাঁকি।
- সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বটি কার- হার্বার্ট স্পেঙ্গার।
- বর্তমান চীনা মঙ্গোলয়েডগণ উত্তরপুরুষ বলে বিবেচিত- পিকিং মানবের।
- কৃষি ও চাকার আবিক্ষার হয়- নব্য প্রস্তর যুগে।
- আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি- লোহা।
- উপমহাদেশে প্রাচীনতম সভ্যতা- সিন্ধুসভ্যতা (কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক)।
- মানুষের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, জীবন ও আদর্শের পরিবর্তনকে বলে- সামাজিক পরিবর্তন।

পৌরনীতি

- ❖ ইংরেজি Civics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ- পৌরনীতি।
- ❖ Civics শব্দটি এসেছে- ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে।
- ❖ সিভিস এবং সিভিটাস শব্দের অর্থ যথাক্রমে- নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।
- ❖ সংস্কৃত ভাষায় নগরকে 'পুর বা পুরী' এবং নগরের অধিবাসীদেরকে বলা হয়- পুরবাসী।
- ❖ নাগরিক জীবনের অপর নাম- পৌর জীবন।

- ❖ নাগরিক সম্পর্কিত বিদ্যার নাম- পৌরনীতি।
- ❖ পৌরনীতিকে বলা হয়- 'নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান'।
- ❖ 'সমাজবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন চিন্তা করা সম্ভব নয়' বলেছেন- ক্যাটলিন।
- ❖ 'Education for Citizenship' বলে আখ্যায়িত করা হয়- পৌরনীতিকে।
- ❖ পৌরনীতি ও সুশাসন যে ধরনের বিজ্ঞান- সামাজিক বিজ্ঞান।
- ❖ পৌরনীতি ও সুশাসনের অহ্যাত্মার কেন্দ্র বিদ্যুতে থাকে- নাগরিক।
- ❖ 'প্রতিটি নাগরিক বিশ্ব সমাজের সদস্য'- এর দ্বারা নাগরিকত্বের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে- আন্তর্জাতিক রূপ।
- ❖ পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল উদ্দেশ্য- মানব কল্যাণ।
- ❖ সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য হল- গণতন্ত্র, অংশহৃষণমূলক প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব মূল্যবোধ, ব্রহ্মতা, দায়িত্বশীলতা, আইনের শাসন, সততা, বিকেন্দ্রীকরণ, মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন।
- ❖ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য- সামাজিক দায়িত্ব পালন, রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন, আইন মান্য করা, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বে নির্বাচন, নিয়মিত কর প্রদান, রাষ্ট্রের সেবা করা, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশহৃষণ, সংবিধান মেনে চলা।
- ❖ অনিয়ন্ত্রিত আমলাত্ত্ব গণত্ত্বের জন্য হৃষক স্বরূপ (An Uncontrolled bureaucracy is a threat to Democracy) উক্তি করেছেন- রিচার্ড ক্রসম্যান।
- ❖ সুশীল সমাজ হচ্ছে- রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি।
- ❖ সভ্য সমাজের মানদণ্ড- সুশাসন।
- ❖ উৎপত্তিগত অর্থে Governance শব্দটি এসেছে- ল্যাটিন শব্দ থেকে।
- ❖ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অপরিহার্য শর্ত- সুশাসন।
- ❖ ব্রহ্মতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Transparency
- ❖ 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে ব্রাহ্মিনতা থাকতে পারে না' বলেছেন- জন লক।
- ❖ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড হলো- মূল্যবোধ।
- ❖ মূল্যবোধের উপাদান বা ভিত্তি হলো- নীতি ও উচিত্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন, নাগরিক সচেতনতা, কর্তব্যবোধ, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূল্যতা, সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা।
- ❖ ফার্সি আইন শব্দটির অর্থ- সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম।
- ❖ আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Law
- ❖ ইংরেজি Law শব্দটির উৎপত্তি- টিউটনিক মূল শব্দ Lag থেকে।
- ❖ Lag শব্দের অর্থ- ছির বা অপরিবর্তনীয়।
- ❖ আইনের সুপারিশ বা প্রাচীনতম উৎস হল- প্রথা।
- ❖ 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি' উক্তিটি করেছেন- এরিস্টটল।
- ❖ 'যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিযোগিই হচ্ছে আইন' (Law is the passionless reason) বলেছেন- এরিস্টটল।
- ❖ আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ উক্তি করেছেন- জন অস্টিন।
- ❖ আইনের সর্বজন গ্রাহ্য বা সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্বত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন- উদ্গো উইলসন।
- ❖ অধ্যাপক হল্যাডের মতে আইনের উৎস ছয়টি- ১. প্রথা ২. ধর্ম ৩. বিচারকের রায় ৪. ন্যায়বিচার ৫. বিজ্ঞানসম্বত আলোচনা ৬. আইনসভা।
- ❖ জন অস্টিনের মতে আইনের উৎস একটি, তা হলো- সার্বভৌমের আদেশ।
- ❖ 'জনমত অন্যতম আইনের উৎস' বলেছেন- ওপেনহেইম।
- ❖ লর্ড ব্রাইসের মতে, মানুষ যে ৫টি কারণে আইন মেনে চলে- নির্ণিষ্ঠতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলক্ষ্মি।
- ❖ নেতৃত্বকার ইংরেজি প্রতিশব্দ- Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে, যার অর্থ সঠিক আচরণ বা চরিত্র।

- ❖ জোনাথন হেইট এর মতে নৈতিকতার উভয় হয়েছে - ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ হতে।
- ❖ 'উভয় প্রতি অনুরাগ ও অস্তর প্রতি বিবাগাই হচ্ছে নৈতিকতা' বলেছেন নীতিবিদ মুর।
- ❖ স্বাধীনতার ইংরেজি- Liberty শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে।
- ❖ 'মানুষের মৌলিক শক্তি বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা' জন স্টুয়ার্ট মিল কথাটি বলেছেন যে গ্রহে - Essay on Liberty.
- ❖ পৌরনীতি ও সুশাসনে 'অধিকার' কলতে বোঝায়- সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর করতগুলো সুযোগ-সুবিধা।
- ❖ 'অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সে সকল শর্তবলি যা ব্যক্তীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না'-উক্তিটি করেছেন - অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাফ্ফি।
- ❖ 'অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক'- উক্তিটি করেছেন- অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাফ্ফি।
- ❖ অধিকার অবাধ হলে- ঘেচাচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❖ অধিকারের প্রধান রক্ষাকৰ্ত্ত হলো - আইন।
- ❖ অধিকার প্রধানত দুই ধরনের - ১. নৈতিক অধিকার ২. আইনগত অধিকার।
- ❖ নাগরিকের সামাজিক অধিকারগুলো হলো - চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, খ্যাতি বা সম্মান লাভের অধিকার।
- ❖ নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকারগুলো হলো - কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, বিশ্বাম বা অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন করার অধিকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।
- ❖ নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার - ছায়াভাবে বসবাসের অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, আবেদন করার অধিকার, সরকার চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার।
- ❖ গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত।
- ❖ আধুনিক গণতন্ত্র হলো- পরোক্ষ বা প্রতিবিত্তমূলক গণতন্ত্র।
- ❖ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি- রাজনৈতিক দল।
- ❖ 'রাজনৈতিক দল এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যার একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রয়াণী হয়' উক্তিটি করেছেন - অধ্যাপক ম্যাকাইভার।
- ❖ জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বস্তনের কাজ করে - রাজনৈতিক দল।
- ❖ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয় - বিবেচী দল।
- ❖ গণতন্ত্রের বিপরীত ধৰ্মীয় শাসনব্যবস্থা হলো - একনায়কত্ব।
- ❖ একনায়কত্ব কলতে বোঝায় - একধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি এক দল বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে।
- ❖ একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্য হলো - এক ব্যক্তির শাসন, এক দলীয় শাসন, বল প্রয়োগ, ক্ষমতার অতি মাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ, প্রচার যন্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহার, উহ্র জাতীয়তাবাদ।
- ❖ 'নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুত ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা' উক্তিটি করেছেন- বার্টার্ড রাসেল।
- ❖ আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে- সুযোগ্য নেতৃত্বের।
- ❖ রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে - নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে।
- ❖ নেতৃত্ব হচ্ছে - সামাজিক গুণ।
- ❖ অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাফ্ফি বলেছেন- সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখ্যপাত্র (A Government is a spokesman to the state)
- ❖ সরকার কলতে বোঝায় - আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

- ❖ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক- এরিস্টটল।
- ❖ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক- ম্যাকিয়াভেলী।
- ❖ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনক- উইলিয়াম বেভারিজ।
- ❖ সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট একুইনাস, ফিলিমা এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত যে মতবাদ সমর্থন করেছিলেন- ইশ্বরিক মতবাদ।
- ❖ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উভবের সময়কাল- ১৬০০-১৮০০ সাল।
- ❖ 'The Modern State' গ্রন্থটির রচয়িতা- আর. এম. ম্যাকাইভার
- ❖ নৈরাজ্য যে তত্ত্বের মূল উপাদান সেটি হচ্ছে- বাস্তববাদ।
- ❖ জিরোসাম গেম আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট- উদারতাবাদ।
- ❖ জাতি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি- জাতীয়তাবাদ।

রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি

- ❖ রাষ্ট্র গঠনের উপাদান- চারটি (নির্দিষ্ট ভূখন, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব)
- ❖ রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান উপাদান- জনসমষ্টি।
- ❖ রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান- সরকার।
- ❖ রাষ্ট্রের মুখ্যপাত্র- সরকার। রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান- সরকার।
- ❖ রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- সার্বভৌমত্ব।
- ❖ পৃথিবীর যে রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌমত্বীয়- ফিলিস্তিন।
- ❖ আমলাতত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা- ম্যাক্স উয়েবার।
- ❖ Persona-Non-Grata শব্দ সমষ্টি যে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- কূটনীতিবিদ।
- ❖ রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে ভাগ করা যায়- দুই ভাগে।
- ❖ রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ- শিক্ষা বিষয়ে করা।

রাষ্ট্রের শ্রেণি বিভাগ

- ❖ ল্যাটিন 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ- নগররাষ্ট্র।
- ❖ তিক 'Polis' শব্দটির অর্থ- নগররাষ্ট্র।
- ❖ দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়- বাফার রাষ্ট্র।

নাগরিক ও নাগরিকত্ব

- ❖ জন্মস্ত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি- জন্মনীতি ও জন্মান্ত্বান নীতি।
- ❖ যে দেশে নাগরিকত্ব অর্জনে জন্মান্ত্বান নীতি অনুসৃত হয়- আমেরিকা।
- ❖ রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য- আনুগত্য প্রকাশ করা।
- ❖ ভোটদানের অধিকার যে ধরনের অধিকার- রাজনৈতিক অধিকার।
- ❖ বিশ্বের যে দেশে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক- অন্টেলিয়া।

সরকার কাঠামো

- ❖ সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা যার কাছে ন্য৷ থাকে- প্রধানমন্ত্রীর কাছে।
- ❖ 'গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা' উক্তিটি করেছেন- মিল।
- ❖ গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- নির্বাচন।
- ❖ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি- রাজনৈতিক দল।
- ❖ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিকল্প সরকার বলতে বুবায়- বিবেচী দল।
- ❖ যে দেশকে গণতন্ত্রের সূত্রিকাগার বলা হয়- ত্রিস।
- ❖ যে দেশকে আধুনিক গণতন্ত্রের সূত্রিকাগার বলা হয়- ব্রিটেন/ ফ্রান্স।
- ❖ যে দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ সরাসরি গণতন্ত্র চালু হয়েছিল- সুইজারল্যান্ড।
- ❖ যে দেশে প্রাচীনতম গণতন্ত্র চালু আছে- ব্রিটেন/ যুক্তরাজ্য।

- ❖ যে দেশকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়- ভারতকে।
- ❖ নির্বাচনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ নিজের পছন্দ প্রকাশের জন্য যে পত্র ব্যবহার করে তাকে বলে- ব্যালট পেপার।
- ❖ 'বুলেটের চাইতে ব্যালট শক্তিশালী' উক্তিটি করেছেন- আব্রাহাম লিংকন।
- ❖ যে দেশের মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার লাভ করে- নিউজিল্যান্ড।
- ❖ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা যে সালে ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯২০ সালে।
- ❖ ২০০২ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশের মহিলারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার লাভ করে- বাহরাইন।
- ❖ EVM বলতে বোঝায়- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন।
- ❖ সর্বপ্রথম যে দেশ নির্বাচনে ই-ভোটিং ব্যবহার করে- যুক্তরাষ্ট্র (অপশনে না থাকলে দিতে হবে- এস্তেনিয়া)।
- ❖ 'ম্যানিফেস্টো' হচ্ছে- রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গণতন্ত্র (Democracy)

- গণতন্ত্রের জনক - ক্লিন্টনস।
- আধুনিক গণতন্ত্রের জনক - জন লক।
- গণতন্ত্রের সূত্রিকাগার বলা হয় - হিসকে।
- বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে - যুক্তরাজ্য।
- সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র (Direct Democracy) প্রচলন হয় - সুইজারল্যান্ডে।
- সংসদীয় গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয় যে দেশে - যুক্তরাজ্য।
- বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রিক দেশ - ভারত।
- গণতন্ত্রের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান - নির্বাচন।
- গণতন্ত্রের প্রাপ বলা হয় - জনগণকে।
- গণতন্ত্রই সর্বোকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলেছেন - লর্ড ব্রাইস।
- 'গণতন্ত্র' মানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার' বলেছেন - বার্কল।
- সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা যার কাছে ন্যস্ত থাকে- প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

নগর রাষ্ট্র (Polis/Civitas)

- 'Polis' শব্দটি- একটি গ্রিক শব্দ।
- প্রাচীন ইস্রের স্কুন্দ স্কুন্দ অঞ্জলকে বলা হত- নগর রাষ্ট্র (যেমন: এথেন্স এবং স্পার্টা)
- পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ- সিভিক্স (Civics)।
- সিভিক্স শব্দ দুটি এসেছে - ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে।
- সিভিস শব্দের অর্থ- নাগরিক (Citizen) আর সিভিটাস শব্দের অর্থ- নগর রাষ্ট্র (City state)
- আধুনিক কালেও নগর রাষ্ট্রের অঙ্গিত বিদ্যমান; যেমন সিঙ্গাপুর।

বাংলা সাহিত্য (Bangla Literature)

চর্যাপদ/মধ্যযুগ/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দর্শন - চর্যাপদ।
- চর্যাপদের অন্যনাম- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, চর্যাগীতিকোষ, দোহাকোষ, চর্যাগীতিকা।
- চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত এটি রচিত - মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।
- চর্যাপদ রচিত হয় - পাল আমলে (সঙ্গম থেকে দ্বাদশ শতকে)
- চর্যাচর্যবিনিশ্চয় এর অর্থ - কোনটি আচরণীয় আর কোনটি নয়।
- চর্যাপদের পদকর্তা বা রচয়িতা- ২৩/২৪ জন।
- ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের পদ সংখ্যা - ৫১টি।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের পদ সংখ্যা - ৫০টি।
- চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা - সাড়ে ৪৬টি।

- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন- কাহুপা (১৩টি)
- চর্যাপদের ছিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেন- ভুসুকুপা (৮টি)
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ অধিকাংশের মতে, চর্যাপদের আদি কবি- লুইপা
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের আদি কবি - শবরপা (মনে রাখুন: শহীদুল্লাহ শবরপা)।
- চর্যাপদের পদগুলো রচিত- সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় (এ জন্য এ ভাষাকে আলো আঁধির ভাষা বলা হয়)
- চর্যাপদের যে কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন - ভুসুকুপা (পূর্ববঙ্গ)
- চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেন- মুনিদত্ত।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন - মেপালের রাজ গ্রাম্যালী থেকে
- ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যে নামে প্রকাশিত হয় - হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা নামে।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম - Buddhist Mystic Songs (বাংলায় বৌদ্ধ মর্ম বাদীর গান- ১৯৬০)
- চর্যাপদের প্রথম পদ হচ্ছে- কাআ তরুবর পাপও বি ডাল/চঞ্চল চীএ পৈঠ্য কাল (রচয়িতা- লুইপা)
- চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় - ৬টি।
- সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেন- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বা বক্ষ্যাযুগ বলা হয়- ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দকে।
- অন্ধকার যুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নির্দর্শন দুটি ছাই- পাওয়া যায়- বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্ব এছ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' এবং হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া'।
- মধ্যযুগের সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য এছ - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (প্রধান চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি)
- ১৩ খন্দে রচিত এ কাব্যহচ্ছের রচয়িতা- বড় চঙ্গীদাস।
- শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের দেববেদ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামের এক ত্রাক্ষণ বাড়ির গোয়াল ঘরের চালার নিচ থেকে আবিষ্কার করেন - ১৯০৯ সালে।
- ১৯১৬ সালে বসন্ত রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
- প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি ছিলেন - শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি/মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি/অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
- যুগ সংক্ষিপ্তের কবি বলা হয়- ঈশ্বরচন্দ্র গুণকে (১৮১২-১৮৫৯ খ্র.)
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি- চন্দ্রাবতী।
- দেঁ ভাবী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও শ্রেষ্ঠ কবি- ফকির গরীবুলাহ
- লোকিক কাহিনীর প্রথম কবি ও আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি- দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি- আলাওল।
- পদ্মাবতী, তোহফা (নৈতিক কাব্য), হষ্ট পয়কর, রাগতালনামা এর লেখক- আলাওল
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক প্রগম্যোপাখ্যানের নাম- ইউসুফ-জুলেখা (লেখক- শাহ মুহাম্মদ সগীর)
- ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে স্যার আঙ্গোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন - চন্দ্রকুমার দে।
- পূর্ববঙ্গ গীতিকা ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে গীতিকাঙ্গলো সংগ্রহ করেন - ড. দীনেশচন্দ্র সেন

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি।
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের প্রধান লেখক- কাজী আব্দুল উদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল ও আবুল হুসেন
- ১৯২৭ সালে প্রকাশিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখ্যপত্র পত্রিকা- শিখা (সম্পাদক - আবুল হুসেন)
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সাথে জড়িত 'শিখা' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

কাজী নজরুল ইসলাম

- পরিচিত - বিদ্রোহী কবি, মুক্তিকবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি।
- জন্ম- ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (বাংলা- ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১লা জৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে
- মৃত্যু- ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (বাংলা- ১৩৮৩ সালের ১২ ভদ্র) ঢাকায়।
- সমাধি- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে।

কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় আগমন ও পদক

- কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকা আসেন- ১৯২৬ সালের জুন মাসে
- ১৯৬০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম ভারত সরকার কর্তৃক লাভ করেন- পদ্মভূষণ।
- ৪৩ বছর বয়সে পিকস ডিজিসের কারণে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন- ১৯৪২ সালে।
- ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দেন- ১৯৭২ সালের ২৪ মে।
- সংবর্ধনায় কবিকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়- ১৯৭৪ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলামকে এক বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট ডিপ্রি প্রদান করে- ১৯৭৪ সালে।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একুশে পদক লাভ করে- ১৯৭৬ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের হয়ে প্রথম বিশ্বযুক্তে সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করেন- পাকিস্তানের করাচিতে
- কাজী নজরুল ইসলাম 'সংগ্রহ' (১৯২৮) কাব্যটি উৎসর্গ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন- নজরুলকে।
- পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের দরিদ্র সম্পদায়ের দারিদ্র্য ও দৃঢ় ভরা জীবন নিয়ে ১৯৩০ সালে মৃত্যুক্ষুধা নামে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেন- কাজী নজরুল ইসলাম
- কবি ঢাকার নবাব পরিবারের এক মহিলার অক্ষিত ছবি দেখে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন- 'খেয়াপারের তরণী'।
- কাজী নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থ- ৫টি (যুগবাণী, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু)
- কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন- 'আনন্দময়ীর আগমনে' (১৯২২) কবিতার জন্য
- মোট কবিতা- ১২টি; প্রথম কবিতা- প্রলয়বন্দুস।
- অগ্নিবীণা কাব্য গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা- বিদ্রোহী (১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- পরিচিত - বিশ্বকবি (ব্ৰহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়), গুরুদেব (মহাআ গান্ধী), কবি গুরু (ক্ষিতি মোহন সেন), ভারতের মহাকবি (চীনের কবি চিলি লিজিন) উপাধি দেন।
- জন্ম- ১৮৬১ সালের ৭ মে (বাংলা- ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারে।
- মৃত্যু- ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (বাংলা- ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) শান্তি নিকেতনে।

গীতাঞ্জলি

- গীতাঞ্জলির রচনাকাল- ১৯০৮-০৯। প্রকাশিত হয়- ১৯১০ সালে।
- গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদস্থূলি- The Song Offerings
- গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১৯১২ সালের শেষ দিকে প্রথম প্রকাশিত হয়- লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক।
- 'The Song Offerings' গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন - আইরিশ কবি W.B Yeats.
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫২ বছর বয়সে প্রথম এশীয় হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর।
- রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন থেকে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়- ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ।

রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ঢাকায় আসেন- ১৮৯৮ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন- ১৯২৬ সালে।
- ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং অবস্থান করেন- ঢাবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে।
- ঢাবির জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'বাসন্তিকা' নামের একটি পত্রিকার জন্য কবিতা লিখে দেন- 'এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসিখেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেম জীৰ্ণ পাতা বৰার বেলায়'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিপ্রি দেয়- ১৯১৩
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আইনস্টাইনের সাক্ষাত হয়- ১৯৩০ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিপ্রি দেয়- ১৯৩৬ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিপ্রি দেয়- ১৯৪০
- নজরুলের অনশনকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেলিথাম পাঠান- 'Give up Hunger Strike, Our Literature Claims You'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উৎসর্গকৃত গ্রন্থ

গ্রন্থ	যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে
বসন্ত (গীতিনাট্য)	কাজী নজরুল ইসলাম
খেয়া (কাব্য)	জগদীশচন্দ্র বসু
পূরুষী (কাব্য)	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে (আর্জেন্টিনা)
কালের যাত্রা (নাটক)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তাসের ঘর (নাটক)	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে

কবি সাহিত্যিকদের উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি	প্রকৃত নাম	উপাধি
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	বিহারীলাল	ভোরের পাখি
বকিমচন্দ্র	সাহিত্য সম্মাট	সুফিয়া কামাল	জননী সাহসিকা
বিনয়কৃষ্ণ	যাশাবর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসিক ও উপন্যাস

উপন্যাসিক	উপন্যাস
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা
আলাউদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তেলচিত্র, কর্ণফুলী
মীর মশাররফ হোসেন	বিশাদ সিঙ্কু, উদাসীন পথিকের মনের কথা
আবু ইসহাক	সৃষ্টি দীঘল বাড়ী, পদ্মার পলিদীপ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, বৈঠাকুরাণীর হাট
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলে কোঠার সেপাই, খোয়াবনামা
রোকেয়া সাখাওয়াত	পদ্মরাগ
শরচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়	দত্তা, দেনাপাত্না, শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রাদীন, গৃহদাহ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন।
কালী প্রসন্ন সিংহ	হৃতোম প্যাঁচার নকশা
কাজী নজরুল ইসলাম	বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	চাঁদের আমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, লালসালু
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পঞ্চওম
সেলিমা হোসেন	হাঙুর নদী হেনেডে, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি
নীলিমা ইব্রাহিম	এক পথ দুই বাঁক, বিশ শতকের মেয়ে
সৈয়দ শামসুল হক	এক মহিলার ছবি, সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, নীল দংশন

কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

শামসুর রাহমান	মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক)
কাজী নজরুল ইসলাম	কহলন মিশ্র, ধূমকেতু
মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীল লোহিত, সনাতন পাঠক
আবু নাইম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শহীদুল্লাহ কায়সার
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হৃতোম প্যাঁচা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল

সাধারণ বিজ্ঞান (General Science)

বিভিন্ন খাদ্যে পাওয়া এসিড

খাদ্য/ফল	এসিড	খাদ্য/ফল	এসিড
লেবু, কমলা	সাইট্রিক এসিড	দুধ	ল্যাক্টিক এসিড
আমলকি, টমেটো, জাম	অ্যাসকরবিক এসিড	চা	ট্যানিক এসিড
আপেল, আঙুর	ম্যালিক এসিড	কফি	ক্লোরোজেনিক
তেঁতুল, আলু, গাজর	টারটারিক এসিড	কচু	অক্সালিক এসিড

- ১৯২১ সালে মিথ্যা ধরার যত্ন পলিগ্রাফ (Polygraph) আবিষ্কার করেন - জন এ লারসন

- > ১৯৪২ সালে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে হেলিকপ্টার উৎপাদন করে - ইগর সিকোরফিল
- > ১৯২২ সালে RADAR (Radio Detection and Ranging) উদ্ভাবন করেন - এ এইচ টেইর এবং লিও সি ইয়ং।
- > ১৯২৬ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার করেন - স্টিশ বিজ্ঞানী জন লজি বেয়ার্ড।
- > ১৮৯৬ সালে বেতার যন্ত্রের সম্পূর্ণাত্মক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন - ইতালির প্রকৌশলী মার্কিনি
- > ১৮৭৬ সালে টেলিফোন বা দূরালাপনি একটি যোগাযোগের মাধ্যমে টেলেক্স ও ফ্যাক্স আবিষ্কার করেন - স্টিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।
- > ১৮৭৭ সালে ফনোগ্রাফ (Phonograph) আবিষ্কার করেন - মার্কিন টমাস আলভা এডিসন
- > ১৮৭৯ সালে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বালু আবিষ্কার করেন - মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস এডিসন।

আধুনিক বিজ্ঞান

- > আলোকবর্ষ ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়- দূরত্ব।
- > আলো শূন্য মাধ্যমে এক বস্তুর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয়- আলোক বর্ষ
- > কার্বনের বহুরূপী- গ্রাফিন (Graphene)
- > ইলেকট্রিক বালু এর ফিলামেন্ট তৈরি হয়- টাংস্টেন দিয়ে।
- > পানিতে দ্রবীভূত হয় না- ক্যালসিয়াম কার্বনেট (কারণ সময়োজী যৌগ)।
- > ফল পাকানো জন্য দায়ী- ইথিলিন।
- > কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম- ক্লোরোপিক্রিন।
- > কাঁদুনে গ্যাসের ইংরেজি অর্থ- Tear Gas.
- > মানবদেহে লোহিত কণিকার গড় আয়ু- ১২০ দিন বা ৪ মাস।
- > হার্ট থেকে রক্ত বাইরে নিয়ে যায় যে রক্তবলী- আর্টারি।
- > AC (Alternating Current) কে DC (Direct Current) এ রূপান্তর করার যত্ন-রেকটিফায়ার
- > বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করার যন্ত্রের নাম- লাউড স্পিকার।
- > বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম- ব্যারোমিটার।
- > সাঁতার কাটা সহজ- সাগরে।
- > ডিমে যে ভিত্তিমিন নেই- ভিত্তিমিন সি।
- > যার জন্য পুঁপ রঙিন ও সুন্দর হয়- ক্রোমোপ্লাস্ট।
- > লেজার রশ্মি আবিষ্কার করেন- মাইম্যান, ১৯৬০ সালে।
- > পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক- ওপেন হেইমার।
- > এক্স-রে আবিষ্কার করেন- রন্টজেন।
- > টেলিফোন আবিষ্কার করেন- আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।
- > তড়িৎ প্রাবল্যের ব্যবহারিক একক- নিউটন/কুলোম।
- > আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক কে বলে- কেলভিন
- > তাপের একক- জুল।
- > দূরত্বের সবচেয়ে বড় একক- পারসেক।
- > এক কুইটাল ওজন সমান- ১০০ কেজি।
- > গ্যাসের চাপ নির্ণয়ক যন্ত্র হলো- ম্যানোমিটার।
- > নিউটনের গতিসূত্র- ৩টি।
- > বস্তুর আপেক্ষিক ভর আবিষ্কার করেন- বেজানিক আইনস্টাইন।
- > বস্তুর ওজন শূন্য হয়- ভূকেন্দ্রে।
- > চন্দে কোন বস্তুর ওজন প্রথিবীর ওজনের- ছয় ভাগের এক ভাগ।
- > জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন- এরিস্টটল।
- > শারীরবিদ্যার জনক- উইলিয়াম হার্ডে।
- > যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি- লাল।
- > যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম- বেগুনি।